বিশ্ব মননে বাংলা ও বাঙালি

প্রজ্ঞা PROGGA

The monthly newspaper

জুলাই ২০২৬ | বর্ষ : ৩ ॥ সংখ্যা : ১৮ | www.progganews.us | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩৩

ইরানের সঙ্গে আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে, কংগ্রেসে ট্রাম্পের ঘোষণা

প্রজ্ঞা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন কংগ্রেসকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন যে ওয়াশিংটন আবারও ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছে।

এর আগে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ট্রাম্পের যুদ্ধ করার ক্ষমতার ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপের চেষ্টা করেছিল। তাদের যুক্তি ছিল, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার জন্য ট্রাম্প কংগ্রেসের কোনো অনুমোদন নেননি। ১৯৭৩ সালের ‘ওয়ার পাওয়ারস রেজোল্যুশন’ (যুদ্ধক্ষমতা আইন) অনুযায়ী, কংগ্রেস অনুমোদন না দিলে সামরিক অভিযান শুরুর ৬০ দিন পর প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করতে হয়।

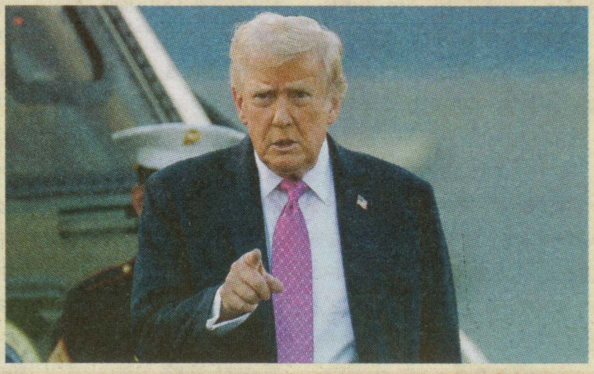

গণমাধ্যমগুলোর হাতে আসা গত শুক্রবারের (১০ জুলাই) একটি চিঠিতে ট্রাম্প যুক্তি দেখিয়েছেন, ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের ওপর এ নতুন হামলা ‘দেশে এবং বিদেশে মার্কিন নাগরিক ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য’ তাঁর দায়িত্বের অংশ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, হোয়াইট হাউস দাবি করেছে যে এ পদক্ষেপের ফলে ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন করে আরও ৬০ দিনের সময় পাবে।

এর আগে গত মে মাসে ট্রাম্প কংগ্রেসকে জানিয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ৭ এপ্রিল একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়ায় ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’ নামে প্রাথমিক অভিযানটি সমাপ্ত হয়েছে।

তবে গত সপ্তাহে আবার দুই দেশের মধ্যে হামলা শুরু হলে সেই যুদ্ধবিরতি এবং গত ১৭ জুন ➤ পরবর্তী পাতা ২৬, কলাম ৩

চাইলেই ট্রাম্প কেন ইরান যুদ্ধ থেকে রাতারাতি বের হতে পারছেন না

প্রজ্ঞা ডেস্ক : ইরান যুদ্ধ থেকে সহজে বের হতে পারছেন না যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দুই দেশের মধ্যে নতুন করে পাল্টাপাল্টি হামলা শুরু হওয়ায় যুদ্ধ বন্ধের সব চেষ্টা আবার বাধায় পড়েছে। ট্রাম্পের সামনে এখন সংঘাত নিরসনের ভালো কোনো বিকল্প নেই। ভেস্তে গেছে দুই পক্ষের মধ্যকার ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতিও।

গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে তেলবাহী জাহাজে হামলার জবাবে সম্প্রতি ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবর্ষণ করে যুক্তরাষ্ট্র। পাল্টা জবাবে বাহরাইন ও কুয়েতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইরান। এ ঘটনার পর ট্রাম্প ঘোষণা ➤ পরবর্তী পাতা ৪২, কলাম ১

২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের হয়ে কে লড়তে পারেন

প্রজ্ঞা ডেস্ক : ২০২৮ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থীরা এখনই প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হোয়াইট হাউসের ক্ষমতা পাওয়ার এই উন্মুক্ত লড়াইয়ে দলটির কোনো শীর্ষ নেতার নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

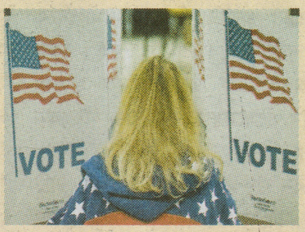

এই লড়াইয়ে অংশ নিতে ডেমোক্রেটিক দলের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের গভর্নর, সিনেটর এবং সাবেক ➤ পরবর্তী পাতা ৪৩, কলাম ১

শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে কী হবে?

প্রজ্ঞা ডেস্ক : চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছেড়ে যাওয়া বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে সম্প্রতি বেশ আলোচনা চলছে।

সম্প্রতি ভারতীয় একটি গণমাধ্যম শেখ হাসিনার বরাত দিয়ে এ বছরই তার বাংলাদেশে ফেরার খবর দেওয়ার পরই এ বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে চর্চিত হয়।

চব্বিশের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনা। মামলায় পলাতক হিসেবে তার বিচার করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা সোমবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ➤ পরবর্তী পাতা ৪২, কলাম ১

ট্রাম্পের যৌন নিপীড়নের শিকার ক্যারলকে ৫০ লাখ ডলার দিতে আদালতের নির্দেশ

প্রজ্ঞা ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কলামিস্ট এলিজাবেথ জ্যঁ ক্যারলের মধ্যকার বহুল আলোচিত আইনি লড়াইয়ে বড় সিদ্ধান্ত দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। ট্রাম্পের সব আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে ➤ পরবর্তী পাতা ৫৭, কলাম ১

পাত্র-পাত্রী

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর (১৯) জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ ৭১৮-৩০০-৯৯০৮

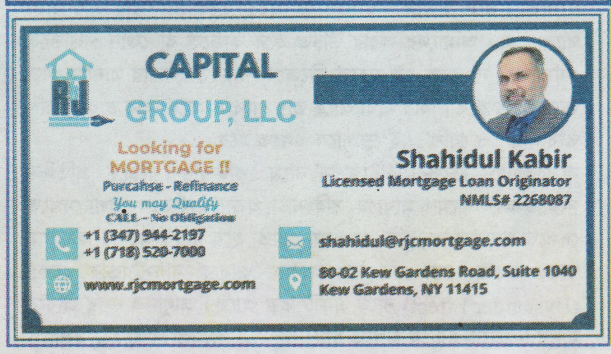

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস

৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস– দেশটির জাতীয় জীবনের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৭৭৬ সালের এই দিনে তেরটি উপনিবেশ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ঘোষণা (Declaration of Independence) দেয়। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৭৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সেই ঐতিহাসিক অভিযাত্রার ২৫০তম বর্ষ উদযাপন নিঃসন্দেহে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

প্রজ্ঞা নিউজ-এর পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে জানাই তাদের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র শান্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং মানবকল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

এই উপলক্ষে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের উদ্যোগে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপিত হয়। জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে সরকারের প্রতিনিধি, সংসদ সদস্য, কূটনীতিক, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় জর্জ হ্যারিসনের ঐতিহাসিক 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ', জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি লুই কান এবং বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রকৌশলী ফজলুর রহমান খানের অবদানের কথা স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করা হয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সেই ঐতিহাসিক বাণী– "সব মানুষ সমান"– উদ্ধৃত করে বলেন, ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসে যুক্তরাষ্ট্র 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির আলোকে বিশ্বব্যাপী অংশীদারত্ব আরও শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে আরও গভীর করার পাশাপাশি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও আঞ্চলিক শান্তিকে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেন।

কিন্তু অনুষ্ঠানটির ভেন্যু নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে, এটি ছিল দুই দেশের স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্কেরই বহিঃপ্রকাশ। আবার অন্যদের আশঙ্কা, এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাববলয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এ নিয়ে নানা ধরনের মতামত ও বিশ্লেষণ দেখা গেছে।

বাস্তবতা হলো, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদেশি দূতাবাসগুলো নিয়মিতভাবে নিজ নিজ দেশের জাতীয় দিবস উদযাপন করে থাকে এবং স্বাগতিক দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা তাতে অংশ নেন। এটি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক রীতিনীতির স্বীকৃত নীতি। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, কৌশলগত অংশীদারত্ব এবং পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে। বাংলাদেশে এ আয়োজনটিও একটি কূটনৈতিক রীতিনীতির অংশ হিসেবে উদযাপিত হয়.ফলে একটি বিদেশি রাষ্ট্রের জাতীয় দিবস উদযাপনকে ভিন্নভাবে দেখার সুযোগ খুব একটা নেই। কিন্তু অনেকের প্রশ্ন– অনুষ্ঠানটির জন্য অনেক জায়গা থাকার পরও জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায়ই কেন নির্বাচন করা হলো?

জাতীয় সংসদ ভবন শুধু একটি স্থাপত্য নয়; এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এক অনন্য প্রতীক। ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার স্মারক, এই প্রাঙ্গণে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের জাতীয় দিবস উদযাপন স্বাভাবিকভাবেই একটি বিশেষ প্রতীকী গুরুত্ব বহন করে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঐতিহাসিক সত্যও স্মরণে রাখা দরকার, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রশাসনের অবস্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না। রাষ্ট্রের নীতিগত অবস্থান ভিন্ন থাকলেও সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য নাগরিক, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী সমাজ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং সাহায্য সহযোগিতাও করেছিলেন। তাই ইতিহাসের সেই স্মৃতি আজও এদেশের অধিকাংশ মানুষের অনুভূতিকে নাড়া দেয়, এবং এই বাস্তবতাকে ও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। সেই কারণে অনুষ্ঠানটির স্থান নির্বাচন নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

অনুষ্ঠানটির স্থান নির্বাচন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগে থেকেই একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা প্রেস নোট প্রকাশ করা হলে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক অনেকটাই এড়ানো যেত। এত রাখ ঢাকের কি প্রয়োজন ছিল? এখানেই সরকারের আরও স্বচ্ছতার প্রয়োজন ছিল।

গণতন্ত্রে স্বচ্ছতা জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করে, আর নীরবতা প্রায়ই অপ্রয়োজনীয় সন্দেহের জন্ম দেয়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, রাষ্ট্রীয় প্রতীক সমূহের ব্যবহার এবং জনগণের আবেগ অত্যন্ত সংবেদনশীল, তাই এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা প্রত্যাশা করা অম নয়। কারণ রাষ্ট্রের প্রতীকী স্থানগুলোতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি আয়োজন দেশ-বিদেশে একটি বিশেষ বার্তা প্রেরণ করে।

বর্তমান বিশ্বরাজনীতিও ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। উন্নয়ন, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন কিংবা নিরাপত্তার মতো কোনো ক্ষেত্রেই আজ একটি দেশ একা একা চলতে পারে না। রাষ্ট্রের স্বার্থ, বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কূটনীতির ভাষাও বদলে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশও সেই বাস্তবতার সম্মুখীন । বিশেষ করে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে ঘিরে বৈশ্বিক রাজনৈতিক কারণে, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে দেশটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে এসেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান কিংবা অন্য যেকোনো শক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এখন আর কেবল দ্বিপাক্ষিক নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৃহত্তর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরবর্তী পাতা ৫৭, কলাম ১

Mohamad B. Hossain
Adviser Progga News

Bhajan Sarker
Adviser Progga News

উপসম্পাদকীয়

বিবেকের কাছে আমরা কতটা মানুষ?

অচ্যুৎ বিবেক : একটি উন্নত সমাজের প্রকৃত পরিচয় বলতে কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারকে বোঝায় না। সুউচ্চ অট্টালিকা, পাতাল রেল, উড়ালসেতু কিংবা মাথাপিছু আয়ের উপরও নির্ভর করে না। তার মূল ভিত্তিই হলো এমন একটি মানবিক সামাজিক কাঠামো, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মান-মর্যাদা, নিরাপত্তা, এবং মানসিক বিকাশ নিশ্চত করে। সামগ্রিকভাবে যে সমাজে দুর্বল, অসহায় এবং নির্বাক প্রাণীদের অধিকার ও নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত থাকে, সেই সমাজকেই প্রকৃত অর্থে মানবিক ও উন্নত সমাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় সমাজের উৎকর্ষতা নির্ভর করে সেই সমাজের মানুষ কতটা পারস্পরিক সহযোগিতায় এবং সহানুভূতির সাথে বসবাস করছে তার উপর। এই ভালোবাসা, সম্মান, নিরাপদ, সহানুভূতিশীলতা ও যত্নশীলতা যদি একটি উন্নত ও সভ্য সমাজের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গই হয়ে থাকে, তাহলে এই পরিমাপে বা বিচারে আজ আমাদের সমাজের অবস্থান কোথায় তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলের আনাচে কানাচে প্রতিদিন অসংখ্য ঘটনা ঘটে। পত্রিকার পাতা খুলতেই প্রয়োজন অপ্রয়োজনীয় চোখ ঝলসানো নানান খবরে ভরা থাকে।যার মধ্যে অপরাধ ও মানবিক বিপর্যয়ের ঘটনাও ঘটে।

সব খবর আমাদের সামনে আাসে না। এমন কিছু ঘটনা ঘটে যায়, যা শুধু সংবাদের খবর হিসাবে আসে না, অথচ যে সংবাদগুলো জাতির বিবেককে নাড়া দেওয়া এবং আমাদের সমাজের গভীর অসুস্থতার প্রতিচ্ছবিও হয়ে ওঠে। সেই রকম কিছু খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে মুহূর্তেই সারা দেশে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে, আবার অসংখ্য ঘটনা নির্মম বাস্তবতায় নীরবেই চাপা পড়ে যায়। মূলধারার অনেক সংবাদমাধ্যমেও অনেক সময় এসব ঘটনা অপ্রয়োজনীয় গুরুত্বহীন হিসাবে পৃষ্ঠার কোনে একটুখানি জায়গাও পায় না।

সম্প্রতিকালে কয়েকটি ঘটনা আমাদেরকে শুধু বেদনায় ভারাক্রান্ত আর শোকাহত করেনি, বরং আমাদের সামাজিক বিবেককে গভীরভাবে আহত করেছে। একটি ঘটনায় ১৯ মে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মিরপুরের পল্লবীতে দ্বিতীয় শ্রেণির স্কুলছাত্রী ৮ বছরের শিশু রামিসাকে নির্যাতনের পর গ/লা কেটে হ/ত্যা করে ঘাতক সোহেল রানা ও স্বপ্না আক্তার। আরেকটি ঘটনায় রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে পঁচাত্তর বয়স্ক নুরজাহান বেগম নামে এক বৃদ্ধার পচাগলা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, মৃত্যুর অন্তত সাত থেকে আট দিন পর তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি মেয়ের বাসার একটি পৃথক কক্ষে একা থাকতেন। কয়েকদিন ধরে কোনো সাড়া না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা একজন নার্সকে ডাকেন। পরে ওই কক্ষে গিয়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ জানায়, ঘরটি ছিল অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও আবর্জনায় ভরা, আর মরদেহে পচন ধরেছিল। বদ্ধার তিন ছেলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তাদের একজন যুগ্ম সচিব, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অন্যজন কানাডাপ্রবাসী। ঘটনাস্থলের অবস্থা দেখে দীর্ঘদিন ধরে তিনি অবহেলা ও পরিচর্যার অভাবে ছিলেন বলে প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে। আরও বেদনাদায়ক হলো, সন্তানের একজন প্রকাশ্যে মায়ের বিরুদ্ধেই অভিযোগ তোলার চেষ্টা করেছেন।

একই সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে আরেকটি হৃদয়বিদারক দৃশ্য হলো, একটি নির্বাক প্রাণী (কুকুর) কে সেতু থেকে এক যুবক গলায় ইট বেঁধে,নদীতে ফেলে দেয়, পানিতে কুকুরটি বাঁচার জন্য প্রাণপনে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে মৃত্যুর কাছে হার মানে। ফলে প্রাণীটিকে হত্যা করা হলো। আর আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো নির্বিকার দর্শকের ভূমিকায় নিড়িহ প্রাণীটার মৃত্যু যন্ত্রনার দৃশ্য উপভোগ করছিল।

এই সময়ে ঘটে যাওয়া আরো কিছু ঘটনা আমাদেরকে মধ্যে যুগীয় বর্বর সময়ে পৌঁছে দেয়। ময়মনসিংহে জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা, নরসিংদিতে দোকানের ভেতরে তালা বন্ধ করে হত্যা, লোটিয়া গ্রামে একই পরিবারের তিন জনকে গলা কেটে হত্যা, কবর থেকে লাশ তুলে পোড়ানোর মত বিভৎস ঘটনাগুলিও দেখতে হয়েছে। এই ঘটনাগুলো আমাদের চরম নৈতিক বিপর্যয় এবং সামাজিক অবক্ষয় আর নোংরা রাজনৈতিক চর্চায় এক ভয়ানক চিত্র ফুটিয়ে তোলে।

আপাতঃদৃষ্টিতে যদিও ঘটনাগুলোকে বাহ্যিক কোন মিল নেই, কিন্তু অন্তর্নিহিত সংকটের রূপ/ চরিত্র একই,তা হলো মানবিকতার সংকট। প্রশ্ন জাগে, কেন সমাজে নিষ্ঠুরতা, উদাসীনতা এবং দায়িত্বহীনতা বাড়ছে? অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার ও নগরায়ণের এই সময়ে কি মানুষ সত্যিই অমানুষ হয়ে পড়ছে?

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের মত চরম অমানবিক ঘটনাগুলো কখনো হঠাৎ করে জন্ম নেয় না। এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলমান সামাজিক শৃঙ্খলা বিবর্জিত পরিবেশ, সাংস্কৃতিক উপাদানের অপ্রতুলতা, অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফল। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন আমরা প্রযুক্তিতে এগিয়েছি, আয় বেড়েছে, নগরায়ণ হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে বেড়েছে আত্মকেন্দ্রিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং সম্পর্কের দূরত্ব। প্রযুক্তি যখন মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে পৃথিবী, কিন্তু পাশের মানুষের কথা শোনার সময় কেড়ে নিয়েছে। ডিজিটাল সংযোগ বেড়েছে, অথচ হৃদয়ের সংযোগ কমেছে, শারীরিক মানসিক দরত্ব বেড়েছে। একই পরিবারের সদস্যরা একই ছাদের নিচে বাস করলেও একে অপরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। সন্তানরা বৃদ্ধ মা-বাবার জন্য আলাদা বাসা ভাড়া করা বা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ হয়েছে বলে মনে করছে।

অনেকেই এই প্রযুক্তিকে দায়ী করেন। সামাজিক অবক্ষয় ও মানবিক বিপর্যয়ের জন্য সরাসরি প্রযুক্তিকে দায়ী করা উচিত নয়। কারন মানুষ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে, এখানে প্রযুক্তির প্রায়োগিক বিষয়টিই মূখ্য, অর্থাৎ ব্যবহারকারীর মনোভাব আর কিভাবে ব্যবহার করেছি তার উপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে শুধু সহজ করতে পারে, কিন্তু মানবিক মূল্যবোধের বিকল্প হতে পারে না।

অনেকেই মনে করে পুঁজিবাদী সমাজ মানুষকে পণ্য বা 'কনজিউমার' বানিয়ে ফেলেছে। যেখানে মানুষের সাফল্যকে মাপা হয় টাকা আর ক্যারিয়ার দিয়ে। ফলে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা ব্যস্ত সন্তানরা ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটতে গিয়ে গর্ভধারিণী মায়ের ন্যূনতম দায়িত্ব নিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে। সমাজ এখন যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবার এবং একক পরিবার থেকে 'চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক' রূপ ধারণ করেছে। পাশের ফ্ল্যাটে কী হচ্ছে, প্রতিবেশী বেঁচে আছে না মরে পচে যাচ্ছে– তা জানার মতো সামাজিক যোগাযোগ ও সহমর্মিতা এখন নেই বললেই চলে।এটাও সত্য যে এই সফলতার প্রতিযোগিতায় মানুষ যদি ভালোবাসা, সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ ও পারিবারিক বন্ধন হারিয়ে ফেলে, তবে সেই সফলতা শেষ পর্যন্ত আত্মবিধ্বংসী অমানবিক হয়ে ওঠে।

সরকারের অমনোযোগীতা উদাসীনতা আর দায় এড়ানোর মনোভাব সবচেয়ে বেশী দায়ী।

স্বাধীনতার অর্ধশত বছরেরও বেশী সময় পরে আমাদেরকে এসব নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। অনেক সরকার এসেছে, কিন্তু কোন সরকার এই রকম জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে ভাববার অবকাশ হয়নি। আমাদের দেশের বাজেটের প্রায় অনেক অংশ নানান খাতে খরচের জন্য বরাদ্দ থাকে। সেখানে আমাদের বাজেটে এই সংস্কৃতি খাতের বরাদ্দ মোট বাজেটের মাত্র ০.০৯ শতাংশ, যা মোট বাজেটের ১ শতাংশেরও কম । তাছাড়া দেশে মানবিক উন্নয়নের নামে বিদেশ থেকে প্রচুর টাকাও আসে অথচ শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন,সংস্কৃতির উন্নয়ন বা মানবিক সমাজ গড়ার মত কাজের জন্য। সংস্কৃতি নাকি উন্নত জাতির পরিমাপের মুল উপাদান, একটা জাতি কতটা উন্নত তা পরিমাপ হয় সেই জাতির সংস্কৃতি কত উন্নত তার উপর।একটি দেশের জনগন ও সমাজকে উন্নত করতে হলে মুল্যবোধ মানবিক ও সহিষ্ণু মানুষ গড়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিও অনেকাংশে দায়ী।

প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু মাত্র ভালো রেজাল্ট, উন্নতি সফলতা ছাড়া নৈতিকতা মুল্যবোধ শিক্ষার মত বিষয় গুলো একেবারেই অনুপস্থিত। পাঠ্য বইয়ে নৈতিক শিক্ষার তেমন কিছু নেই বললেই চলে, যে অংশটুকু থাকে, তা-ও শুধু মাত্র মুখস্থ করে পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্যই ব্যবহৃত হয়, বাস্তব জীবনে তার কোনো প্রতিফলন ঘটে না।

সংস্কৃতি চর্চা সীমিত ও সহনশীলতার অভাবও এর আরেকটি অন্যতম কারণ। এলাকায় এলাকায় খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, থিয়েটার মঞ্চ বা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কোনো অস্তিত্ব এখন নেই বললেই চলে। তরুণ প্রজন্ম সুস্থ বিনোদনের অভাবে সারাক্ষণ অনলাইনে থাকার প্রবনতা বাড়ছে। নিষিদ্ধ সাইটে পর্নোগ্রাফি, সাইবার ক্রাইম এবং বিভিন্ন বিকৃত কনটেন্টের মত বিকৃত মানসিকতার দিকে ঝুঁকছে, যা তাদের ভেতরের অপরাধ প্রবণতাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। এই সমস্যাগুলো নীরবে সমাজে জেঁকে বসছে।

সমাজ, পরিবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবাই যদি "দেখি না কি হয়" এই মনোবাবে চলে তাহলে সমাজের কি অবস্থা হবে তা বুঝার আর বাকী থাকে না। আমাদের সবার উচিত হবে কাউকে বা কোন পদ্ধতিকে দোষারোপ না করে এই মুহূর্তে নিজেকে পরিবর্তন করার মানসে কাজ শুরু করতে হবে। 'যার মাথা আছে তার ব্যাথাও আছে, যার ভাবনা বেশি তার দায়িত্বও বেশি' এই শ্লোগানে এগুতে হবে।

মনোবিজ্ঞানে 'ডিসেনসিটাইজেশন' নামে একটি ধারণা রয়েছে। প্রতিদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সহিংসতা, হত্যা, নির্যাতনের দৃশ্য দেখতে দেখতে মানুষের অনুভূতি একসময় ভোঁতা হয়ে যায়। অন্যের কষ্ট আর তাকে ততটা নাড়া দেয় না। আবার 'আবার' বাইস্ট্যান্ডার এফেক্ট (Bystander Effect) নামে একটি তত্ত্ব আছে। আধুনিক নগর জীবনে মানুষ নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চায়, পরবর্তী পাতা ২৬, কলাম ১

PRABIR PLUMBING & SERVICES

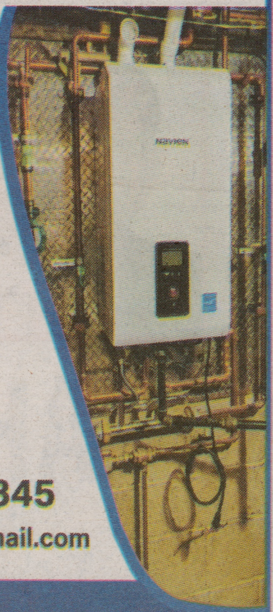

Prabir Das (Dipu)
NYC Certified Plumber

Phone : 347-615-8345
Prabir.8005@gmail.com

* NYC Certified Plumber (All kind of Plumbing issues)
* Construction/ Renovation (any house)
* Full Electrical Package
* Free Consulting & Estimate.

24/7

24/7 HELPLINE.

Quality Work. Honest Service. Your Trust, Our Priority.

GRANDVIEW
PROPERTY MANAGEMENT LLC

718-564-0914 | 646-363 7131
GRANDVIEWBROOME@GMAILL.COM

OUR SERVICES
- Property Management
- House & Building Renovation / Repairs
- Gutter Removing
- Tree Cutting & Trimming
- Lawn Mowing
- Renting Apartments & Houses
- Garbage Disposal
- Landscaping

WHY CHOOSE US?
- Licensed & Registered in Broome County
- Reliable, Professional & Economical
- Quick Response & Quality Work
- One Company for All Property Needs

আমরা বাংলা বলি
32 WASHINGTON AVE
ENDICOTT NY 13760

EXIT
EXIT REALTY PRIME

REALTOR® MLS MULTIPLE LISTING SERVICE EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

Selling, Buying, Renting or Investing, I can help!

Home means for ourselves, fulfill a dream of our own, fulfilling that dream

Call me for appointment today

Cell : 1-917-349-4928
Phone : 1-718-262-0205
Phone : 1-718-262-0254
E-mail : munmunlt84@gmail.com
www.exitprimeny.com
189-10 Hillside Ave, Suite-E
Hollis, NY 11424

Munmun Saha
Licensed Realtor

Each Office is independently owned and operated

নিউইয়র্কের যেকোন স্থানে
বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য
একজন নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
নাজমুস সাকিব সালাম
Call: 718-751-6088
EXIT REALTY PRIME
BUY. SELL. RENT. INVEST
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

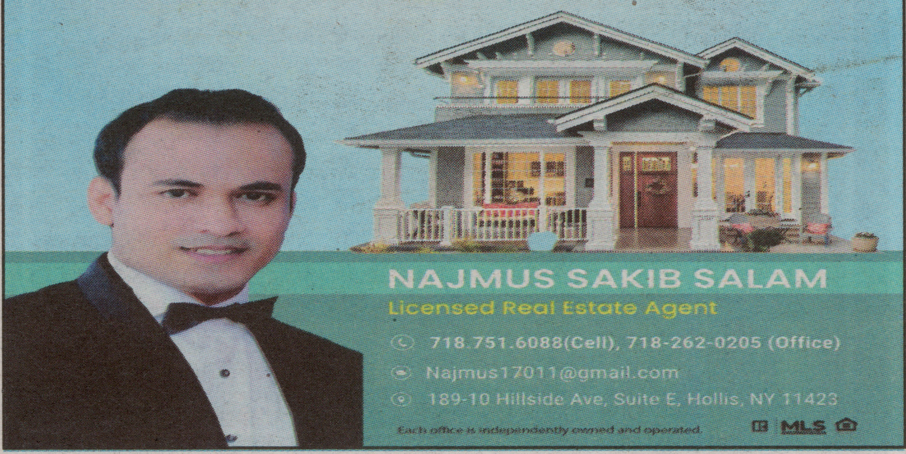

NAJMUS SAKIB SALAM
Licensed Real Estate Agent
718.751.6088(Cell), 718-262-0205 (Office)
Najmus17011@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E, Hollis, NY 11423
Each office is independently owned and operated.

EXIT REALTY PRIME
REALTOR MLS

SHAHIDUL HOQUE
NYS Licensed Realtor
929-710-2488
bestrealestateltdbd@gmail.com
www.EXITPrimeNY.com
EXIT REALTY PRIME
Each Office Is Independently Owned & Operated

Where Entrepreneurs Thrive

kw REALY NYC GROUP
KELLERWILLIAMS.

SHUSANTA DEY
Licensed Real Estate Salesperson
9347-282-0849
718-697-6800 (Office)
shusantadey@kw.com
shusantadey.kw.com
REALTOR MLS
Keller Williams Realty NYC Group
2300 Eastchester Rd, Bronx, NY 10469
Each Office Is Independently Owned & Operated

EXIT REALTY PRIME
Golam Hassan
Licensed Real. Estate Agent
9175 515 7872
REALTOR MLS
189-10 Hillside Ave, Suite E,
Hollis, NY 11423
718-262-0205
golamhassannyc@gmail.com
www.exitprimeny.com
Each Office Is Independently Owned & Operated
Text HASSAN to 85377 for my Mobile Business Card

EXIT REALTY PRIME
REALTOR MLS

SUMON ROY
NYS Licensed Realtor
Mobile : 646-591-5917
Phone : 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : smnroy@yahoo.com
Web : www.EXITPrimeNY.com

Adress : 189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
Each Office Is Independently Owned & Operated

ইত্যাদি
Ittadi
Garden & Grill
718-429-5555
Ittadi Group USA
Shakil Abu Numan
President & CEO
347-866-2923
abunuman3@gmail.com

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের ব্যতিক্রমী চড়ুইভাতি
তিন শতাধিক মানুষের অংশগ্রহণে রচিত হলো এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রবাসে বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সম্প্রীতি, পারস্পরিক ভালোবাসা ও মানবিক মূল্যবোধকে নতুন উচ্চতায় তুলে ধরল বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সংসদ। কেবল একটি বনভোজন নয়, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাঙালিয়ানা, সাংস্কৃতিক চেতনা, সৌহার্দ্য ও পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার এক অনন্য উদ্যোগ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকল সংগঠনটির দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য চড়ুইভাতি।

গত ২৮ জুন ২০২৬, রবিবার নিউইয়র্কের Franklin D. Roosevelt State Park-এ সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রায় তিন শতাধিক সদস্য, শুভানুধ্যায়ী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, কমিউনিটি নেতা, নারী, পুরুষ, শিশু ও নতুন প্রজন্মের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো পার্ক পরিণত হয় এক টুকরো বাংলাদেশে। দিনভর হাসি-আনন্দ, গান, নৃত্য, খেলাধুলা, দেশীয় খাবার ও আন্তরিক আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় এক প্রাণবন্ত, উৎসবমুখর ও হৃদয়স্পর্শী পরিবেশ।

চড়ুইভাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক পরিকল্পনার চমৎকার সমন্বয়। পার্কেই সকালের নাস্তা তৈরির উৎসবমুখর পরিবেশ, ডা. আজিজুল হকের নেতৃত্বে ভাত, পোলাও ও খাসির মাংস রান্না, বারবিকিউ, এস্টোরিয়ার জনপ্রিয় বৈশাখী রেস্টুরেন্টের সুস্বাদু মধ্যাহ্নভোজ, কাঁঠাল, আম, আম ভর্তা, দেশীয় পিঠা, তাজা ফল, ক্যান্ডি এবং নানা রকমের খাবারের সমারোহ অংশগ্রহণকারীদের মুগ্ধ করে। দিনব্যাপী আপ্যায়নে ছিল আন্তরিকতার ছাপ, যা অতিথিদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী আকর্ষণ ছিল উদীচী পরিবারের নতুন প্রজন্মের সদস্য প্রজ্ঞাত্তম সাহা প্রজ্ঞার পরিকল্পনায় উদীচী পিঠা কর্নার, উদীচী ফল কর্নার এবং উদীচী ক্যান্ডি কর্নার। বাংলার ঐতিহ্য, স্বাদ ও সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে এই উদ্যোগ উপস্থিত সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। ছোট-বড় সবাই আনন্দের সঙ্গে পিঠা, ফল ও ক্যান্ডি উপভোগ করেন। প্রতিটি পরিবারের হাতে উদীচীর মনোগ্রামসংবলিত কাপ ও টি-শার্ট তুলে দেওয়া হয়, যা অনুষ্ঠানের স্মারক হিসেবে বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

শিশুদের জন্য ছিল বিস্কুট দৌড়, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পরিবারভিত্তিক আনন্দঘন খেলাধুলা।

নারীদের বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় ছিল ব্যাপক উৎসাহ। অন্যদিকে উদীচীর শিল্পীদের পরিবেশিত দেশাত্মবোধক, গণসংগীত ও জনপ্রিয় বাংলা গানের সঙ্গে অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পুরো আয়োজনকে এক অনন্য সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত করে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাশ সারাদিন উপস্থিত থেকে প্রতিটি অতিথি, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর খোঁজখবর নেন এবং ব্যক্তিগতভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও নিবেদিত তদারকি অংশগ্রহণকারীদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

চড়ুইভাতিতে অংশ নিয়ে Weekly Generation পত্রিকার সম্পাদক শাহ্ জে. চৌধুরী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন– "স্মৃতির ক্যানভাসে এক টুকরো আনন্দ : উদীচীর আঙিনায় এক অনবদ্য দিন।" তিনি বলেন, এমন হৃদয়গ্রাহী, সুশৃঙ্খল ও নিখুঁত আয়োজন খুব কমই দেখা যায়। প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরিবেশ, প্রাণবন্ত আড্ডা, মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, সুস্বাদু খাবার এবং আয়োজকদের নিখাদ আন্তরিকতা তাঁকে ও তাঁর সহধর্মিণীকে গভীরভাবে আপ্লুত করেছে।

Shah Group-এর কো-ফাউন্ডার Husneara Choudhury বলেন, তিনি বহু বনভোজনে অংশ নিলেও উদীচীর মতো আন্তরিক, সুশৃঙ্খল এবং সৃজনশীল আয়োজন খুব কমই দেখেছেন। বিশেষ করে পিঠা কর্নার, ফল কর্নার ও ক্যান্ডি কর্নারের মতো অভিনব উদ্যোগ অনুষ্ঠানটিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

চড়ুইভাতি আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক মিনহাজ আহমেদ এবং সদস্য সচিব মুনমুন সাহা বলেন, এই আয়োজন সফল করার পেছনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁদের মতে, এটি শুধু একটি বনভোজন নয়; এটি ছিল প্রবাসে বাঙালির ঐক্য, সম্প্রীতি, ভালোবাসা, মানবিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক উজ্জ্বল উৎসব।

আয়োজকরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানান কমিউনিটির লিডার ও FAUMA INNOVATIVE CONSULTANCY GROUP-এর সিইও ফাহাদ সোলাইমান, সংগঠক ওবায়দুল মামুন, ফোবানা-এর সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির আগামী নির্বাচনে আবারও সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম, সিআইপি মোহাম্মদ কাদের, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কাজল মাহমুদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু, কমিউনিটির লিডার মোহাম্মদ আমিনুল, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নিউটন দাস, ঈউখ লাইসেন্স প্রশিক্ষক মনিরুজ্জামান খান, ফটোসাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাপস সাহা, Law Office H. Bruce Fischer Esq. P.C.-এর Queens Office Manager Zeenat Zavin, SS Brokerage-এর শ্যামল সরকার, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, J. K. Gain Multiservices I J. K. Gain Insurance Agency-এর সিইও জয়দেব গাইন, সাতক্ষীরা জেলা সমিতির সহ-সভাপতি দেবব্রত ঘোষসহ সকল সহযোগীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এছাড়া চড়ুইভাতির সফল বাস্তবায়নে বিভিন্ন উপপরিষদের সদস্যরা দিনভর নিরলস পরিশ্রম করেন। সুপরিকল্পিত দায়িত্ব বণ্টন, আন্তরিকতা, দলগত সমন্বয় এবং অক্লান্ত শ্রমের ফলেই পুরো আয়োজন সুশৃঙ্খল, প্রাণবন্ত ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

আপ্যায়ন উপপরিষদে ছিলেন শুভ্রা নন্দী, ফাহমিদা লুনা, উর্মি সাহা, ফুলু রায় চৌধুরী ও শাহানা নুপুর। অতিথিদের আন্তরিক অভ্যর্থনা

এবং সারাদিনের খাবার পরিবেশন ও তত্ত্বাবধানে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অর্থ উপপরিষদে দায়িত্ব পালন করেন সুমন দে, সুপর্ণা সরকার রিমা, জুলি খাস্তগীর ও সুচরিত দত্ত। সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ে তাঁদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

অভ্যর্থনা উপপরিষদে ছিলেন বাবুল আচার্য, জাকির হোসেন বাচ্চু, ডা. আজিজুল হক, আশীষ রায় ও কল্লোল দাশ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা, দিকনির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতায় তাঁরা আন্তরিকতার পরিচয় দেন।

সাংস্কৃতিক উপপরিষদে দায়িত্ব পালন করেন সুলেখা পাল, লিলি মজুমদার, ইমন বিশ্বাস ও পিংকি বানিয়া। তাঁদের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে সারাদিনের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা আরও প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রচার উপপরিষদে ছিলেন উত্তম সাহা, হিরো চৌধুরী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বদরুল চৌধুরী ও মুমানিক মৃণ্য। অনুষ্ঠান প্রচার, সংবাদ পরিবেশন, আলোকচিত্র ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আয়োজনটি ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

র‍্যাফেল ড্র পরিচালনায় ছিলেন ফুলু রায় চৌধুরী, শ্রাবণী কর্মকার, কাবির হোসেন ও ত্রিপর্ণা দে। তাঁদের দক্ষ পরিচালনায় র‍্যাফেল ড্র পর্বটি উপস্থিত সবার মধ্যে বাড়তি আনন্দ ও উৎসাহ সৃষ্টি করে।

ক্রীড়া উপপরিষদে ছিলেন দীপু দাস , ফারজানা রুমা, স্নিগ্ধা আচার্য, দিলীপ মোদক ও অমিত বানিয়া। শিশু, নারী ও পরিবারের সদস্যদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতা সফলভাবে পরিচালনা করে তাঁরা অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন।

অনুষ্ঠান শেষে অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী টেলিফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং সরাসরি উপস্থিত হয়ে আয়োজকদের আন্তরিকতা, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ এবং নিঃস্বার্থ আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনেকেই মন্তব্য করেন, প্রবাসে এ ধরনের আয়োজন শুধু একটি বনভোজন নয়; এটি নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়ার এক কার্যকর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ।

অংশগ্রহণকারীরা বলেন, ব্যস্ত প্রবাসজীবনের ক্লান্তি, কর্মব্যস্ততা ও সামাজিক দূরত্বের মাঝেও এমন একটি দিন সবাইকে আবারও এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছে। প্রবীণ ও নবীন, নারী ও পুরুষ, শিশু ও কিশোর– সবাই একসঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। ফলে এটি শুধু একটি দিনের অনুষ্ঠান নয়, বরং একটি পরিবারের মতো একে অপরের পাশে থাকার অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করেছে।

চড়ুইভাতির আয়োজকরা জানান, উদীচী সবসময়ই সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে প্রবাসে কাজ করে যাচ্ছে। এই চড়ুইভাতিও সেই ধারাবাহিকতার অংশ, যেখানে আনন্দের পাশাপাশি মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আয়োজকদের ভাষায়, ব্যস্ত প্রবাসজীবনের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও যদি সবাই ভালোবাসা, সংস্কৃতি, মানবিকতা ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে, তবে একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও আলোকিত কমিউনিটি গড়ে তোলা সম্ভব। এই চড়ুইভাতি সেই বিশ্বাসকেই আরও সুসংহত করেছে।

সবশেষে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের পক্ষ থেকে সকল সদস্য, শুভানুধ্যায়ী, অতিথি, স্বেচ্ছাসেবক, উপপরিষদের সদস্য, সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, গভীর শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত শুভেচ্ছা জানানো হয়। আয়োজকদের প্রত্যাশা, ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উদীচী আগামী দিনেও প্রবাসে বাঙালির ঐতিহ্য, অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ এবং মানবিক সমাজ গঠনের অগ্রযাত্রায় আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন ও সতীদাহবিরোধী সংগ্রাম নিয়ে নিউইয়র্কে মঞ্চস্থ হচ্ছে 'বহ্নিশিখা'

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : মেরিল্যান্ডভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন 'কালচারাল ক্রিয়েশন' নিউইয়র্ক শহরে মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছে এক চাঞ্চল্যকর ও ঐতিহাসিক নাটক 'বহ্নিশিখা The Flame', যা নির্মিত হয়েছে রাজা রামমোহন রায়ের জীবন, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর অবিরাম সংগ্রাম এবং সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর যুগান্তকারী সংস্কারকে কেন্দ্র করে।

নাটকটিতে মঞ্চে জীবন্ত হয়ে উঠবে ইতিহাসের নানা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়– জ্বলন্ত চিতার লেলিহান শিখায় সতীদাহের নির্মম বাস্তবতা, লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ নিয়ে আইনি লড়াই, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ সংস্কারের আরও প্রাসঙ্গিক দৃশ্য। এক 'জাতিস্মর' চরিত্রের মাধ্যমে দুশো বছরের পুরনো ইতিহাসকে বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা দর্শকদের সামনে তুলে ধরবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রাজা রামমোহন রায়ের সাহসী ভূমিকার চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা।

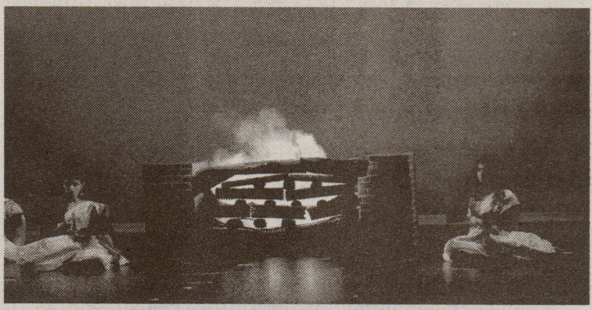

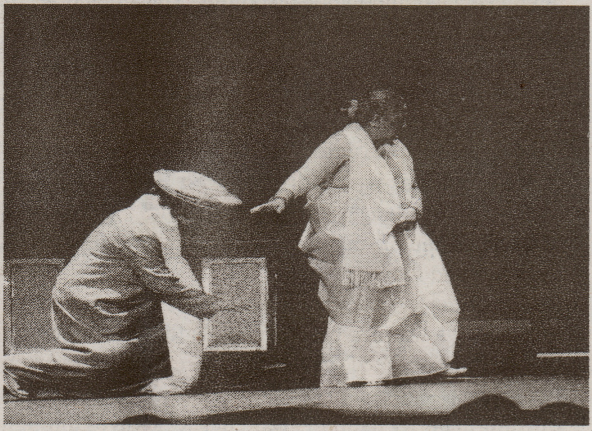

আয়োজকদের মতে, দুশো বছর আগে রাজা রামমোহন রায়ের দৃঢ় পদক্ষেপে সতীদাহ বন্ধের ইতিহাস আজও নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে। নাটকটির শেষাংশে থাকবে এক শক্তিশালী বার্তা– সমসাময়িক সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে রামমোহনের আদর্শ আজও পথ দেখাতে পারে।

এক রোমাঞ্চকর যাত্রার অংশ হতে দর্শকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যার সূচনা মেরিল্যান্ডের রকভিলে এবং সমাপ্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার এক ঘোর অমানিশার যুগে। নাটকে কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পী শৌনক চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ও পরিচালনায় পরিবেশিত হবে হৃদয়স্পর্শী গান। ঐতিহাসিক পোশাক-পরিচ্ছদ, আলোকসজ্জা, আবহসঙ্গীত ও নৃত্যপরিকল্পনার অনবদ্য সমন্বয়ে প্রতিটি দৃশ্যকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে।

বাংলা ভাষার এই নাটকে ভিন্ন ভাষাভাষী দর্শক এবং বাঙালি দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য ইংরেজি সাবটাইটেলের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

নাটকটি মঞ্চস্থ হবে শনিবার, ২৯ আগস্ট, সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। প্রবেশদ্বার খুলবে সন্ধ্যা ৬টায়। স্থান: জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টার JPAC, ১৫৩-১০ জ্যামাইকা এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২। টিকিটের মূল্য প্রাইম ৫০ ডলার এবং জেনারেল ২০ ডলার। অনলাইনে টিকিট সংগ্রহের জন্য সংযুক্ত ফ্লায়ারের ছজ কোড স্ক্যান করার অনুরোধ জানিয়েছে আয়োজকরা।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের মৃত্যু

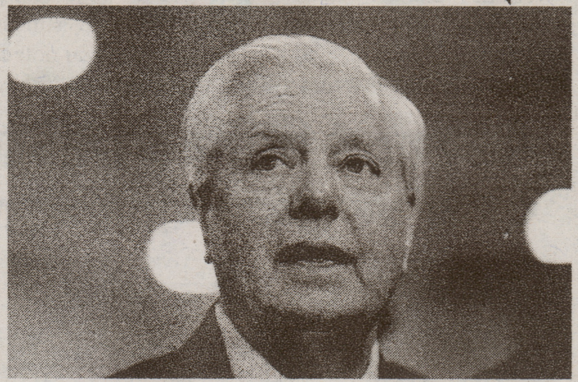

প্রজ্ঞা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম মারা গেছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয় বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তাঁর কার্যালয়ের যোগাযোগ পরিচালক নিশ্চিত করেছেন।

৭১ বছর বয়সী রিপাবলিকান নেতা গ্রাহাম সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিকে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি ট্রাম্পের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং ক্যাপিটল হিলে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগীদের একজন হয়ে ওঠেন।

আজ রোববার ভোরে গ্রাহামের কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'সিনেটর গ্রাহামের পরিবারের পক্ষ থেকে এ সময় সবার কাছে প্রার্থনা কামনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে অত্যন্ত কঠিন এই সময়ে তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানানো হয়েছে।'

গ্রাহাম ২০০2 সালে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে নির্বাচিত হন। এর আগে ১৯৯৪ সালে তিনি সাউথ ক্যারোলাইনার থার্ড কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে তাঁর ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা ইস্যুতে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত ছিলেন গ্রাহাম। তাঁর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ সুরক্ষায় তিনি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নীতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

সম্প্রতি তিনি সিনেটের বাজেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ ছাড়া তিনি সিনেটের অর্থ বরাদ্দবিষয়ক কমিটি, বিচারবিষয়ক কমিটি এবং পরিবেশ ও গণপূর্তবিষয়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।

অকৃতদার গ্রাহাম থাকতেন সাউথ ক্যারোলাইনার সেনেকা শহরে।

উত্তর আমেরিকার ২০ অঙ্গরাজ্যের ৩১ শহরে একযোগে মুক্তি পাচ্ছে বাংলাদেশের আলোচিত চলচ্চিত্র 'রইদ'

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বাংলাদেশের তরুণ নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমনের বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র 'রইদ' উত্তর আমেরিকায় বড় পরিসরে মুক্তি পাচ্ছে। বায়োস্কোপ ফিল্মসের ৫৫তম পরিবেশনা হিসেবে আগামী শুক্রবার, ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি অঙ্গরাজ্যের ৩১টি শহরে একযোগে ছবিটি প্রদর্শিত হবে। উত্তর আমেরিকায় সাম্প্রতিক সময়ে কোনো বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম বৃহৎ মুক্তি হিসেবে এটিকে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

নিউইয়র্কে ছবিটির মুক্তি উপলক্ষে বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত 'বায়োস্কোপ আড্ডা' অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান বায়োস্কোপ ফিল্মসের কর্ণধার রাজ হামিদ। তিনি বলেন, ভিন্নধর্মী গল্প, নির্মাণশৈলী ও আন্তর্জাতিক মানের উপস্থাপনার কারণে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে 'রইদ'। এবার উত্তর আমেরিকার দর্শকদের কাছেও ছবিটি পৌঁছে দিতে পেরে তারা আনন্দিত।

রাজ হামিদ জানান, ছবিটির শুটিং হয়েছে ভারতের মেঘালয় এবং বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গলে নির্মিত বিশেষ সেটে। সেই সেট নির্মাণে প্রায় ১০ মাস সময় লেগেছে। তাঁর ভাষায়, এ ছবিতে নাজিফা তুষী ও মুস্তাফিজুর নূর ইমরানের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করবে এবং 'রইদ' বাংলা চলচ্চিত্রের একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, উত্তর আমেরিকায় বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শক দিন দিন বাড়ছে, যা বায়োস্কোপ ফিল্মসের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার সফলতা। নতুন প্রজন্মকে বাংলা সিনেমার সঙ্গে যুক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে রাজ হামিদ বলেন, আন্তর্জাতিক মানের গল্প, চিত্রনাট্য, প্রযুক্তি ও নির্মাণশৈলীর কারণে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এখন বিশ্বমঞ্চে প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা অর্জন করছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোনো চলচ্চিত্র একাডেমি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করবেড়এমন প্রত্যাশা থেকেই তারা উত্তর আমেরিকায় নিয়মিত বাংলা চলচ্চিত্র পরিবেশন করছেন।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশের অনেক গুণী অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে বায়োস্কোপ ফিল্মসের।

অনুষ্ঠানে বায়োস্কোপ ফিল্মসের মিডিয়া ডিরেক্টর, সাংবাদিক ও সংগীতশিল্পী তানভীর তারেক বলেন, শুধু বড় বাজেট নয়, ভালো গল্পনির্ভর চলচ্চিত্রই দর্শক টানে। সেই লক্ষ্য নিয়েই উত্তর আমেরিকার নতুন প্রজন্মকে বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

নিউইয়র্কের কিউ গার্ডেনস সিনেমা হলে প্রতিদিন দুপুর ২টা, বিকেল ৫টা ও রাত ৮টায় 'রইদ' প্রদর্শিত হবে। এছাড়া ফরেস্ট হিলসের রিগ্যাল মুভি থিয়েটারে শুক্রবার, শনিবার ও রোববার রাত ১১টায় ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। কানাডায় ছবিটি কয়েক দিন পর মুক্তি পাবে বলে জানানো হয়েছে।

Bangladesh at a Crossroads: Extremism Allegations, Geopolitical Pressures, and the Fight for Stability

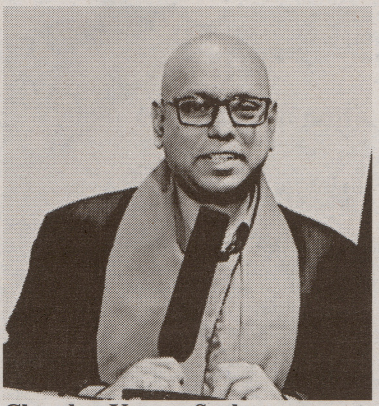

Chandan Kumar Sarkar

In a recent interview with NDTV's Senior Executive Editor Aditya Raj Kaul, Reuven Azar, Israel's Ambassador to India and Head of South Asia, raised alarming concerns about Hamas-linked activities in Pakistan and Bangladesh. His remarks underscore a growing unease about the spread of extremist influence beyond the Middle East, particularly in South Asia. Azar's skepticism about Pakistan's role as a regional mediator—amid its attempts to position itself as a bridge between the U.S. and Iran—highlights a broader crisis of trust. But his explicit mention of Bangladesh carries even graver implications, signaling a potential shift in how the country is perceived on the global stage. Bangladesh, a nation with a complex history of political and religious dynamics, now finds itself under unprecedented international scrutiny. The allegations of extremist ties threaten to derail its foreign trade, diplomatic relations, and economic stability, particularly as the world grows increasingly wary of terrorism and radicalization. This article explores the multifaceted pressures Bangladesh faces—from regional tensions with India and West Bengal to global diplomatic challenges involving the U.S., China, and Malaysia—and the urgent need for Dhaka to reclaim its narrative and secure its future.

Reuven Azar's statement is not merely a diplomatic caution but a warning bell for Bangladesh. His assertion that Hamas-related activities are occurring in Bangladesh—a country long seen as a moderate Muslim-majority nation—has sent shockwaves through Dhaka's political and economic circles. The implications are severe:

Bangladesh's foreign trade and investment could suffer a devastating blow. If global partners—particularly Western nations and Israel—begin associating Bangladesh with extremism, foreign direct investment (FDI) and trade agreements may dry up. As Azar noted, "No foreigner will want to invest in Bangladesh if they believe Hamas is operating here." This could push Bangladesh's already fragile economy into further decline, particularly as it struggles with inflation, currency devaluation, and debt crises.

Bangladesh has long walked a tightrope in its foreign policy, balancing relations with India, China, the U.S., and Muslim-majority nations. The Hamas allegations risk alienating key allies, particularly the U.S. and Israel, at a time when Dhaka is seeking greater economic and security cooperation. Meanwhile, China's growing influence in Bangladesh—through infrastructure projects like the Padma Bridge and Payra Port—could be both a lifeline and a liability, as Beijing may exploit Dhaka's isolation to expand its strategic footprint.

Azar's remarks also reopen old wounds. Bangladesh has a history of sympathy for the Palestinian cause, with many Bangladeshis having fought in wars alongside Palestinians and even in Afghanistan. However, unlike Pakistan, Bangladesh has largely avoided being labeled a state sponsor of terrorism. If this perception changes, Dhaka could face sanctions, travel bans, and a loss of international goodwill. Bangladesh's relationship with India—its largest neighbor and a critical economic partner—has been strained by border disputes, trade imbalances, and the contentious issue of illegal migration. Recent tensions have escalated due to:

India's West Bengal state, led by Suvendra Adikary, has intensified pushback operations against Bangladeshi migrants attempting to cross the border illegally. This has led to violent clashes, deaths, and a humanitarian crisis along the India-Bangladesh border. Dhaka has protested these actions, arguing that they violate human rights and international law, but New Delhi remains unmoved, citing national security concerns.

Bangladesh has long sought better trade and transit agreements with India, including access to Nepal and Bhutan through Indian territory. However, protectionist policies, non-tariff barriers, and bureaucratic hurdles have limited Bangladesh's economic gains. The Ganga water-sharing dispute and Teesta River agreement remain unresolved, further straining relations.

Bangladesh's hosting of over 1 million Rohingya refugees from Myanmar has become a regional flashpoint. While Dhaka has sought international support for repatriation, India has been reluctant to intervene, fearing domestic backlash from its own Muslim minority. The Bangladesh-Myanmar-India triangle remains deadlocked, with no clear path to a solution.

The U.S. has criticized Bangladesh for crackdowns on dissent, extrajudicial killings, and restrictions on press freedom. The 2024 U.S. State Department Human Rights Report highlighted abuses by security forces and the erosion of democratic norms, leading to sanctions on Bangladeshi officials under the Magnitsky Act.

The Hamas allegations could prompt the U.S. to reassess its counterterrorism cooperation with Bangladesh. If Dhaka is seen as tolerating extremist groups, Washington may reduce intelligence-sharing and military aid, further weakening Bangladesh's security apparatus.

Bangladesh's external debt has surged, with China holding a significant portion. Projects like the Padma Bridge Rail Link and Payra Port have been funded by Chinese loans, raising concerns about debt sustainability and sovereignty risks.

Beijing has used its economic clout to influence Bangladesh's foreign policy, including blocking UN resolutions critical of Myanmar's Rohingya crackdown. However, if Bangladesh is perceived as harboring extremists, China may distance itself to avoid reputational damage.

The controversial removal of Nobel laureate Muhammad Yunus from his leadership role at Grameen Bank—amid allegations of political interference—has drawn international criticism. Asif Sahib, the BIDA (Bangladesh Investment Development Authority) Chairman, has failed to attract foreign investment, instead spending taxpayer money on overseas offices (e.g., in China). This has further eroded confidence in Bangladesh's economic governance.

Bangladesh must enforce its existing anti-terrorism laws and cooperate with international agencies (e.g., Interpol, UN Security Council) to dismantle extremist networks.

The government should track suspicious financial transactions linked to Hamas or other militant groups and freeze assets where necessary.

Professor Chandan Kumar Sarkar
Prof of a University, Economist and Human rights Activist.

নিউইয়র্কে সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বনভোজন উৎসব

‘আলোকিত ব্রঙ্কস’ ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন, ফাদার্স ডে উদযাপনে প্রবাসীদের মিলনমেলা

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ‘সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশি কমিউনিটি ইনক.’-এর ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বনভোজন-২০২৬ নিউরসেলের গ্লেন আইল্যান্ড পার্কে গত ২১ জুন এ ভোনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয় অনুষ্ঠানটি।

এবারের আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সংগঠনের বিশেষ প্রকাশনা ‘আলোকিত ব্রঙ্কস’ ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন এবং বিশ্ব বাবা দিবস উপলক্ষে ‘হ্যাপি ফাদার্স ডে’ কেক কেটে উদযাপন।

সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ ইনক.-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ডা. ইনামুল হক এমডি। বনভোজন-২০২৬-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আমেরিকান বোর্ড অব ইন্টারনাল মেডিসিনের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডা. রোমানা সি. সবুর।

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন কাজী রবিউজ্জামান ও কাজী কিং জাকির। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন শামীম আহমেদ, রোকন হাকিম, ইঞ্জিনিয়ার জিল্লুর রহমান এবং লোকমান হোসেন লুকু।

গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ ইনক.-এর সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. ইয়াসমিন এমডি, স্থানীয় অ্যাসেম্বলি সদস্য ক্লারিনেস রেইস এবং সিপিএ জাকির চৌধুরী প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) মনজুর আহমেদ বীর প্রতীক, সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম মুন্সী, বাংলাবাজার জামে মসজিদের সভাপতি আব্দুস সবুর এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ড ইউএসএ ইনক.-এর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মনজুর আহমেদসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে অতিথিদের উপস্থিতিতে ‘আলোকিত ব্রঙ্কস’ ম্যাগাজিনের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবন, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং কমিউনিটির সুখ-দুঃখের নানা দিক তুলে ধরায় প্রকাশনাটি উপস্থিত সবার প্রশংসা কুড়ায়।

এরপর বিশ্ব বাবা দিবস উপলক্ষে উপস্থিত সকল বাবাকে সম্মান জানিয়ে ‘হ্যাপি ফাদার্স ডে’ লেখা একটি বিশাল কেক কাটা হয়। আবেগঘন এই আয়োজন অনুষ্ঠানে উৎসবের নতুন মাত্রা যোগ করে। দিনব্যাপী বনভোজনে শিশু, নারী ও পুরুষদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, মধ্যাহ্নভোজ, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং ২২টি আকর্ষণীয় পুরস্কার নিয়ে র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং র‍্যাফেল ড্রয়ের সৌভাগ্যবান বিজয়ীদের সম্মাননা প্রদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

অনুষ্ঠানে আব্দুর রহিম বাদশা, হাজী আব্দুস শহীদ, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, মনসুর আহমেদ সিপিএ, জালাল চৌধুরী, ফিরদৌস ইয়াসমিন, কবি জুলি রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) হাবিবুর রহমান, রেদোয়ানা রাজ্জাক সতু, শাহানা আক্তার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী বশির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম সরদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, নূর মোহাম্মদ তফাদার, ডিটেকটিভ (অব.) মাসুদুর রহমান, আক্তারুজ্জামান হ্যাপী, ডলি আক্তার, খন্দকার জমিরুল ইসলাম, মো. আশরাফুল আলম, লস্কর মইজুর রহমান জুয়েল, আবুল খায়ের আকন, মো. জহিরুল ইসলাম, ইমরান আলী টিপু, কবি নাসরিন চৌধুরী, কবি মেহের চৌধুরী, সুরাইয়া আলম লাকি, শেখ আলী আহাদ, রায়হান পারভেজ, আশফাকুল হক চৌধুরী, শফিকুর রহমান, দীপঙ্কর দেবসহ কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বনভোজন-২০২৬ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা বিজয় কৃষ্ণ সাহা, সদস্য সচিব আতিকুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক হাসান আলী ও কামাল উদ্দিন। প্রধান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন খবির উদ্দিন ভূঁইয়া। সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন জামাল উদ্দিন আহমেদ কাউসার, নাসির উদ্দিন চিনু, এম. এ. নাসির (ক্রীড়া) ও সুধাংশু কুমার মণ্ডল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার মিলনমেলায় প্রাণের উচ্ছ্বাস

ওয়াশিংটনে দুইদিনব্যাপী ডিসি বইমেলা সম্পন্ন; উদ্বোধনে তসলিমা নাসরিনের ঘোষণা– বাংলা ভাষাই আমার প্রকৃত দেশ

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে আরেকটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের সাক্ষী হলো যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি। সাহিত্যপ্রেমী, লেখক, শিল্পী, পাঠক ও সংস্কৃতিকর্মীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে গত ২৬ ও ২৭ জুন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুইদিনব্যাপী ডিসি বইমেলা ২০২৬। ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলা কেন্দ্র আয়োজিত এই বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় মেরিল্যান্ডের রিভার রোড ইউনিটারিয়ান ইউনিভার্সালিস্ট কংগ্রেগেশনাল চার্চে।

মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কুড়েঘরসদৃশ নান্দনিক স্থাপনাকে ঘিরে বই, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাঙালিয়ানার এক অনন্য আবহ তৈরি হয়। বইপ্রেমীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে পুরো মেলা প্রাঙ্গণ।

দুইদিনব্যাপী এই বইমেলার উদ্বোধন করেন স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক, কবি ও মানবাধিকারকর্মী ডা. তসলিমা নাসরিন। ফিতা কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার শুভ সূচনা করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বঙ্গবন্ধু বইমেলা-একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. নুরুন নবী, সব্যসাচী শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, বইমেলার অন্যতম আয়োজক সাংবাদিক দস্তগীর জাহাঙ্গীরসহ আয়োজক, অতিথি ও বিশিষ্টজন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে দীর্ঘ ৩১ বছরের নির্বাসিত জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আবেগঘন কণ্ঠে তসলিমা নাসরিন বলেন, “আমার জীবনে রাষ্ট্র বদলেছে, ভূগোল বদলেছে, ঠিকানা বদলেছে। কিন্তু যেখানেই থাকি, বাংলা ভাষাই আমার একমাত্র আশ্রয়, আমার একমাত্র দেশ। রাষ্ট্র মানুষকে নির্বাসিত করতে পারলেও ভাষা থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।”

তিনি আরও বলেন, “আমি বাংলাতেই ভাবি, বাংলাতেই স্বপ্ন দেখি এবং বাংলাতেই প্রতিবাদ করি। ইউরোপে এক দশক থাকার পর ভাষার টানেই আমি পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও আমাকে থাকতে দেওয়া হয়নি। তবুও আমার লড়াই থেমে নেই। আমি লিখে চলেছি মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা, নারীর অধিকার ও বাকস্বাধীনতার পক্ষে। কারণ লেখাই আমার শ্বাস নেওয়া, লেখাই আমার বেঁচে থাকা।”

প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান সময়ে বই পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, “আজ মোবাইলের স্ক্রিন বইয়ের পাতা কেড়ে নিচ্ছে। মানুষ গভীর পাঠ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই সময়ে প্রবাসে বইমেলার আয়োজন এক ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ। এটি শেকড় হারানোর বিরুদ্ধে এবং ভাষাহীন হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ লড়াই।”

নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে তিনি বলেন, “আমাদের সন্তানরা যদি বাংলা পড়তে না শেখে, তবে তারা শুধু একটি ভাষা হারাবে না; তারা হারাবে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দের মতো বিশাল এক মানবিক উত্তরাধিকারকে। ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, ভাষা মানুষের আত্মপরিচয় তৈরি করে।”

বইমেলার গুরুত্ব তুলে ধরে তসলিমা নাসরিন বলেন, “বই মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখায়। যে সমাজ বই পড়ে না, সেই সমাজ দ্রুত গুজব, কুসংস্কার ও স্বৈরাচারের হাতে বন্দি হয়ে যায়। তাই বইমেলা আসলে সভ্যতার মেলা।”

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. নুরুন নবী বলেন, প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে টিকিয়ে রাখতে বইমেলার মতো উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা ও ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এ ধরনের আয়োজন আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, সাংবাদিক নঈম নিজাম, নাট্যজন লুৎফুন নাহার লতা, ফটোগ্রাফার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মিনহাজ আহমেদ সাম্মু, অ্যাকটিভিস্ট গোপাল সান্যাল, সাংবাদিক পিনাকী তালুকদার, কবি ফকির ইলিয়াস, কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি, ছড়াকার খালেদ শরফুদ্দীন, কবি মিশুক সেলিম, লেখক আবু সাঈদ রতন, রোকসানা ইয়াসমিন, শিশু সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর ঢালি, আসলাম আহমাদ খান, সামিনা আমিন, লেখক ও সাংবাদিক আনিস আহমেদ, উপস্থাপক ও লেখক মৃদুল আহমেদ, শিল্পী মনি দিনার, নাসরিনা আহমেদ মুন্না, ইরাজ তালুকদারসহ বিপুলসংখ্যক লেখক, পাঠক, শিল্পী, সংগঠক ও সুধীজন।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মৃদুল আহমেদ ও সোনিয়া শারমিন সিরাজ। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সূত্রধর ডান্স একাডেমির শিল্পীদের কুচিপুড়ি নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে। এরপর মেরিল্যান্ড বাংলা স্কুল-এর শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করেন সমবেত সংগীত।

লেখক আবু সাঈদ রতন-এর সঞ্চালনায় শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন জাহিদ আহসান রাসেল, নজরুল ইসলাম বাবু, জাকারিয়া চৌধুরী এবং বইমেলার পৃষ্ঠপোষক নুরুল আমিন বাবু।

দুইদিনই বইয়ের স্টলগুলোতে ছিল ব্যাপক ভিড় এবং সন্তোষজনক বই বিক্রি। প্রবাসের মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন ডিসিসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত বইপ্রেমীরা বই কেনা, লেখক-পাঠক আড্ডা এবং সাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশ নেন। চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মৌসুমীসহ শোবিজ অঙ্গনের কয়েকজন পরিচিত মুখও মেলায় উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের সূচনা হয় প্রাতরাশ-সাহিত্য আড্ডার মধ্য দিয়ে। এদিন বাংলা কেন্দ্র-এর পক্ষ থেকে সাহিত্যিক ও অ্যাকটিভিস্ট নূরজাহান বোসকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাঁর হাতে সম্মাননা স্মারক ও ক্রেস্ট তুলে দেন ড. নুরুন নবী ও ডা. তসলিমা নাসরিন। শিল্পী সিলভিয়া পান্ডিত তসলিমা নাসরিনকে তাঁর নিজের আঁকা একটি প্রতিকৃতি উপহার দেন। পরে সাহিত্য আলোচনা, সাক্ষাৎকার ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শাহ মাহবুব, বিন্দু কনা, রেশমী মির্জা ও স্বপ্নীল সজীব।

বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম পরিবেশন করেন অবিনাশী সুরধারা শীর্ষক দেশাত্মবোধক সংগীত; তবলায় সঙ্গত করেন পিনুসেন দাস। গান ও কবিতার যুগল পরিবেশনায় দর্শকদের মুগ্ধ করেন দিনার মনি ও গোপন সাহা। নাট্যশিল্পী মিজানুর রহমান খান পরিবেশন করেন নূরুলদীনের সারাজীবন নাটক থেকে আবৃত্তি ও অভিনয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নাট্যজন লুৎফুন নাহার লতার একক পরিবেশনা আমি বীরাঙ্গনা বলছি। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই আবেগঘন উপস্থাপনা দর্শকদের ইতিহাসের গভীর বেদনা, সাহস ও আত্মত্যাগের স্মৃতির সঙ্গে নতুনভাবে সংযুক্ত করে।

পুরো দুইদিনের আয়োজনজুড়ে বই, সাহিত্য, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সংগীত, নাটক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এক অনন্য মিলনমেলায় রূপ নেয়। আয়োজকদের ভাষ্য, প্রবাসে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেওয়াই ডিসি বইমেলার মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণে এবারের আয়োজন ছিল অত্যন্ত সফল ও স্মরণীয়।

সূত্র : বাঙালী, আসলাম আহমাদ খান, গোপাল সান্যাল।

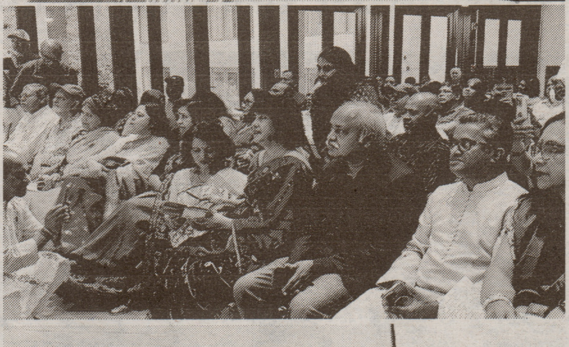

নিউইয়র্কে দক্ষিণ এশিয়ার ঐক্যের মহামিলন ৯ আগস্ট 'সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড'

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : "এক অঞ্চল, এক সংস্কৃতি, এক ভবিষ্যৎ"ড়এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল প্রত্যাশিত 'সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড ২০২৬'। আগামী ৯ আগস্ট রোববার কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য প্যারেডে দক্ষিণ এশিয়ার সাত দেশের প্রবাসীরা তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরবেন।

প্যারেড উপলক্ষে গত ৭ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উডসাইডের গুলশান টেরেসে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান, শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার ও প্যারেডের গ্র্যান্ড মার্শাল শাহ নেওয়াজ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, কমিউনিটি লিডার শাহ শহিদুল হক সাঈদ, কাজী আজহারুল হক মিলন, হারুন ভূইয়া, সাকিল মিয়া, মো. আলম নমি, মাকসুদ এইচ চৌধুরীসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান, আগামী ৯ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৩৭ অ্যাভিনিউয়ের ৬৯ স্ট্রিট থেকে ৮৭ স্ট্রিট পর্যন্ত এই প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। এতে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা, ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সংগীত, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও বর্ণিল সাজসজ্জার মাধ্যমে বহুজাতিক সংস্কৃতির অনন্য সমন্বয় তুলে ধরা হবে।

আয়োজকদের মতে, এটি শুধুমাত্র একটি শোভাযাত্রা নয়; বরং দক্ষিণ এশিয়ার সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে এক মঞ্চে উপস্থাপনের একটি বৃহৎ আয়োজন। প্যারেডে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঐতিহ্যবাহী পোশাক প্রদর্শন, বিভিন্ন দেশের খাবারের স্টল, লোকজ সংস্কৃতির উপস্থাপন এবং শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে নানা আয়োজন।

এবারের প্যারেডে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপের প্রবাসীরা নিজ নিজ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরবেন। আয়োজকরা আশা করছেন, নিউইয়র্কের বহুজাতিক সমাজে দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির একটি শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দেবে এই আয়োজন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয়ের ভিন্নতা থাকলেও পারস্পরিক সম্মান, সহাবস্থান ও ঐক্যের বন্ধনই এই প্যারেডের মূল শক্তি। নিউইয়র্কে বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির সদস্যদের পরিবার-পরিজনসহ অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

প্যারেড আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান। সদস্য সচিব হিসেবে রয়েছেন সহ-সভাপতি মোহাম্মদ জামান এবং প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শাহ শহিদুল হক। সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শাহ এম. নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

আয়োজকরা মনে করছেন, এই প্যারেড নিউইয়র্কে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির ঐক্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ইতিবাচক পরিচিতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় অধ্যায় সৃষ্টি করবে।

প্রবাসে সম্প্রীতি, ঐক্য ও সংস্কৃতির অনন্য বন্ধন

মিডল টাউন সনাতন সমাজের প্রথম বার্ষিক বনভোজন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রবাসে সনাতনী ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয়ে নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে মিডল টাউন সনাতন সমাজের প্রথম বার্ষিক বনভোজন। গত ১২ জুলাই ২০২৬, রবিবার ঐতিহাসিক পেলহাম পার্কে আয়োজিত এ বনভোজনে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবার-পরিজনসহ অংশগ্রহণ করেন। সারাদিনব্যাপী আনন্দ-উৎসব, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সৌহার্দ্যপূর্ণ মিলন এবং সাংস্কৃতিক আবহে বনভোজনটি এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী সুশান্ত দাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রবাসে আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ধরে রাখতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে এ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজন নিয়মিত হওয়া জরুরি। তাঁর বক্তব্যে প্রবাসে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা বিজয় সাহা, শংকার কুমার দাস, জোটন কান্তি সাহা, তাপস সরকার, মৃত্যুঞ্জয় সাহা, তপন দেবনাথ, বিমল দাস, নয়ন সাহা, প্রভাস সাহা, পলাশ শীল, বিনয় বণিক, প্রদীপ দত্ত এবং জয়ন্ত সাহা।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জোটন সাহা ও বিজলী রানী দাস। তাঁদের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় পুরো আয়োজন আরও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে ওঠে।

বনভোজনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল শিশু-কিশোর, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য বয়সভিত্তিক বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও উচ্ছ্বাস অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা যোগ করে। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রমা দাস, মিতালী রায়, রুমা দাস, বিজলী দাস, শিপ্রা পাল, লিপি দাস, বিথী সাহা, পঞ্চমী রাজবংশী, নিপুন সাহা, রত্না বিশ্বাস, অনিতা অধিকারী এবং বনানী রায়।

সারাদিনের আনন্দঘন আয়োজন শেষে সন্ধ্যা ৮টায় সভাপতি শ্রী সুশান্ত দাস উপস্থিত অতিথি, শুভানুধ্যায়ী, স্বেচ্ছাসেবক ও অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রথম বার্ষিক বনভোজনের সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রবাসে সনাতনী সমাজের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মিডল টাউন সনাতন সমাজের এ উদ্যোগ অংশগ্রহণকারীদের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। উপস্থিত অনেকেই ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন আরও বৃহত্তর পরিসরে অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

উৎসবমুখর পরিবেশে সম্মিলিত বরিশাল বিভাগবাসী ইউএসএ ইনকের বার্ষিক বনভোজন সম্পন্ন

বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে দিনব্যাপী মিলনমেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্রতে প্রবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কের পাইন প্যাভিলিয়নে সম্মিলিত বরিশাল বিভাগবাসী ইউএসএ, ইনকের উদ্যোগে উৎসবমুখর পরিবেশে বার্ষিক বনভোজন-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রবাসী বরিশালবাসীর মিলনমেলায় সংগঠনের সদস্য, তাদের পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীদের ব্যাপক উপস্থিতিতে দিনব্যাপী অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বনভোজনে ছিল আনন্দঘন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিশু ও পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে নানা আয়োজন এবং আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। র‍্যাফেল ড্র-এর বিশেষ আকর্ষণ ছিল কালেকটিভ একাডেমির স্বত্বাধিকারী শিরীন আক্তারের সৌজন্যে একটি ডায়মন্ড নেকলেস, যা উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সবিতা দাস, ফরিদ রহমান ও মোছা. শারমিন। তাদের পরিবেশনায় উপস্থিত দর্শক- শ্রোতারা মুগ্ধ হন।

বনভোজন বাস্তবায়নে আহ্বায়ক মো. শাহ আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক আমিনুল হাওলাদার, প্রধান সমন্বয়কারী এম. এ. সালাম আকন্দ, অর্থ সচিব সালেহ উদ্দিন সোহেল, সদস্য সচিব মো. আবু বক্কর সিদ্দিকী টিটুসহ বনভোজন উদযাপন কমিটির সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সমন্বয়ে ছিলেন কামরুজ্জামান বাচ্চু, আবুল বাশার খান, শফিকুর রহমান, অ্যাডভোকেট মাসুদ সিকদার, মোহাম্মদ নাছিম হাওলাদার, সাঈদুর রহমান এবং টিএম রুহুল আমিন। ক্রয়, আপ্যায়ন, ক্রীড়া, স্বেচ্ছাসেবক ও অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকাত আকবর রিচি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল খান আনসারিসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও প্রবাসী বরিশালবাসী অংশ নেন। সংগঠনের সভাপতি কায়কোবাদ খান ও সাধারণ সম্পাদক লস্কর মইজুর রহমান জুয়েল বনভোজন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল আয়োজক, পৃষ্ঠপোষক, স্বেচ্ছাসেবক, শিল্পী এবং অংশগ্রহণকারী প্রবাসী পরিবারগুলোর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে বরিশালের ঐতিহ্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যকে আরও সুদৃঢ় করবে এবং আগামী দিনেও সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে ভূমিকা রাখবে।

নিউইয়র্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

'আনন্দ সন্ধ্যা'য় রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার সুরে মুগ্ধ দর্শক, উপস্থিত ছিলেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রবাসের বুকে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌছে দেওয়ার প্রত্যয়ে নিউইয়র্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক আয়োজন 'আনন্দ সন্ধ্যা'।

গত ১২ জুলাই ২০২৬, রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় জুইস সেন্টারে অনড়ঃ এরসব উবধৎঃয ওহপ. ও অযব ঈড়ঁহঃ ঐড়সব ঈধৎব-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাপক উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে পরিণত করে এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক মিলনমেলায়। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। তাঁর হৃদয়স্পর্শী রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনায় পুরো মিলনায়তন সুরের আবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে। তাঁর কণ্ঠের মাধুর্য ও আবেগঘন পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। পাশাপাশি জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী স্বপ্নীল সাজীব তাঁর মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের আনন্দ দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তিনি আয়োজকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এমন চমৎকার উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলা সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত ও ঐতিহ্য শুধু বাংলাদেশের সম্পদ নয়; এটি বিশ্ব সংস্কৃতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম এবং বহুজাতিক সমাজের কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে গৌরবের সঙ্গে তুলে ধরাই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে ওঠেএই বিশ্বাস থেকেই 'আনন্দ সন্ধ্যা'র আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিকল্পনা, সমন্বয় ও বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেন এ বি ওয়ালিউদ্দিন চৌধুরী। তাঁর দক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খল, নান্দনিক ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

আয়োজকরা জানান, 'আনন্দ সন্ধ্যা' শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়; এটি প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির ধারাবাহিক চর্চা, নতুন প্রজন্মকে শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখা এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় আরও সমৃদ্ধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকারী সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো হয় এড় জবংপষব, সৈয়দ রহমান, কমিউনিটির লিডার ফাহাদ সোলাইমান (ঋধঁসধ ওহহড়াধঃরাব ওহপ.), উৎসব গ্রুপ, রাইহান জামান, ঋৎবংয ঋড়ড়ফ (সারওয়ার), ঔ১ ঈড়সঢ়ধহু (আলী), ফারুক ল' ফার্ম, ঝঁসর'ং ইবধঁঃ ঝধষড়হ, ডিজাইনার রুনি এবং রিনা সাহাকে।

একই সঙ্গে টেলিভিশন পার্টনার ঠিকানা টিভিকে প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অযব ঈড়ঁহঃ ঐড়সব ঈধৎব-এর চেয়ারম্যান সিফা আমিন উপস্থিত সকল অতিথি, শিল্পী, আয়োজক, পৃষ্ঠপোষক ও দর্শকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে তিনি অযব ঈড়ঁহঃ ঐড়সব ঈধৎব-এর বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে অবহিত করে প্রবাসী কমিউনিটির সকলকে প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানান।

সুর, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির এক অনন্য সমন্বয়ে আয়োজিত 'আনন্দ সন্ধ্যা' প্রমাণ করেছেভৌগোলিক দূরত্ব যতই হোক, বাংলা সংস্কৃতির প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভালোবাসা, আবেগ ও আত্মিক বন্ধন আজও সমানভাবে অটুট।

আনন্দ বেদনার বিশ্বকাপ

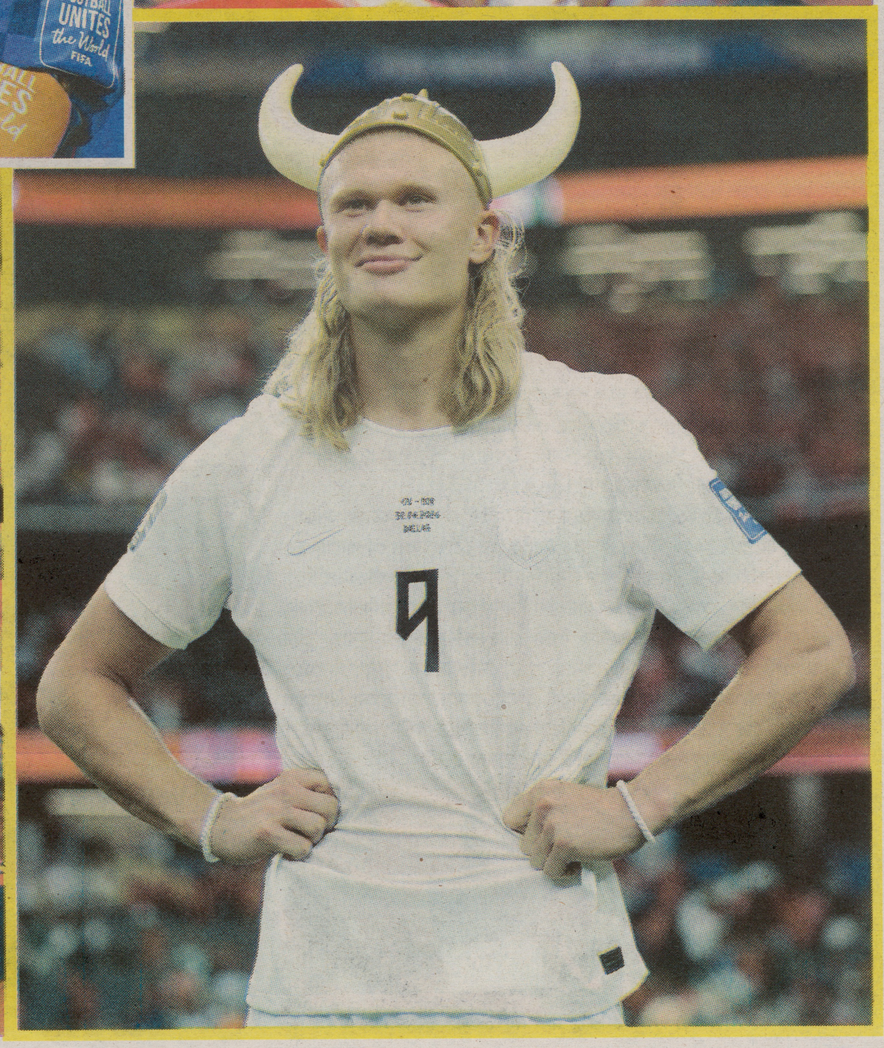

আনন্দ বেদনার বিশ্বকাপ

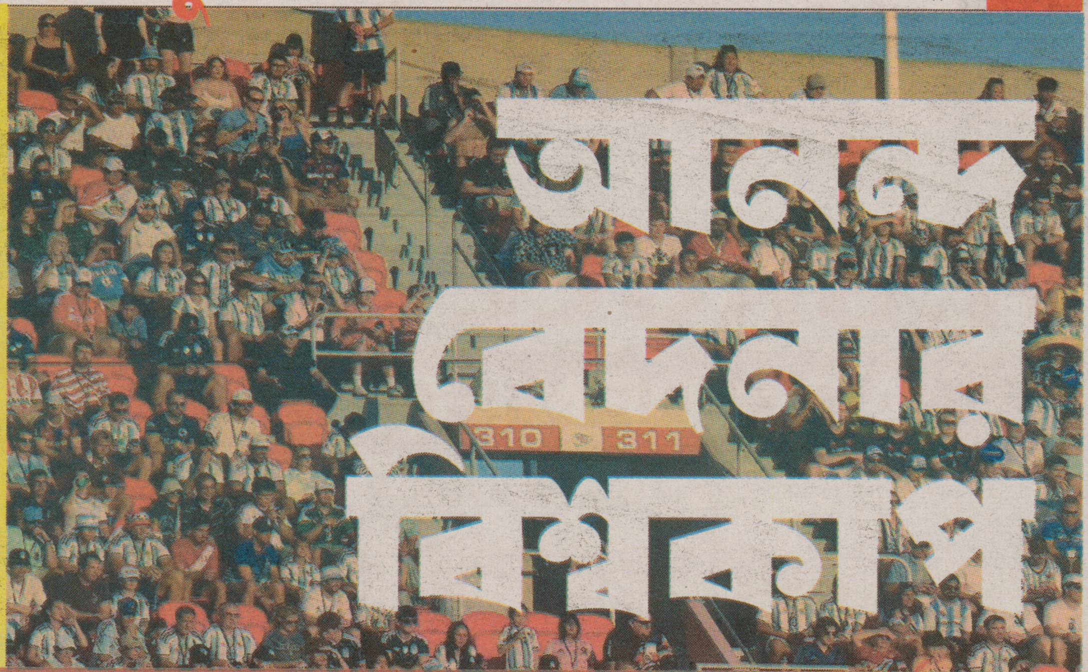

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা
প্রজ্ঞা পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন
প্রজ্ঞা PROGGA
The monthly newspaper
www.progganews.us

LAW OFFICE
H.BRUCE FISCHER ESQ P.C

ACCIDENT CASES? CALL US NOW!

24 HOURS, 7 DAYS A WEEK: 212-957-3634

এক্সিডেন্ট (দুর্ঘটনা) কেইসেস?

- গাড়ী
- সাবওয়ে
- উড়োজাহাজ
- কাজের জায়গায় আঘাত
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- কনস্টাকশন সাইটে

এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত

MANHATTAN OFFICE
45 Rockefeller Plaza,
Suite #2088,
NY 10111
TEL: 212-957-3634

QUEENS OFFICE
76-03 Roosevelt
Ave, 2nd Floor,
Jackson heights,
NY 11373

BRONX
1222 White
Plains Road,
Bronx,
NY 10472

Rockland
88 Main Street
Tappan,
NY 10982

H. Bruce Fischer
Attorney at Law
Call: 212-957-3634

**আমরা বাংলাদেশী ক্লায়েন্টদের জন্য
মিলিয়ন ডলার আদায় করেছি**

Medical Mal Practice :
2,000.000+ in a structured
settlement

Accident at Home:
$419.000 pay out to the child
for lead paint in a Stf Lit:hired
Settlement.
$215,000 A Manhattan Woman
Hit by piece of ceiling at supermarket

Auto Accidents:
$650,000 Back Injury -$300,000 Head-
$250.000 Back Injury (No Surgery)
$150,000 Knce Injury
$105,000 Back Injury (No Surgery)
$75,000 Knce Injury
$65,000 Rib Injury (No Surgery)

Trip and Fall
$135,000 Ankle Injury
$190,000 Knee Injury

Zeenat Zavin
Queens Office Manager
Jamaica, New York

Past results don't guaranlee future outcomes

A different breed of mortatagage

GoRascal

SHAMEEM MAJUMDER

Loan Officer

- No-income Check Loans
- Mixed-use Properties
- Commercial Properties
- VA Loans-100% Financing

LOW INTEREST Rate

Company Services Include:

- 24 to 48-hour approvals
- Available 7 days a week
- Quick Pre-Approval
- Wholesale rates

Please contact for details:

Phone : 516-806-9073

E-mail : shameem@gorascal.com

Website : gorascal.com

Purchase Refinance

ind nmls 2395755 co nmls 2072896

A J TAX & ACCOUNTING SVCS CORP.

Accounting Taxes and Business Consultants

Anjan k. Bhattacharjee
MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant

We Provide Broad Services in

Computerised Book-keeping and Accounting Services
New Business Set Up Corporation, LLC PC.
Not for Profit and Tax Exempt Status.
Business Taxes Including Corporation and Partnership
Individual Taxes.
Payroll, Sales and local Taxes
Not for Profit Including Tax Exampt Organization
Audit and Certified Financial Statement.

AUTHORIZED IRS IRS e-file PROVIDER

38 Years Experienced Year Round Ser

We also Provide Following Services :

Obtain Text Identification Number (TIN),WIC License, Lotto.
Application, Food Processing License Cigarette and Sales
Text Registration Bear License and all Other Related License and Permits
We File Out Immigration Forms Like Citizenship, Affidavit of Support etc
We Can Help You File Joint Return Even If Your Spouse is Not Living in the USA

IRS approved, E-File PROVIDER, NOTARY PUBLIC

167-09 Hillside Avenue (2nd floor) Jamaica, New York 11432
Cell : 917-371-3633, Tel : 718-658-8767, 718-658-8764, Fax : 718-658-8765
eFax : 718-412-1727, E-mail : abhattacharjee921@gmail.com

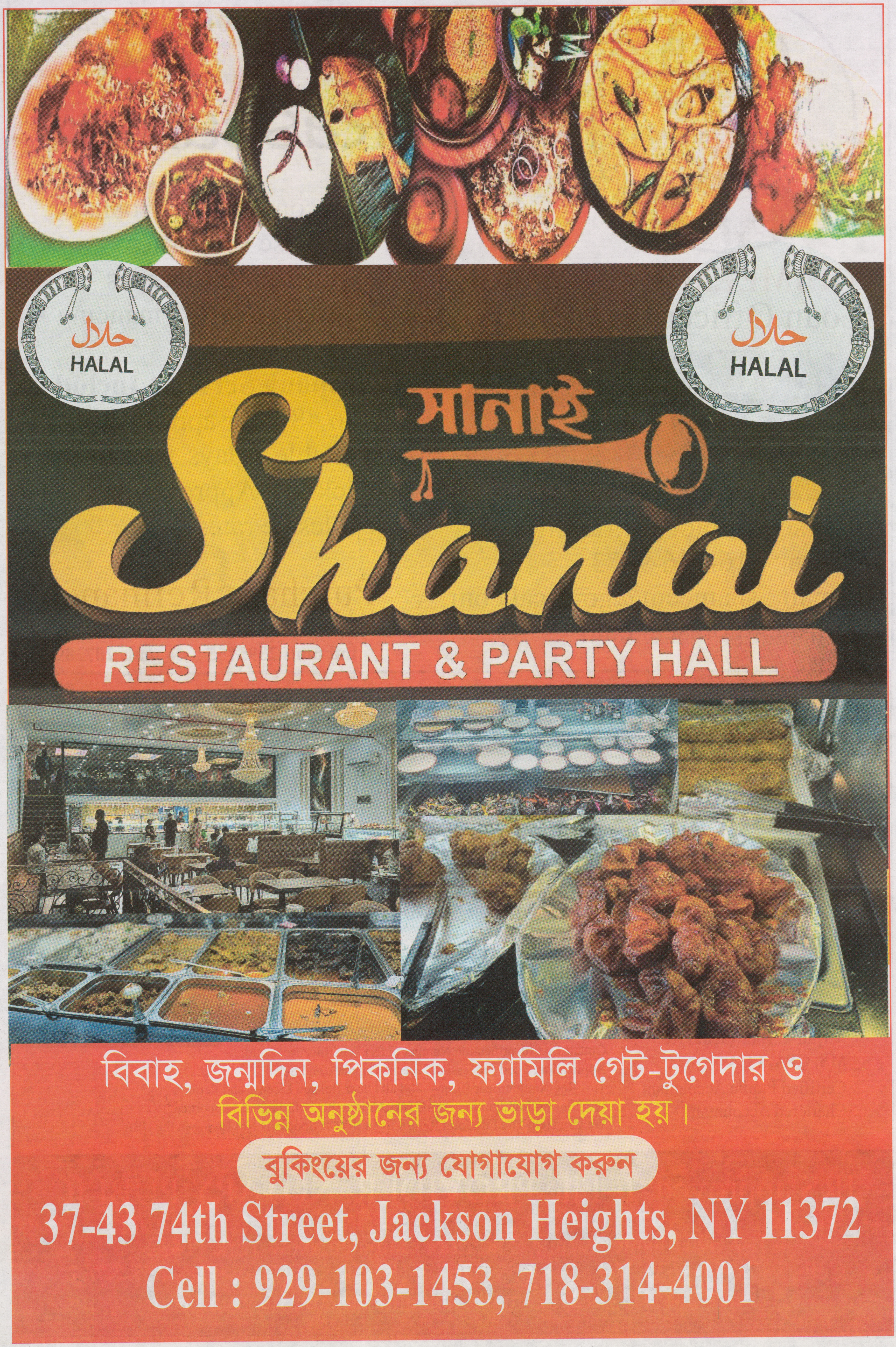
حلال
HALAL
حلال
HALAL
সানাই
Shanai
RESTAURANT & PARTY HALL
বিবাহ, জন্মদিন, পিকনিক, ফ্যামিলি গেট-টুগেদার ও
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেয়া হয়।
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
37-43 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
Cell : 929-103-1453, 718-314-4001

নিউইয়র্কে স্বনামধন্য বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician (Emergency)-New York Community Hospital,
Broklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়

TREATMENT/SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOLL/JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

পরিসেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইয়েড
- এজমা
- বাতের ব্যথা
- যৌন রোগ

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005

Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005

Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday 9am-3pm
Wednesday & Friday 5pm-9pm

Please call for Appointment At# 917-503-5002

Sunday: Lab. Work only. 9am-1pm

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373
167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 917-503-5002 Fax: 917-503-5004, 718-297-4444

REPAIR & COLLISION

DOMESTIC FOREIGN & HYBIRD CAR SPECIALIST

BD AUTO
REPAIR & COLLISION

MD. ALAMGIR HOSSAIN

BD AUTO REPAIR & COLLISION

43-31 36th Street, Long Island City, NY 11101
Tel : 347-448-6651, Cell : 646-387-2124
E-mail : bdautorepair36@gmail.com

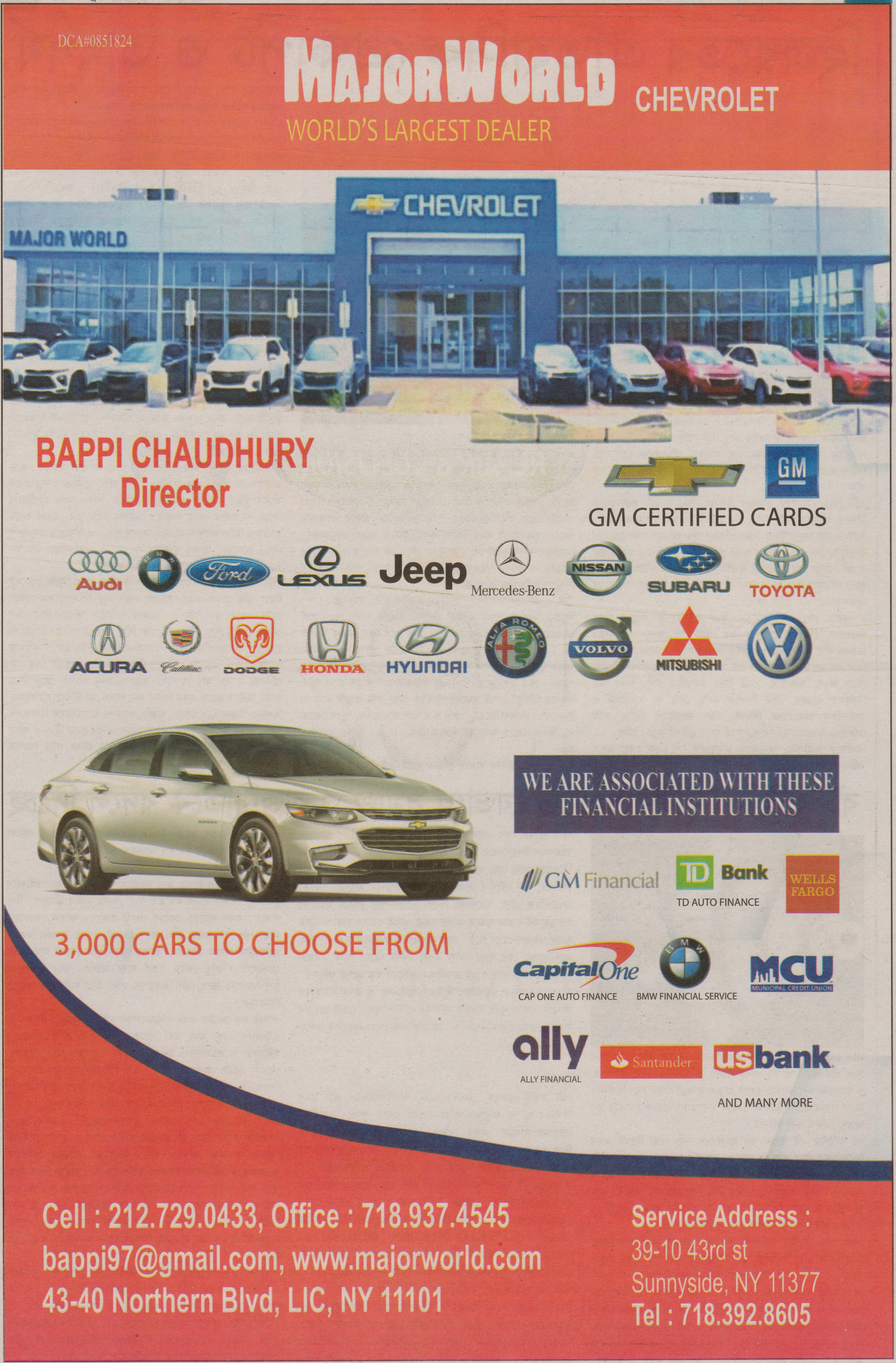
DCA#0851824
MAJORWORLD
CHEVROLET
WORLD'S LARGEST DEALER
MAJOR WORLD
CHEVROLET
BAPPI CHAUDHURY
Director
GM
GM CERTIFIED CARDS
Audi
Ford
LEXUS
Jeep
Mercedes-Benz
NISSAN
SUBARU
TOYOTA
ACURA
Cadillac
DODGE
HONDA
HYUNDAI
ALFA ROMEO
VOLVO
MITSUBISHI
WE ARE ASSOCIATED WITH THESE FINANCIAL INSTITUTIONS
GM Financial
TD Bank
TD AUTO FINANCE
WELLS FARGO
Capital One
CAP ONE AUTO FINANCE
BMW FINANCIAL SERVICE
MCU
MUNICIPAL CREDIT UNION
ally
ALLY FINANCIAL
Santander
usbank
AND MANY MORE
3,000 CARS TO CHOOSE FROM
Cell : 212.729.0433, Office : 718.937.4545
bappi97@gmail.com, www.majorworld.com
43-40 Northern Blvd, LIC, NY 11101
Service Address :
39-10 43rd st
Sunnyside, NY 11377
Tel : 718.392.8605

হিজরতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য

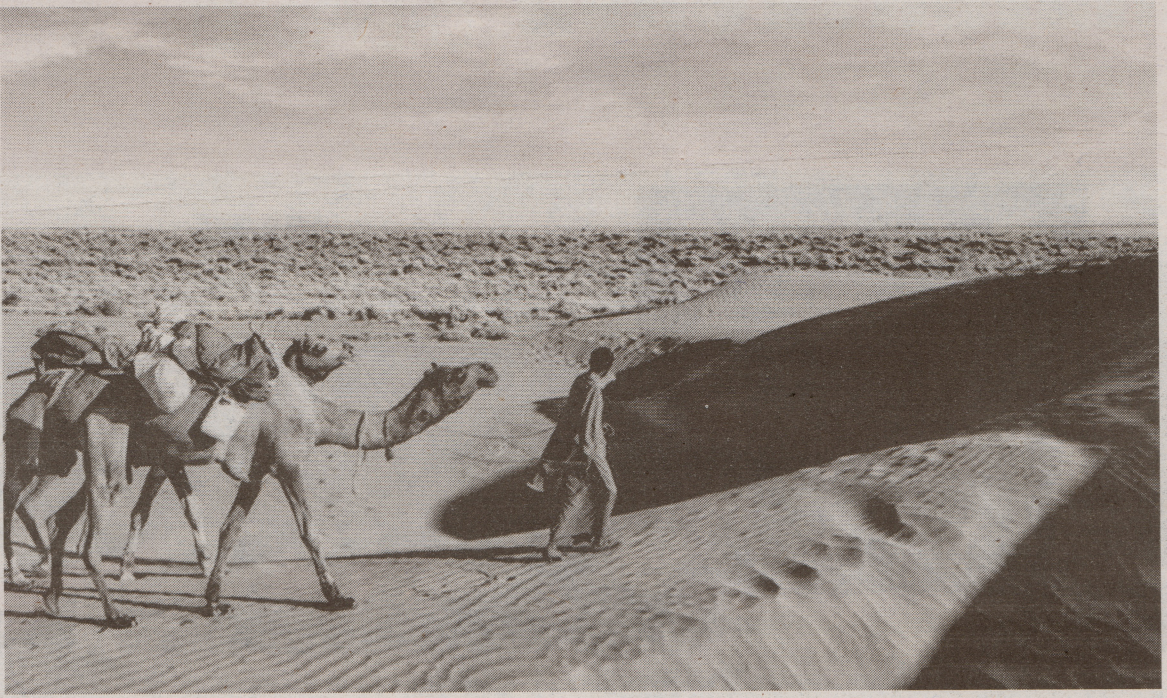

প্রজ্ঞা ডেস্ক : মানব ইতিহাসে কিছু ঘটনা শুধু একটি জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেনি, বরং সমগ্র মানবসভ্যতার গতিপথকে নতুন করে নির্মাণ করেছে। ইসলামের ইতিহাসে হিজরত এমনই এক মহিমান্বিত ঘটনা।

এটি কোনো সাধারণ স্থানান্তর ছিল না, ছিল না শুধু মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার একটি ভ্রমণ। বরং এটি ছিল ঈমান রক্ষার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অবিচল সংগ্রামের এক উজ্জ্বল অধ্যায় এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতার এক জীবন্ত প্রমাণ। হিজরতের মাধ্যমেই ইসলামের ইতিহাসে সূচিত হয় নতুন যুগ, প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র এবং বিশ্বময় ইসলামের বিজয়যাত্রার ভিত্তি রচিত হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কার বুকে তাওহিদের আহ্বান নিয়ে দাঁড়ালেন, তখন সমাজের প্রচলিত শিরক, কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর এই দাওয়াত কুরাইশ নেতাদের স্বার্থে আঘাত হানে।

ফলে শুরু হয় নির্যাতনের এক দীর্ঘ অধ্যায়। মুসলমানদের ওপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার। কেউ উত্তপ্ত মরুভূমির বালুর ওপর শুয়ে নির্যাতিত হচ্ছেন, কেউ শিকলে বন্দী, কেউ বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার। তিন বছরব্যাপী শি'বে আবি তালিবের অবরোধ মুসলমানদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

একদিকে অত্যাচার, অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যা করার গভীর ষড়যন্ত্র– সব মিলিয়ে মক্কার পরিবেশ মুসলমানদের জন্য ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে উঠতে থাকে।

এমন কঠিন সময়ে ইয়াসরিব (পরবর্তীতে মদিনা) থেকে আগত কিছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলামের আলো গ্রহণ করেন এবং আকাবার ঐতিহাসিক বাইআতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে নিজেদের শহরে আমন্ত্রণ জানান। তারা প্রতিশ্রুতি দেন, নিজেদের জীবন ও সম্পদের মতো করেই তাঁকে রক্ষা করবেন। এরই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মুসলমানরা ধীরে ধীরে মদিনায় হিজরত করতে শুরু করেন। অবশেষে যখন কুরাইশরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যার জন্য বিভিন্ন গোত্রের যুবকদের নিয়ে চূড়ান্ত পরিকল্পনা করে, তখন আল্লাহর নির্দেশে তিনি মক্কা ত্যাগ করেন।

সেই রাতটি ছিল ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় রাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের বিছানায় শয়ন করতে বললেন সাহাবি আলী (রা.)-কে। তারপর তিনি বেরিয়ে পড়েন তাঁর প্রিয় সঙ্গি আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে। তারা আশ্রয় নেন সাওর গুহায়। শত্রুরা যখন গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন আবু বকর (রা.) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তর ছিল আল্লাহর ওপর অটল ভরসায় পরিপূর্ণ। সেই সময়ের ঘটনাকে স্মরণ করে আল্লাহ তাআলা কোরআনে ঘোষণা করেন, 'তিনি তাঁর সঙ্গীকে বললেন, 'দুঃখ কোরো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা : তাওবা,আয়াত : ৪০)

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে হিজরতের সবচেয়ে বড় শিক্ষাড়য়ার সঙ্গে আল্লাহ আছেন, তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি একত্রিত হলেও তাকে পরাজিত করতে পারে না।

মদিনায় পৌঁছার পর ইসলামের ইতিহাসে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। সেখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রথমেই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলেন এবং এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যার ভিত্তি ছিল ঈমান, ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিকতা। যে মুসলমানরা মক্কায় নির্যাতিত ও অসহায় ছিলেন, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও আদর্শ জাতিতে পরিণত হন। এভাবেই হিজরত ইসলামের বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

হিজরতের তাৎপর্য শুধু ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়। এর শিক্ষা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। হিজরত আমাদের শেখায়, ঈমানের জন্য ত্যাগ ছাড়া সফলতা আসে না। মুহাজির সাহাবিগণ নিজেদের ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন– সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করেছিলেন। তাদের এই ত্যাগ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দান করব।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৪১)

হিজরত আমাদের আরও শেখায় যে, মুসলমানদের শক্তি তাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের মধ্যে নিহিত। মদিনায় আনসাররা মুহাজিরদের যেভাবে বরণ করে নিয়েছিলেন, তা মানব ইতিহাসে ভ্রাতৃত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। কুরআন ঘোষণা করে., 'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।' (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ১০)

তবে হিজরতের সবচেয়ে গভীর শিক্ষা হলো আত্মিক হিজরত। আজ আমাদেরকে মক্কা থেকে মদিনায় যেতে হবে না, কিন্তু গুনাহ থেকে তওবার দিকে, অন্যায় থেকে ন্যায়ের দিকে, শিরক থেকে তাওহিদের দিকে, গাফেলতি থেকে আল্লাহর স্মরণের দিকে এবং হারাম থেকে হালালের দিকে অবশ্যই হিজরত করতে হবে। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রকৃত মুহাজির সে, যে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন এমন সবকিছু পরিত্যাগ করে।' (সহিহ বুখারি)

নতুন হিজরি বছর আমাদের সামনে উপস্থিত হলে হিজরতের সেই মহান স্মৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয়– আল্লাহর পথে করা কোনো ত্যাগ কখনো বৃথা যায় না। মক্কার নিপীড়িত মুসলমানদের সেই কষ্টময় যাত্রাই শেষ পর্যন্ত বদর, মক্কা বিজয় এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসারের পথ সুগম করেছিল। তাই হিজরতের শিক্ষা হলো– কঠিনতা সাময়িক, কিন্তু আল্লাহর প্রতিশ্রুতি চিরন্তন; ত্যাগ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তার প্রতিদান অনন্ত; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য সবকিছু ছেড়ে দিতে পারে, আল্লাহ তাকে এমন সম্মান দান করেন, যা ইতিহাসের পাতায় চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হিজরতের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধি করার, গুনাহ থেকে নেকির দিকে হিজরত করার এবং ঈমান, ত্যাগ ও তাকওয়ার আলোকে জীবন গড়ে তোলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বট বাহিনী : কৃত্রিম জনমত যেভাবে সমাজ ও রাজনীতিকে বদলে দিচ্ছে

প্রজ্ঞা ডেস্ক : সাম্প্রতিক সময়ের অনলাইন ট্রাফিক বিশ্লেষণের তথ্য তুলে ধরে রেহান আসিফ আসাদ বলেন, অনলাইনে মন্তব্য, প্রতিক্রিয়া ও ইন্টারঅ্যাকশনের বড় অংশই প্রকৃত ব্যবহারকারীর নয়। অর্গানিক বনাম নন-অর্গানিক ট্রাফিক আলাদা করতে না পারলে সমস্যার মূল জায়গা চিহ্নিত করা কঠিন।

বট বাহিনীর এই উত্থান শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বেই এখন আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানসহ বেশ কয়েকটি দেশ বট ফার্ম ও ভুয়া সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যকার সম্পর্ক দুর্বল করার চেষ্টা করছে।

সিবিএসের 'সিক্সটি মিনিটস' অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু এই বিষয়কে 'গুপ্ত ডিজিটাল যুদ্ধক্ষেত্র' বলে উল্লেখ করেন, যা ইসরায়েলের মাঠের সামরিক সংঘাতের পাশাপাশি চলছে। নেতানিয়াহু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনলেও ফিলিস্তিনে আগ্রাসন ও গণহত্যা চালাতে সম্মতি উৎপাদনের জন্য জায়োনিস্ট প্ল্যাটফর্মগুলো যেসব প্রোপাগান্ডা চালিয়ে থাকে সে ব্যাপারে কখনো কিছুই বলেন না। শুধু তাই নয়, ইসরায়েলের পক্ষ প্রচারণা চালাতে অনলাইনে বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সারদেরও টাকা দিয়ে থাকে ইসরায়েল। গাজা যুদ্ধের সময় এমন প্রচারণা চালাতে গিয়ে টাকা না পাওয়ায় কয়েকজন ইনফ্লুয়েন্সার বিষয়টি ফাঁস করে দেন।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তাপ যত বেড়েছে, বট বাহিনীর সক্রিয়তাও তত দৃশ্যমান হয়েছে। কোনো রাজনৈতিক ঘটনা, আন্দোলন কিংবা সংবেদনশীল সংবাদ প্রকাশের পর মুহূর্তেই হাজার হাজার অভিন্ন মন্তব্য, একই ধরনের ভাষা ও একই সুরের প্রচারণা চোখে পড়ে। এতে সাধারণ ব্যবহারকারীদের অনেকেই মনে করেন, যেন পুরো সমাজ একটি নির্দিষ্ট মতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। অথচ বাস্তবে এই জনমতের ঢেউয়ের বড় অংশই কৃত্রিম।

আমাদের সমাজে ডিজিটাল মিডিয়া লিটারেসি বা তথ্য যাচাইয়ের সংস্কৃতি এখনো দুর্বল হওয়ায় বটনির্ভর প্রচারণা খুব সহজেই মানুষের আবেগ, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সামাজিক বিভাজনকে প্রভাবিত করতে পারে।

বট কী?

'বট' শব্দটি এসেছে 'রোবট' থেকে। প্রযুক্তিগতভাবে এটি এমন সফটওয়্যার, যা মানুষের মতো আচরণ করতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব বটকে ব্যবহার করা হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেড়কখনো রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে, কখনো প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে, আবার কখনো কৃত্রিম জনপ্রিয়তা তৈরির জন্য।

সাধারণত দুই ধরনের কার্যক্রম বেশি দেখা যায়। প্রথমত, স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারনির্ভর বট, যেগুলো নির্দিষ্ট শব্দ বা পোস্ট শনাক্ত করেই মুহূর্তের মধ্যে মন্তব্য, শেয়ার বা প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নতির ফলে এখন এসব বট অনেক বেশি মানবসদৃশ ভাষা ব্যবহার করতে পারে। ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকৃত ব্যবহারকারী আর বটের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

দ্বিতীয়ত, রয়েছে মানবনিয়ন্ত্রিত ট্রল আর্মি। এরা বাস্তব মানুষ হলেও ভুয়া পরিচয়ে অসংখ্য অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করে। রাজনৈতিক দল, করপোরেট গোষ্ঠী কিংবা স্বার্থান্বেষী মহলের নির্দেশে তারা সংঘবদ্ধভাবে অপপ্রচার, গালাগালি, চরিত্রহনন ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালায়। একজন অপারেটর কখনো কখনো ২০-৩০টি পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করে। নির্দিষ্ট সংকেত পেলেই তারা কোনো পোস্টে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমন্বিত আক্রমণ শুরু করে।

বট চেনার উপায়

সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলোড়কীভাবে বুঝবেন, কোনটি প্রকৃত মতামত আর কোনটি কৃত্রিম প্রচারণা। কিছু সাধারণ লক্ষণ রয়েছেঃ কোনো পোস্ট প্রকাশের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শত শত মন্তব্য চলে আসা, একই ভাষায় অসংখ্য মন্তব্য, প্রোফাইলে বাস্তব জীবনের তথ্যের অনুপস্থিতি কিংবা অস্বাভাবিক ফ্রেন্ডলিস্ট। এসব ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা জরুরি। তবে প্রযুক্তিগত শনাক্তকরণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো তথ্য যাচাইয়ের অভ্যাস তৈরি করা।

গণতন্ত্র শুধু ভোটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না; এটি দাঁড়িয়ে থাকে মুক্ত মতপ্রকাশ, সত্য তথ্য এবং সচেতন নাগরিকের ওপর। হরতাল, সহিংসতা বা প্রতিপক্ষের কণ্ঠরোধ যেমন গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি কৃত্রিম জনমত তৈরির এই ডিজিটাল সংস্কৃতিও সমান বিপজ্জনক। কারণ, এটি মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে প্রভাবিত করে এবং বিভ্রান্তিকে সত্যের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এই সংকট মোকাবিলায় কয়েকটি পদক্ষেপ জরুরি। প্রথমত, মেটা, গুগলসহ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে বাংলা ভাষা ও স্থানীয় বাস্তবতা বোঝার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, সংঘবদ্ধ ডিজিটাল অপপ্রচার ও ট্রল ফার্মের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, তবে সেই আইন যেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনের অস্ত্র না হয়, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ডিজিটাল মিডিয়া লিটারেসি। স্কুল-কলেজ থেকেই তথ্য যাচাই, সমালোচনামূলক চিন্তা ও দায়িত্বশীল অনলাইন আচরণের শিক্ষা দিতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবচেয়ে জোরে শোনা যাওয়া কণ্ঠই সব সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠ নয়। লাইক, শেয়ার বা মন্তব্যের সংখ্যা কখনো সত্যের মানদণ্ড হতে পারে না। বটের যান্ত্রিক প্রভাবে মানুষের বিবেক যেন হারিয়ে না যায়ড়এটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। গণতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে হলে কৃত্রিম জনমতের এই চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যেভাবে জমি আর টাকার ব্যবস্থা হয়েছিল

প্রজ্ঞা ডেস্ক : ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বীজ বপন হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য সে সময় নয়টি কলেজ থাকলেও উচ্চশিক্ষার জন্য ছিল না কোনও বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শতাব্দীপ্রাচীন এই বিশ্ববিদ্যালয়টি।

সে সময় সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

শতবর্ষ পার করে এখন ১০৩ বছরে পা দিয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তবে এর জমির মালিকানা নিয়ে এখনও রয়েছে নানা মতবিরোধ।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ।

এর মাত্র তিন দিন আগে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়েছিলেন ঢাকার নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ, ধনবাড়ির নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শের-এ-বাংলা হিসেবে পরিচিত রাজনীতিবিদ এ কে ফজলুল হক এবং অন্যান্য কয়েকজন নেতা।

ইতিহাসবিদরা বলছেন বঙ্গভঙ্গ রদ করার 'ক্ষতিপূরণ' হিসাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে তখনকার ব্রিটিশ সরকার।

'ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী' বইতে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, "বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। লর্ড লিটন যাকে বলেছিলেন, 'স্প্লেনডিড ইম্পেরিয়াল কমপেনসেশন'।"

তিনি আরও লেখেন, "পূর্ববঙ্গ শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে ছিল। বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর এ অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছিল, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে।"

এর পরে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অর্থ যেভাবে এল

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে লন্ডনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর ভারত সরকার ১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল এক চিঠির মাধ্যমে বাংলার সরকারকে বিশদ পরিকল্পনা এবং এর আর্থিক খরচ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

২৭শে মে লন্ডনের ব্যারিস্টার রবার্ট নাথানকে প্রধান করে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। নাথান কমিটি নামে পরিচিত এই কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে।

প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত অবকাঠামোর ইমারতের নকশা-সহ ৫৩ লাখ টাকা মূল ব্যয় ধরা হয়। পরবর্তীকালে গণপূর্ত বিভাগ এটিকে ৬৭ লাখ টাকায় উন্নীত করে। এছাড়া ১২ লাখ টাকা বাৎসরিক ব্যয় ধরা হয়।

এই কমিটি মত দেয়, যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার, লিডস, লিভারপুল প্রভৃতি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই এই প্রতিষ্ঠানটিও হতে হবে একক আবাসিক শিক্ষাক্ষেত্র। ঢাকার সাতটি কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত থাকবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে কমিটি।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১১ লাখ ২৫ হাজার টাকার ছোট প্রকল্প বাস্তবায়নও সরকারের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

পরে ১৯১৭ সালে লর্ড চেমসফোর্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাসমূহ খতিয়ে দেখার জন্য মাইকেল স্যাডলারকে প্রধান করে একটি কমিশন গঠন করেন।

যার নাম ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশন।

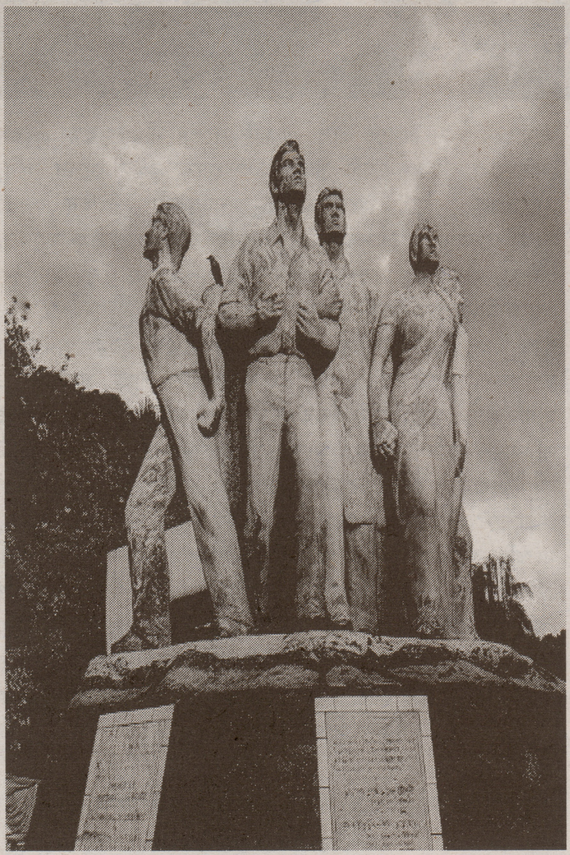

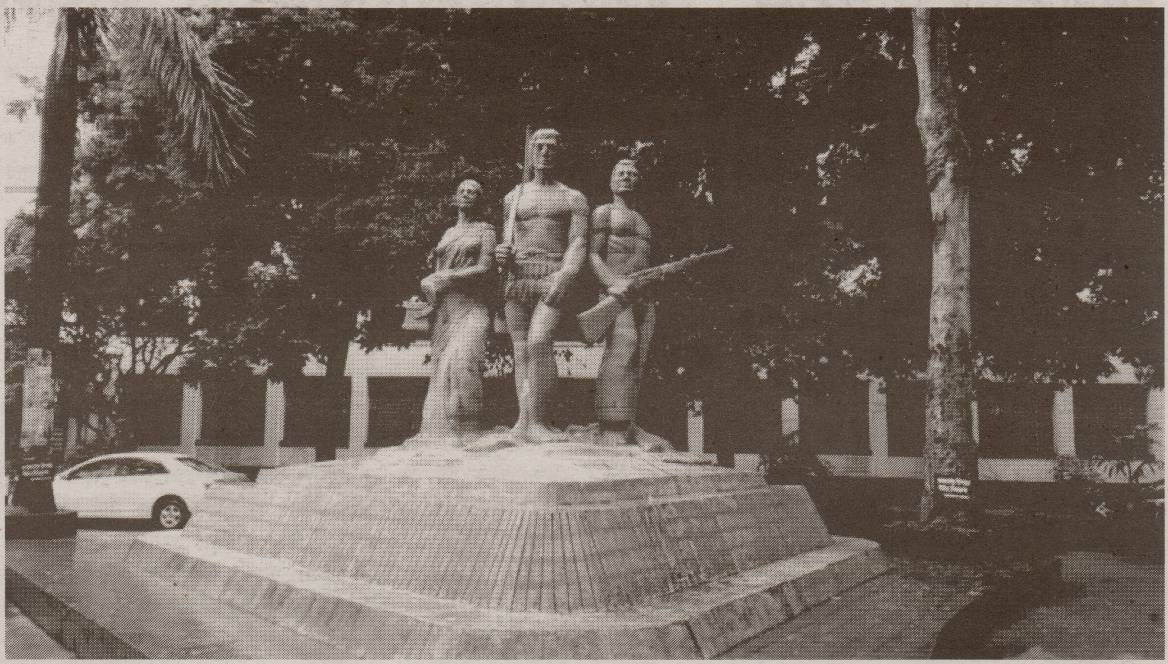

এই কমিশনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক প্রতিবেদন দেয়।

এই কমিশন মোট ১৩টি সুপারিশ করেছিল, যার একটি ছিল এটি হবে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল হাউজের পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধ এলাকাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করা।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইমপেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন।

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে শুরু থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর। কিন্তু, হঠাৎ করে ১৯১৫ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটলে ধনবাড়ির নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী শক্ত হাতে এই উদ্যোগের হাল ধরেন।

শেষ পর্যন্ত ১৯২০ সালের ১৩ই মার্চ ভারতীয় আইন সভায় 'দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ১৯২০' অনুমোদিত হয়। গভর্নর জেনারেল সেই আইনে স্বাক্ষর করেন ২৩শে মার্চ।

স্যাডলার কমিশনের অন্যতম সদস্য, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক রেজিস্ট্রার স্যার ফিলিপ জোসেফ হার্টগ ১৯২০ সালের পহেলা ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পান। পরের বছর, ১৯২১ সালের পহেলা জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি নিয়ে যে বিতর্ক

রমনা এলাকায় ঢাকার নবাব পরিবারের দান করা ৬০০ একর জমি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নবাব সলিমুল্লাহর নামটিই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি নিয়ে এমন একটি বহুল প্রচলিত তথ্য আমরা সবাই জানি।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও রেকর্ডে এই তথ্যের সত্যতা পাওয়া যায় না।

রমনার যে জমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন তার পুরোটাই খাস জমি বলে বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ ও ইতিহাসের বইতে উল্লেখ করা হয়েছে।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ : 'অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা ও অন্যান্য' সরদার ফজলুল করিমের লেখা একটি বই।

সরদার ফজলুল করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার টাকা, জমির উৎস এবং সলিমুল্লাহ হল সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন।

বইটিতে বলা হয়েছে, আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "কোনও মুসলমান ধনীর কাছ থেকেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডাইরেক্টলি কোনও ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রিবিউশন পায় নাই। সলিমুল্লাহ হল যে তৈরি হল তা পুরোই সরকারের টাকায়। নওয়াব পরিবারের টাকায় নয়; জায়গাতেও নয়। রমনায় যে জায়গায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি, তা পুরোটাই খাসমহল এবং সরকারের জমি, সেটেলমেন্ট রিপোর্টে তাই আছে।"

রমনার যে এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেখান থেকে শাহবাগের জাতীয় জাদুঘর পর্যন্ত নবাব পরিবারের জমি ছিল বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মুনতাসির মামুন জানান।

তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সরকার নবাবদের কাছ থেকে জমি রিকুইজিশন করে। পরে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আমলে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক জমি, ভবন নিয়ে নেয়। বিনিময়ে এখনকার এলাকাকে বিশ্ববিদ্যালয়কে লিজ দেয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব জমি বা ভবন ছিল সেটার জন্য যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা ছিল তা কখনো পায়নি বিশ্ববিদ্যালয়।"

মি. মামুন জানান, পরীবাগ, পূর্বের পিজি হাসপাতাল এবং বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিও নবাবদের ছিল। এই ইতিহাসবিদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট বিভাগের কাছে কোনও দলিলপত্র না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি নিয়ে জটিলতা রয়েই গেছে।

বাংলাপিডিয়াতে বলা হয়েছে, বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার আওতায় পূর্ববাংলা ও আসাম সরকারের প্রশাসনিক দপ্তর প্রতিষ্ঠার জন্য রমনা এলাকায় অধিগ্রহণ করা ২৪৩ একর ভূমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত হয়।

কার্জন হল, ঢাকা কলেজ, নতুন সরকারি ভবন, সচিবালয়, সরকারি ছাপাখানা, সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসস্থল ও ছোটখাটো ইমারত ওই এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরবর্তীকালে এ সকল ইমারত, ভূমি ও স্থাপনা বার্ষিক এক হাজার টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ইজারা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে এই জমির মালিকানার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ তার ভাষণে ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ ৬০০ একর জমি দান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন বলে বক্তব্য দেন।

এমন বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন সিনেট সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল বাছির।

মি. বাছির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে "শতবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য" নামে দুই খণ্ডের যে বই প্রকাশিত হয়েছে সেটির সহযোগী সম্পাদক।

মি. বাছির বিবিসি বাংলাকে বলেন, "শতবর্ষের বইয়ের জন্য বিভিন্ন নথি ঘাঁটাঘাটি করেছি আমরা। ঢাকার নবাব ৬০০ একর জমি দিয়েছেন এমন কোনও তথ্য সরাসরি কোথাও উল্লেখ নেই।"

"তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় জমি পেল কোথা থেকে? তখন দেখতে পাই তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সময় জমি লিজ নিয়েছে। এই লিজের বিনিময়ে যে পয়সা-কড়ি দেবার কথা সেটাও দিয়েছে।"

১৯৮১ সালে অধ্যাপক এম এ রহিম 'হিস্ট্রি অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা' নামে একটি বই লিখেছেন। এতে তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জমি ইজারা নিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটিতে লিজ নেয়ার রেকর্ডও নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

মি. বাছির বলেন, "এটি কি মিথ নাকি রিয়েলিটি? এটা আমাদের তালাশ করতে হবে। তাই কোনও উৎস থেকে শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে বলাটা ঠিক হবে না। যদি কোথাও না পাই তবে কীভাবে বলি নবাব সলিমুল্লাহ এই ৬০০ একর জমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছে?"

তবে এই অধ্যাপক মনে করছেন, "বিষয়টি এমন হতে পারে ব্রিটিশ সরকার যখন ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গে রাজধানী করে তখন নবাবরা হয়তো সরকারকে কোনও অনুদান দিয়ে থাকতে পারেন।"

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাবদের কাছ থেকে সরাসরি কোন জমি পেয়েছে এমন কোন তথ্য উপাত্ত নেই বলে দাবি করেন মি. বাছির।

প্রতিষ্ঠার পরই আর্থিক সংকটে

প্রতিষ্ঠার পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তা হল অর্থনৈতিক সংকট। কারণ বাংলা সরকার আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সরকারি খাত থেকে কোনও অর্থ ব্যয় করতে পারত না।

নাথান কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাৎসরিক ব্যয় ১২ লাখ টাকা নির্ধারণ করলেও বাংলার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী প্রভাস মিত্র পাঁচ লাখ টাকা কমিয়ে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য রমেশ চন্দ্র মজুমদারের লেখা 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : পূর্ব-কথা'য় বলা হয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী প্রভাস মিত্র সীমিত টাকার মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব খরচ চালাতে নির্দেশ দেন। এর ফলে শিক্ষকদের বেতন কমিয়ে দিতে হল।

ওই বইতে রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "অধ্যাপকদের বেতন ছিল এক হাজার থেকে আঠারশ টাকা। সেটি কমিয়ে করা হল এক হাজার টাকা। এভাবে সব শ্রেণির শিক্ষকের বেতন কমে গেল।"

এই খরচ কমানোর কথা বাংলাপিডিয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ভারত সরকার ক্যাপিটাল খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঁচ কোটি ৬০ লাখ টাকার ফান্ড বাংলা সরকারের কাছে হস্তান্তর করলেও প্রভাস মিত্র ওই ফান্ড প্রাদেশিক ফান্ডের সাথে মিলিয়ে মাত্র নয় লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন।

তাঁর যুক্তি ছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রচুর সরকারি ইমারত ও বিস্তর জায়গা-জমি বাংলা সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে।

বরিশালে হিন্দু এইড ইউকের ত্রাণ ও জীবিকা পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পন্ন, অসহায় পরিবারের স্বাবলম্বিতায় নতুন উদ্যোগ

আনসার আহমেদ উল্লাহ, অমৃতাঙ্গন (বরিশাল) : যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবিক সংগঠন হিন্দু এইড ইউকে বাংলাদেশের বরিশালের অমৃতাঙ্গনে সফলভাবে ত্রাণ বিতরণ ও জীবিকা পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ৩ জুলাই অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচির মাধ্যমে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের জরুরি খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি তাদের দীর্ঘমেয়াদে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পুনর্বাসন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সনাতনী বিদ্যার্থী সংসদের সহযোগিতায় আয়োজিত এ কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন উজ্জ্বল দেবনাথ। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্বর্ণিল স্বর্গ মৈত্রের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের মাধ্যমে। পরে হিন্দু এইড ইউকের যুব সমন্বয়কারী শুচিশ্মিতা মৈত্র ভক্তিমূলক ভজন পরিবেশন করেন। গিটারে তাঁকে সঙ্গ দেন স্বর্ণিল স্বর্গ মৈত্র।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজসেবক মানিক মুখার্জী ও মুকুল চন্দ্র মুখার্জী। বক্তারা সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে ঐক্য, সহমর্মিতা ও সম্মিলিত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে হিন্দু এইড ইউকের মানবিক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা বলেন, শুধু তাৎক্ষণিক সহায়তা নয়, মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা নিশ্চিত করার উদ্যোগই প্রকৃত সমাজসেবার উদাহরণ।

আলোচনা শেষে শুরু হয় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম। এ সময় ১৬টি অসহায় পরিবারের হাতে চাল, ডাল, পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সম্বলিত রেশন বক্স তুলে দেওয়া হয়।

একই সঙ্গে জীবিকা পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় দুটি পরিবারকে তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও উপকরণ প্রদান করা হয়। এছাড়া একটি পরিবারকে স্থায়ী আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে একটি সেলাই মেশিন উপহার দেওয়া হয়।

হিন্দু এইড ইউকের যুব সমন্বয়কারী শুচিশ্মিতা মৈত্র বলেন, হিন্দু এইড ইউকে ভবিষ্যতেও অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে থাকবে। সংগঠনটি এমন মানবিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে, যা একদিকে জরুরি সহায়তা নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বী ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য সনাতনী বিদ্যার্থী সংসদ, স্বেচ্ছাসেবক, দাতা, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতাকারী সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে হিন্দু এইড ইউকে।

সংগঠনটির মতে, এ ধরনের উদ্যোগ শুধু ত্রাণ বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অসহায় পরিবারগুলোর জন্য টেকসই জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আত্মনির্ভরশীল ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতেই তাদের এই মানবিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সংস্কৃতির জাগরণেই দেশ রক্ষার অদম্য শক্তি

কল্লোল দাশ

একটি রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য শুধু শক্তিশালী সেনাবাহিনী, আধুনিক অস্ত্র কিংবা সুদৃঢ় অর্থনীতি যথেষ্ট নয়। একটি জাতিকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখে তার ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, লোকঐতিহ্য এবং মানবিক মূল্যবোধ। এসবের সম্মিলিত রূপই সংস্কৃতি। যে জাতি তার সংস্কৃতিকে লালন করে, সে জাতি আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকে; আর যে জাতি নিজের সংস্কৃতিকে বিস্মৃত হয়, তার স্বাধীনতা ও পরিচয়ও একসময় প্রশ্নের মুখে পড়ে। তাই দেশ রক্ষার সংগ্রামে সংস্কৃতি কোনো আনুষঙ্গিক বিষয় নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তারই একটি মৌলিক স্তম্ভ।

বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল কেবল ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নয়; এটি ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় রক্ষার সংগ্রাম। সেই চেতনার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে কবিতা, গণসংগীত, নাটক, আবৃত্তি, শিল্পকলা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি জুগিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে যেমন অস্ত্র ছিল, তেমনি তাঁদের হৃদয়ে ছিল সংস্কৃতির আলো, স্বাধীনতার গান এবং মাতৃভাষার প্রতি অগাধ ভালোবাসা। ইতিহাস আমাদের শেখায়ড়সংস্কৃতির শক্তি কখনো বন্দুকের নলের চেয়েও কম নয়।

আজকের বিশ্ব প্রযুক্তিনির্ভর। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে সৃষ্টি করেছে নতুন সংকট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপসংস্কৃতির বিস্তার, মিথ্যা তথ্যের প্রচার, ঘৃণার রাজনীতি, উগ্রবাদ, সহিংসতা এবং ভোগবাদী মানসিকতা তরুণ প্রজন্মের মনোজগতে গভীর প্রভাব ফেলছে। নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞ একটি প্রজন্ম সহজেই বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে। তাই সাংস্কৃতিক চর্চা এখন শুধু বিনোদনের বিষয় নয়; এটি জাতীয় সচেতনতা ও সামাজিক প্রতিরোধের শক্তিশালী হাতিয়ার।

সংস্কৃতি মানুষকে মানবিক করে, সহনশীল হতে শেখায়, বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে শেখায় এবং ধর্ম, বর্ণ ও মতের ভিন্নতার মধ্যেও সহাবস্থানের শিক্ষা দেয়। যেখানে সাহিত্যচর্চা আছে, সেখানে চিন্তার স্বাধীনতা থাকে; যেখানে সংগীত আছে, সেখানে হৃদয়ের কোমলতা থাকে; যেখানে নাটক ও শিল্পচর্চা আছে, সেখানে প্রতিবাদের ভাষা জন্ম নেয়। একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশ উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মাদকাসক্তি এবং নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সমাজকে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃতিকে অপ্রয়োজনীয় বা বিলাসিতার বিষয় হিসেবে দেখা হয়। অথচ সংস্কৃতিতে বিনিয়োগ মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং দেশপ্রেমে বিনিয়োগ করা। যে সমাজে বই পড়ার অভ্যাস কমে যায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং শিল্পী-সাহিত্যিকরা অবমূল্যায়িত হন, সেই সমাজ ধীরে ধীরে বুদ্ধিবৃত্তিক দারিদ্র্যের দিকে এগিয়ে যায়।

দেশ রক্ষার জন্য তাই সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে জাতীয় কর্মসূচির অংশ করতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত সাহিত্যসভা, নাট্যচর্চা, সংগীত, বিতর্ক, আবৃত্তি এবং লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান আয়োজন করা জরুরি। শিশু-কিশোরদের হাতে শুধু স্মার্টফোন তুলে দিলেই চলবে না; তাদের হাতে বই, বাঁশি, তুলি, একতারা এবং ইতিহাসের আলোও তুলে দিতে হবে। পরিবারকে হতে হবে প্রথম সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়, আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে হতে হবে মূল্যবোধ গঠনের কেন্দ্র।

গণমাধ্যমের দায়িত্বও কম নয়। বাণিজ্যিক সাফল্যের বাইরে এসে দেশীয় সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, লোকজ ঐতিহ্য এবং সৃজনশীল শিল্পচর্চাকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও দেশীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। কারণ সংস্কৃতির কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই; এটি জাতির আত্মার সঙ্গে যুক্ত।

আমাদের মনে রাখতে হবে, একটি দেশের সীমান্ত রক্ষা করেন সৈনিকেরা, কিন্তু একটি জাতির আত্মাকে রক্ষা করেন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সংগীতশিল্পী, নাট্যকর্মী, শিক্ষক এবং সংস্কৃতিসেবীরা। তাঁদের সৃষ্টি মানুষের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি দেয় এবং মানবিক সমাজ নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে।

আজ যখন বিশ্বজুড়ে বিভাজন, অসহিষ্ণুতা এবং চরমপন্থার নানা রূপ দেখা যাচ্ছে, তখন সংস্কৃতিই হতে পারে শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবিকতার সবচেয়ে কার্যকর সেতুবন্ধন। তাই রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবার– সবারই দায়িত্ব সংস্কৃতিচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং নতুন প্রজন্মকে শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখা।

পরিশেষে বলা যায়, দেশকে ভালোবাসা শুধু মুখের স্লোগানে নয়, সংস্কৃতিকে ধারণ করার মধ্যেও প্রকাশ পায়। জাতীয় পতাকার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা, তেমনি ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, শিল্প ও ঐতিহ্যের প্রতিও সমান শ্রদ্ধা থাকতে হবে। কারণ সংস্কৃতিকে রক্ষা করা মানেই দেশের আত্মপরিচয়কে রক্ষা করা। আর যে জাতি নিজের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, সে জাতিই বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে, মর্যাদার সঙ্গে, চিরকাল বেঁচে থাকে।

কল্লোল দাশ, সাধারণ সম্পাদক, উদীচী যুক্তরাষ্ট্র সংসদ।

নিউইয়র্কে কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে 'প্রবাহ'-এর সাহিত্যসভা

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মুসলিম নবজাগরণের চেতনায় কবির অবদান তুলে ধরে আলোচনা

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি ফররুখ আহমদের সাহিত্য, দর্শন ও মুসলিম নবজাগরণের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রত্যয়ে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য সংগঠন 'প্রবাহ'-এর ১৮তম সাহিত্যসভা ও স্মরণানুষ্ঠান। গত ২০ জুন ২০২৬ শনিবার আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আবৃত্তিশিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা অংশ নিয়ে ফররুখ আহমদের সাহিত্যকর্ম ও সাংস্কৃতিক অবদান নিয়ে আলোচনা করেন।

সংগঠনের সভাপতি কে. এম. ফজলুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট রিমন ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সোহেল হামিদ। কবি আবুল বাশার-এর কণ্ঠে অর্থসহ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে আহসানুর রহমান খান ফররুখ আহমদকে নিয়ে রচিত একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধে তিনি কবির রচনায় মুসলিম নবজাগরণ, প্রকৃতিপ্রেম, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান এবং ইসলামী সাহিত্যচর্চার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ-এর সভাপতি মোহাম্মদ ছোলাইমান কবি ফররুখ আহমদের বিখ্যাত কবিতা পাঞ্জেরী আবৃত্তি করেন। সোহেল হামিদ কবিকে উৎসর্গ করে তাঁর স্বরচিত কবিতা ও মাঝি কোথায় তুমি পাঠ করেন। বিশিষ্ট কবি নূরুল মোস্তফা রইসী তাঁর স্বরচিত নগ্নতা, জরা আর মৃত্যুর রাতে কবিতা আবৃত্তি করেন। এছাড়া বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী নাসিরুল আলম পান্থ কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর একটি কবিতা আবৃত্তি করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

প্রধান আলোচক রিমন ইসলাম বলেন, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে প্রথমেই তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়। তিনি বলেন, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিভিন্ন প্রভাব থাকলেও মুসলিম সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে কাজী নজরুল ইসলামের পর কবি ফররুখ আহমদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে কবি জসীম উদ্দিন, শিল্পী আব্বাস উদ্দিন, কবি আল মাহমুদ এবং প্রয়াত কবি আল মুজাহিদী-এর অবদানের কথাও স্মরণ করেন। পাশাপাশি তিনি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা জোরদারের আহ্বান জানান।

আলোচনা পর্বে জাকির হোসেন বাচ্চু, সাইদুর রহমান সাইদ এবং আদর্শ বড়ুয়া জনি কবি ফররুখ আহমদের সাহিত্যকীর্তি ও সমাজচিন্তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

সাহিত্য, আবৃত্তি ও আলোচনায় সমৃদ্ধ এ স্মরণসভা প্রবাসে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও ফররুখ আহমদের সাহিত্যচেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে 'লেখকের অঙ্গন'-এর ২৭তম গ্রন্থালোচনা সভা

প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চার বিকাশে বইপাঠ, আলোচনা ও মুক্ত মতবিনিময়ের প্রাণবন্ত আয়োজন

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রত্যয়ে নিউইয়র্কের কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'লেখকের অঙ্গন'-এর ২৭তম গ্রন্থালোচনা সভা। গত ১১ জুলাই (শনিবার) আয়োজিত এ সাহিত্যসভায় কবি, লেখক, সাহিত্যপ্রেমী ও পাঠকদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ নিয়ে গভীর আলোচনা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শহীদ কাদরীর সাহিত্যভাবনাকে ধারণ করে 'লেখকের অঙ্গন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক নীরা কাদরী দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চার এক অনন্য পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন। তাঁর উদ্যোগে নবীন ও প্রবীণ লেখকদের মধ্যে বইপাঠ, গ্রন্থালোচনা এবং সাহিত্যবিষয়ক মুক্ত মতবিনিময়ের মাধ্যমে সৃজনশীল এক সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে, যা প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কবি ও সাবেক ব্যাংকার মোহাম্মদ মহিবুর রহমান হুমায়ূন আহমেদের গল্পসমগ্র নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, হুমায়ূন আহমেদের গল্পে সাধারণ মানুষের জীবন, সুখ-দুঃখ, প্রেম, সম্পর্ক ও মানবিক অনুভূতি অসাধারণ মমত্ববোধে ফুটে উঠেছে। তাঁর সহজ অথচ শক্তিশালী ভাষাশৈলী এবং জীবন্ত চরিত্র নির্মাণ পাঠককে গল্পের গভীরে নিয়ে যায়। মানবজীবনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ও বাস্তবতাকে শিল্পিতভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে অনন্য স্থান অধিকার করেছেন।

এরপর কবি ও সাহিত্যিক এ. বি. এম. সালেহউদ্দিন সিরাজুল হকের বেদনার তিমিরে গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বইটি গভীর জীবনবোধ, মানবিক অনুভূতি ও আত্মঅনুসন্ধানের এক অনন্য সাহিত্যকর্ম। লেখকের সংবেদনশীল ভাষা ও আবেগঘন উপস্থাপনা পাঠককে দীর্ঘক্ষণ ভাবনার জগতে আবিষ্ট রাখে।

কবি ও লেখক সুরীত বড়ুয়া সাদাত হাসান মান্টোর কালো সীমানা নিয়ে আলোচনা করে বলেন, মান্টোর সাহসী ও আপসহীন লেখনী সমাজবাস্তবতার নির্মম সত্যকে নির্ভীকভাবে তুলে ধরেছে। দেশভাগ, সহিংসতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মানবিক বিপর্যয়ের চিত্রায়ণে তাঁর অসাধারণ সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক হাসান ফেরদৌস আব্দুল্লাহ জাহিদের আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বজনীনতা এবং আমেরিকায় তাঁর সাহিত্য, দর্শন ও চিন্তার প্রভাবকে গবেষণাভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে। তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত এ গ্রন্থ রবীন্দ্রগবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

লেখক ও সাহিত্যিক ওবায়দুল্লাহ মামুন বেবী হালদারের আলো আঁধারি নিয়ে আলোচনা করে বলেন, এটি সংগ্রাম, আত্মমর্যাদা, বঞ্চনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার এক মর্মস্পর্শী জীবনকথা। লেখিকার অকপট লেখনী সমাজের বৈষম্য ও নারীর জীবনসংগ্রামের কঠিন বাস্তবতাকে পাঠকের সামনে উন্মোচন করেছে।

সবশেষে লেখক ও গবেষক আহমাদ মাযহার আব্দুল হক জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ (সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক ও মোবারক হোসেন) নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক আব্দুল হকের জীবন, কর্ম, চিন্তা ও অবদানকে ধারণ করে গ্রন্থটি একটি মূল্যবান প্রামাণ্য সংকলনে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন গবেষক ও লেখকের প্রবন্ধে তাঁর বহুমাত্রিক কর্মজীবন ও সাহিত্যভাবনা গভীরভাবে উঠে এসেছে।

অনুষ্ঠানে লেখিকা রানু ফেরদৌস, শৈবালসহ প্রবাসের বিশিষ্ট সাহিত্যপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে সঞ্চালক নীরা কাদরী কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির ম্যানেজার শান্তে গেন্সসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খবর : প্রেস বিজ্ঞপ্তি

লালন দর্শনের মর্মবাণীতে নিউইয়র্কে মুগ্ধকর 'লালন সন্ধ্যা'

তাহমিনারা রহমান (লাইজু)-এর কণ্ঠে মানবতার গান, আবেগে ভাসলেন প্রবাসীরা

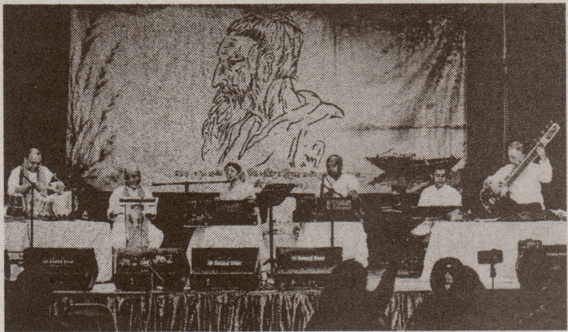

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : মরমি সাধক লালন শাহের মানবতাবাদী দর্শন, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও আত্মসাধনার বাণীকে ধারণ করে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো এক অনন্য 'লালন সন্ধ্যা'। লালনের অমর সৃষ্টি তোমার দয়া ' বিনে চরণ আমি সাধবো কি মতে' সহ বিভিন্ন মরমি গান শিল্পী তাহমিনারা রহমান (লাইজু)-এর দরদি কণ্ঠে প্রাণ পায়। গভীর সাধনা ও আবেগময় পরিবেশনার মাধ্যমে তিনি শ্রোতাদের নিয়ে যান লালনের ভাবজগতের এক অনন্য ভুবনে।

গত ২৮ জুন ২০২৬ রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় নিউইয়র্কের

উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত এ সংগীত সন্ধ্যায় প্রবাসী বাংলা ভাষাভাষী দর্শক-শ্রোতাদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল। উন্মুক্ত এ আয়োজনে লালন সংগীতের মাধ্যমে মানবপ্রেম, আত্মঅনুসন্ধান ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন শিল্পী তাহমিনারা রহমান (লাইজু)। তার কণ্ঠে লালনের গান হয়ে ওঠে মানুষের ভেতরের মানুষকে খোঁজার এক অনবদ্য সাধনা। প্রতিটি পরিবেশনায় ফুটে ওঠে লালনের সেই চিরন্তন দর্শনড়মানুষের মাঝে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার আহ্বান।

সংগীত পরিবেশনায় তবলায় সহযোগিতা করেন তপন মোদাক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করেন মোর্শেদ খান অপু, রিপন মিয়া, গোপন সাহা, মাইক প্যারিস, নাসের খান এবং সাইমা খান (শ্রীমা)।

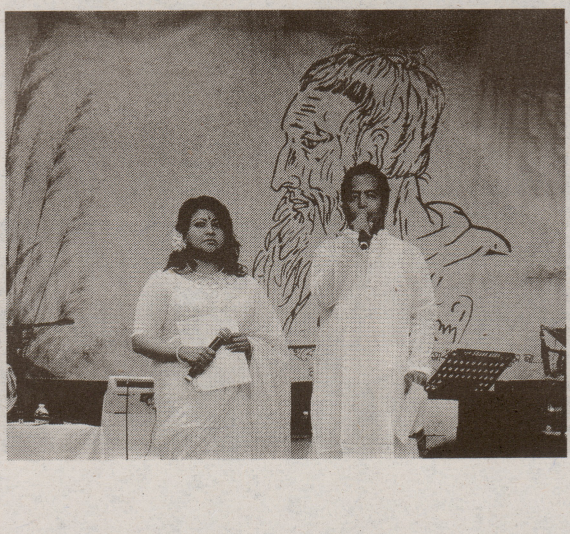

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন স্বপন দত্ত। তার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এ লালন সন্ধ্যা প্রবাসে বাংলা লোকসংগীত ও বাউল দর্শনের এক ব্যতিক্রমী উপস্থাপনায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে আগত দর্শকরা বলেন, প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে লালনের গান শুধু বিনোদন নয়, বরং আত্মিক প্রশান্তি, মানবিক মূল্যবোধ ও শেকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখার এক শক্তিশালী মাধ্যম। এমন সাংস্কৃতিক আয়োজন নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা ঐতিহ্য ও লোকদর্শন ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে স্বাস্থ্যবিধির চরম অবনতি
পচা খাবার, জরিমানা, সাময়িক বন্ধ– প্রবাসীদের আস্থা এখন সংকটে

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিট দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের কাছে শুধু একটি খাবারের ঠিকানা নয়, বরং প্রবাসজীবনের এক টুকরো বাংলাদেশ। সারাদিন থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মুখর থাকে এই সড়ক। বাংলা, ভারতীয় ও দক্ষিণ এশীয় নানা স্বাদের খাবারের টানে শুধু নিউইয়র্ক নয়, নিউ জার্সি, কানেকটিকাট, পেনসিলভানিয়া, ম্যাসাচুসেটসসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকেও ভোজনরসিকরা ছুটে আসেন এখানে। কিন্তু দেশের স্বাদ খুঁজতে এসে অনেকেই এখন নিম্নমানের খাবার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে জ্যাকসন হাইটসের একাধিক বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টকে ঘিরে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন, বাসি ও পচা খাবার পরিবেশন, অপরিচ্ছন্ন রান্নাঘর এবং নিম্নমানের সেবার অভিযোগ উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড মেন্টাল হাইজিন (DOHMH)-এর ধারাবাহিক পরিদর্শনে একাধিক রেস্টুরেন্টে নোটিশ লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানকে সাময়িকভাবে কার্যক্রমও বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়েছে।

সম্প্রতি অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে CHEF'S MAHAL Restaurant & Grill Mannan Restaurant-এর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গত ৭ জুলাই সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় সুপরিচিত নবান্ন রেস্টুরেন্ট। এর মাত্র দুই দিন পরই পাশের প্রিমিয়াম রেস্টুরেন্টকে ঘিরে বাসি ও পচা খাবার পরিবেশনের গুরুতর অভিযোগ সামনে আসে। এতে জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টগুলোর খাদ্যমান, স্বাস্থ্যবিধি এবং তদারকি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও নিয়মিত ক্রেতাদের অভিযোগ, এলাকার অনেক রেস্টুরেন্টের প্রবেশপথে দীর্ঘদিন ধরে "Grade Pending" নোটিশ ঝুলতে দেখা যায়। স্বাস্থ্য বিভাগের পরিদর্শনে সাধারণত যেসব অনিয়ম ধরা পড়ে তার মধ্যে রয়েছে অপরিচ্ছন্ন রান্নাঘর, নির্ধারিত তাপমাত্রায় খাবার সংরক্ষণ না করা, বাসি খাবার পরিবেশন, পুরোনো তেলের সঙ্গে নতুন তেল মিশিয়ে রান্না, নিম্নমানের বা পচা সবজি ব্যবহার, খাবারের শোকেস অপরিষ্কার রাখা,সময় ও তারিখ স্টিকার ব্যবহার না করা, কর্মীদের গ্লাভস ব্যবহার না করা, অপরিচ্ছন্ন বাথরুম এবং ইঁদুর-তেলাপোকার উপদ্রব।

অভিযোগ রয়েছে, স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযানের পর কিছুদিন নিয়ম মেনে চললেও অনেক প্রতিষ্ঠান পরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। ফলে ভোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।

এমনই এক অভিযোগ করেছেন ফারহানা (ছদ্মনাম), যিনি পেশায় একজন হেলথ প্রফেশনাল। তিনি জানান, গত ৯ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে প্রিমিয়াম রেস্টুরেন্ট থেকে এক ট্রে বিফ তেহারি অর্ডার করেন। পরিবারের এক স্বজনের মৃত্যুর কারণে বাসায় শিশু ও বয়স্ক সদস্যরা না খেয়ে ছিলেন বলে তিনি কর্মচারীদের খাবারটি ভালোভাবে প্যাকেট করতে অনুরোধ করেন।

প্রায় ১৫ মিনিট অপেক্ষার পর তাকে জানানো হয় বিফ তেহারি নেই, পরিবর্তে বিফ বিরিয়ানি দেওয়া হবে। সময়ের অভাবে তিনি তাতে সম্মতি দেন। পরে খাবারের সঙ্গে সালাদ বা প্রয়োজনীয় উপকরণ না পেয়ে আবারও বলতে হয়। পুরো মূল্য পরিশোধের পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু সালাদ দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, খাবারের প্যাকেট হাতে নিয়েই বুঝতে পারেন সেটি ঠান্ডা। গরম করে দিতে এবং খাবারটি তাজা কি না নিশ্চিত করতে অনুরোধ করলেও কোনো সদুত্তর না দিয়ে কর্মচারীরা দ্রুত ৭০ ডলার নিয়ে তাকে বিদায় করে দেন।

প্রায় ২০ মিনিট পর গন্তব্যে পৌঁছে খাবারের প্যাকেট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র পচা গন্ধ বের হয়। ফারহানার ভাষ্য, ছয় বছরের একটি শিশু সামান্য খাবার মুখে দেওয়ার পরপরই দুইবার বমি করে। পরে পুরো খাবারই ফেলে দিতে হয় এবং বাধ্য হয়ে অন্য রেস্টুরেন্ট থেকে নতুন করে খাবার অর্ডার করতে হয়।

পরদিন সন্ধ্যায় তিনি বিষয়টি জানাতে একই রেস্টুরেন্টে গেলে উল্টো দুর্ব্যবহারের শিকার হন বলে অভিযোগ করেন। তার ভাষ্য, তিনি কোনো অর্থ ফেরত চাননি; শুধু জানতে চেয়েছিলেন কেন বারবার অনুরোধ করার পরও ঠান্ডা ও পচা খাবার দেওয়া হলো এবং সেই খাবার খেয়ে কোনো শিশুর ক্ষতি হলে তার দায়িত্ব কে নেবে।

তিনি অভিযোগ করেন, তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনজন কর্মচারী একযোগে চিৎকার শুরু করেন, অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং তাকে অপমানজনক মন্তব্য করেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্য কয়েকজন ক্রেতাও রেস্টুরেন্টটির খাবারের মান, সেবা এবং কর্মচারীদের আচরণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

পুরো ঘটনাটি এই প্রতিবেদকের উপস্থিতিতেই ঘটে। পরে এ বিষয়ে রেস্টুরেন্টের শিফট ইনচার্জের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে রেস্টুরেন্টের ভেতরে ও বাইরে উপস্থিত একাধিক ব্যক্তি অভিযোগ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে সেখানে বাসি ও নিম্নমানের খাবার পরিবেশনের ঘটনা বেড়েছে। অনেকেই জানান, কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেও কোনো কার্যকর প্রতিকার পাননি।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্ধারিত তাপমাত্রায় খাবার সংরক্ষণ না করলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যা ফুড পয়জনিং, বমি, ডায়রিয়া, জ্বরসহ গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে। শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী এবং দুর্বল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের জন্য এ ধরনের খাবার আরও বেশি বিপজ্জনক।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতাদের আশঙ্কা, কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বহীনতার কারণে জ্যাকসন হাইটসের পুরো বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট শিল্পের দীর্ঘদিনের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা স্বাস্থ্য বিভাগের আরও কঠোর নজরদারি, নিয়মিত পরিদর্শন, ভোক্তাদের অভিযোগের দ্রুত তদন্ত এবং স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, এখনই কঠোর পদক্ষেপ না নিলে শুধু কয়েকটি রেস্টুরেন্ট নয়, জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশি খাদ্য ব্যবসার উপরই ভোক্তাদের আস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এদিকে, জ্যাকসন হাইটসের একাধিক বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টের নিয়মিত ক্রেতাদের অভিযোগ, শুধু খাবারের মান নয়, দিন দিন সেবার মানও আশঙ্কাজনকভাবে নিম্নমুখী হচ্ছে। তাদের ভাষ্য, খাবার পরিবেশনের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মীদের আর টেবিলে ফিরে এসে খাবারের মান বা অতিরিক্ত কোনো প্রয়োজন আছে কি না তা জানতে দেখা যায় না। অনেক সময় বারবার ডাকাডাকি করেও কর্মীদের সাড়া পাওয়া যায় না। অভিযোগ রয়েছে, অনেক কর্মী ক্রেতাদের সেবার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে গল্প করা বা মোবাইল ফোন ব্যবহারে ব্যস্ত থাকেন।

ক্রেতাদের আরও অভিযোগ, অনেক রেস্টুরেন্টে খাবারের মূল্যের সঙ্গে প্রযোজ্য বিক্রয় কর (Sales Tax) যোগ করার পাশাপাশি ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জও বিলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অথচ সেই অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জের বিপরীতে প্রত্যাশিত মানের সেবা পান না বলে অনেকের অভিযোগ। তাদের মতে, সেবার মান ও গ্রাহকসেবার সংস্কৃতি উন্নত না হলে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আরোপ ভোক্তাদের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়াবে।

এছাড়া কয়েকজন নিয়মিত ক্রেতা অভিযোগ করেন, কিছু রেস্টুরেন্টে শুধু এক কাপ চা, নাশতা বা হালকা খাবার নিয়ে বসার সুযোগও সীমিত করে দেওয়া হয়। অনেক সময় টেবিলে 'Reserved' লেখা সাইন রেখে অথবা 'Take Out Only' নোটিশ টাঙিয়ে ক্রেতাদের বসতে নিরুৎসাহিত করা হয়। ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে খাবার নিয়ে বাইরে চলে যান। তাদের অভিযোগ, রেস্টুরেন্টগুলো ব্যবসায়িক স্বার্থে দ্রুত টেবিল খালি রাখার চেষ্টা করলেও গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নে সমান গুরুত্ব দিচ্ছে না।

স্থানীয় কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের মতে, জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টগুলো শুধু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নয়, এগুলো প্রবাসে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও আতিথেয়তারও প্রতিনিধিত্ব করে। তাই খাবারের মান, স্বাস্থ্যবিধি, গ্রাহকসেবা এবং পেশাদার আচরণ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। অন্যথায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থাপনার কারণে পুরো বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট শিল্পের দীর্ঘদিনের অর্জিত সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

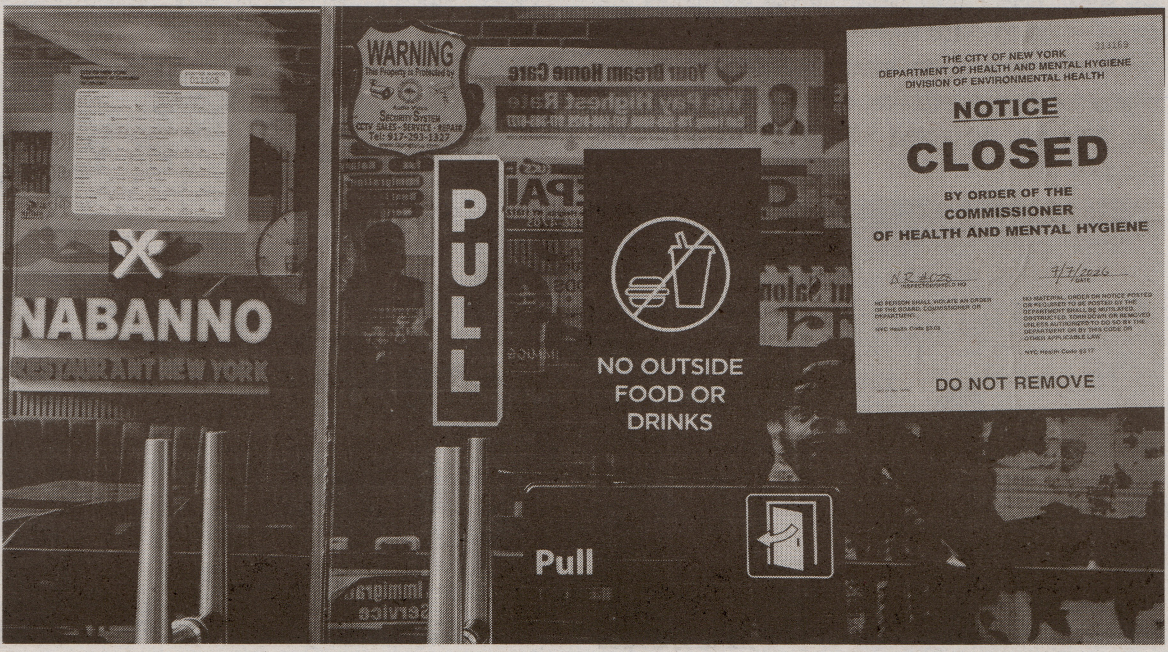

বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা

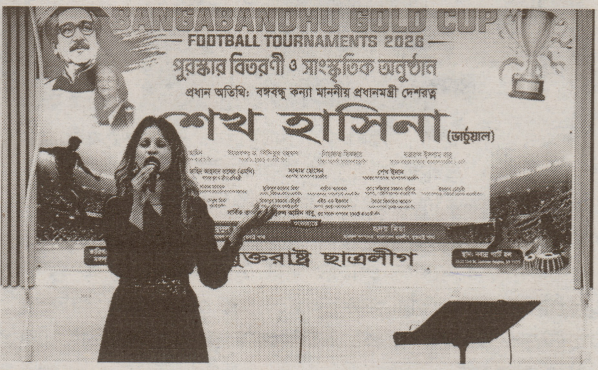

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬-এর পুরস্কার বিতরণী ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ১৬ জুন ২০২৬, মঙ্গলবার রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে একই দিন নিউইয়র্কের Randall's Wards Meadow Loop, Randall's Island Park-এ চারটি দলের অংশগ্রহণে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ আসরে শেখ কামাল দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ধানমন্ডি-৩২ রানার্সআপ, শেখ রাসেল তৃতীয় এবং জয়বাংলা দল চতুর্থ স্থান লাভ করে।

রাত ৯টায় অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুল হাসান সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হৃদয় মিয়া।

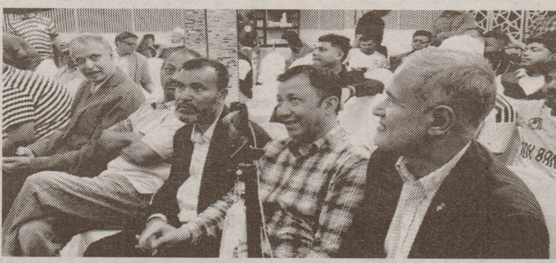

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধুকন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। তিনি খেলাধুলার মাধ্যমে তরুণ সমাজকে দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ, সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক মহাসচিব শাবান মাহমুদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সভাপতি মো. সেবুল মিয়া, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মিয়া, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শাহীন আজমল, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এইচ এম ইকবাল, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. রফিকুর রহমান রফিক, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া জামান, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান।

এছাড়াও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বর্ণাঢ্য এ আয়োজনের শেষে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী দলগুলোর হাতে ট্রফি ও সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬-এর পর্দা নামে।

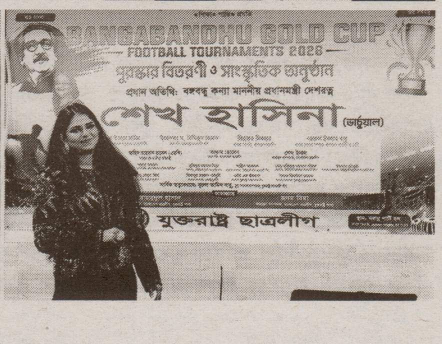

শোকে স্তব্ধ জ্যাকসন হাইটস : প্রবাসী কমিউনিটির পরিচিত মুখ রাহুল রবের অকাল প্রয়াণ
নিউইয়র্কে জানাজা সম্পন্ন, চিরনিদ্রার জন্য মরদেহ পাঠানো হয়েছে সিলেটের বালাগঞ্জে

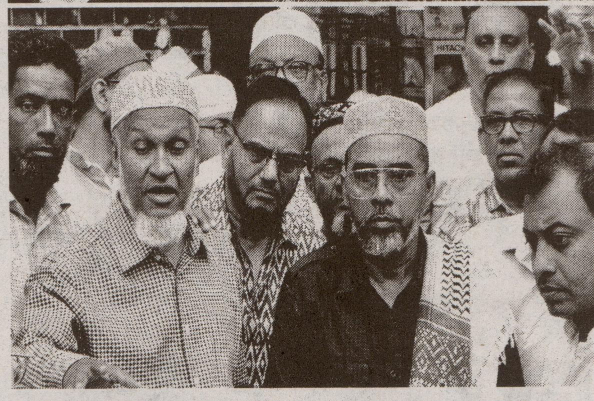

হুমায়ূন কবীর ঢালী, নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের পরিচিত মুখ, প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সদালাপী ব্যক্তিত্ব রাহুল রব আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে প্রাণচঞ্চল এক মানুষের জীবনাবসানের সংবাদে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পুরো প্রবাসী বাঙালি সমাজে। তাঁর অকাল প্রয়াণে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে জ্যাকসন হাইটসের চিরচেনা আড্ডা, নিভে গেছে বহু মানুষের প্রিয় এক হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২১ জুন নিজের গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন রাহুল রব। দ্রুত তাঁকে নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছরও পূর্ণ হয়নি।

রাহুল রব ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে অত্যন্ত পরিচিত ও আপনজনসম একজন মানুষ। বন্ধুবৎসল আচরণ, আন্তরিকতা এবং প্রাণবন্ত উপস্থিতির কারণে তিনি সকলের কাছে ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। জ্যাকসন হাইটসের সামাজিক পরিমণ্ডলে তাঁর উপস্থিতি ছিল এক অনন্য প্রাণচাঞ্চল্যের উৎস।

মরহুমের প্রথম জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় ২২ জুন সোমবার বাদ জোহর জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিট মসজিদে, যা ডাইভারসিটি প্লাজার সংলগ্ন। জানাজায় অংশ নিতে বিপুলসংখ্যক মুসল্লি, শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু-বান্ধব ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত হন। তাঁর বড় ভাই, সহধর্মিণী, দুই শিশু পুত্র এবং স্বজনদের ঘিরে সৃষ্টি হয় এক হৃদয়বিদারক পরিবেশ। উপস্থিত সবাই মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস প্রার্থনা করেন।

সাপ্তাহিক জেনারেশনের সম্পাদক শাহ জে চৌধুরী ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্কে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর মরহুম রাহুল রবের মরদেহ বাংলাদেশে তাঁর নিজ জেলা সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। সেখানেই পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

রাহুল রবের আকস্মিক মৃত্যুতে জ্যাকসন হাইটসসহ বৃহত্তর নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

প্রিয়জনদের কাছে তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত পরিবারপ্রেমী মানুষ, আর বন্ধুদের কাছে ছিলেন আড্ডার মধ্যমণি। তাঁর অকাল প্রয়াণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। রাহুল রবের স্মৃতি তাঁর স্বজন, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের হৃদয়ে দীর্ঘদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

উত্তর আমেরিকায় সেরা ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ড জিতল 'মানুষের বাগান'

প্রজ্ঞা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এনএবিসি উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলনে সেরা ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ড জিতেছে 'মানুষের বাগান'।

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনীর পর প্রবাসী বাঙালি দর্শকদের কাছ থেকেও ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

আজ বুধবার নির্মাতা নূরুল আলম আতিক গণমাধ্যমকে এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবন, স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সম্পর্কের পাঁচটি ভিন্ন গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'মানুষের বাগান'।

তিনি আরও বলেন, উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে হাজারো প্রবাসী বাঙালির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই বঙ্গ সম্মেলনে বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নানা আয়োজনে তুলে ধরা হয়েছে।

সংগীত, নাটক, নৃত্য, চলচ্চিত্র প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

'মানুষের বাগান' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন জ্যোতিকা জ্যোতি, মনোজ প্রামাণিক, অর্চিতা স্পর্শিয়া, প্রসূন আজাদ, মুনিরা মিঠু, দিপান্বিতা মার্টি প্রমুখ।

একটি গান গেয়েছে জনপ্রিয় ব্যান্ড চিরকুট।

এটি অবশ্য 'মানুষের বাগান'-এর প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নয়। এর আগে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৫তম দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতেছিল।

উপসম্পাদকীয়

দ্বিতীয় পাতার পর

অযথা ঝামেলায় জড়ানো থেকে দুরে রাখার মানসিকতা। "আমি কেন ঝামেলায় জড়াব?" বা "অন্য কেউ তো প্রতিবাদ করছে না, আমি কেন করব?" –এই মনস্তত্ত্বই মানুষকে নির্বাক দর্শক বানিয়ে দেয়।। সাম্প্রতিক বহু ঘটনায় আমরা এই মানসিকতার বাস্তব প্রতিফলন দেখেছি।

যাই হোক, শুধু প্রযুক্তি বা পুঁজিবাদকে দায়ী করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ এই একই প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেও পৃথিবীতে বহু সমাজ মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পারিবারিক দায়িত্ববোধকে উন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ মূল সংকট মূল্যবোধের ঘাটতি, জবাবদিহি মনোভাব এবং সামাজিক শিক্ষার। মনে রাখতে হবে প্রযুক্তি একটি মাধ্যম, অর্থনীতি একটি কাঠামো, এগুলো মানুষের মুল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে সরাসরি অবদান রাখতে পারে না। কিন্তু একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে তার পরিবার, সমাজ, শিক্ষা পদ্ধতি, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ। যদি পরিবার থেকে সন্তানরা এসব মূল্যবোধের শিক্ষা না পায়, যদি স্কুলে পরীক্ষার ফলাফলের সন্তান এই বোধের শিক্ষা পাবে কোথা থেকে?

আমাদের প্রয়োজন আত্মসমালোচনার। রাষ্ট্রের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি পরিবারেরও আছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি প্রতিটি নাগরিকেরও। কারণ সভ্যতা তখনই টিকে থাকে, যখন মানুষের ভেতরের মানুষটি বেঁচে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে মানবিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা, পারিবারিক বন্ধনকে পুনরুজ্জীবিত করা, শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন আনা, সচেতন প্রতিবেশী ও সামাজিক নজরদারি বাড়ানো আর আইনের দ্রুত ও কঠোর প্রয়োগ করা জরুরি। আমাদের সবচেয়ে বড় সংকট অর্থনৈতিক নয়, প্রযুক্তিগতও নয়, আমাদের সবচেয়ে বড় সংকট বিবেকের। আর বিবেকের এই অবক্ষয় রোধ করতে না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা একটি নির্মম নিষ্ঠুরতম সমাজই তৈরি করে যাব। যদি আমরা মানুষের মত মানুষ হই তবে একটা উন্নত, মানবিক, সহিষ্ণু ও বাসযোগ্য সমাজ তৈরিতে বদ্ধপরিকর।

কংগ্রেসে ট্রাম্পের ঘোষণা

প্রথম পাতার পর

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকটি ভেস্তে যায়। এই চুক্তি ভঙ্গের জন্য উভয় পক্ষই একে অপরকে দায়ী করছে।

সোমবার ট্রাম্প দাবি করেন, ওয়াশিংটন এখন 'হরমুজ প্রণালি' নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিচ্ছে। জ্বালানি সরবরাহের প্রধান এ গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু করার পর থেকেই দুই পক্ষের বিরোধের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ দেওয়া এক পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এ জলপথ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং 'সব ধরনের পণ্যবাহী জাহাজ থেকে ২০ শতাংশ মাশুল' আদায় করবে।

ট্রাম্প আরও বলেন, ওয়াশিংটন ইরানের বন্দরগুলোতে আবারও নৌ অবরোধ পুনর্বহাল করবে এবং ইরান বা দেশটির গ্রাহকদের কোনো জাহাজকে এ পথ দিয়ে চলাচল করতে দেবে না।

শিক্ষার আলোয় নারী : পরিবর্তনের অগ্রযাত্রায় অপরিহার্য শক্তি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর নেতৃত্ব, মেধা ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে দেয় আগামী প্রজন্ম

কাবেরী দাশ

প্রজ্ঞা ডেস্ক : একটি জাতির উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সভ্যতার মানদণ্ড নির্ধারিত হয় তার শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। আর সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী, মানবিক ও যুগোপযোগী করে তুলতে নারীর ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শুধু একজন শিক্ষক, শিক্ষার্থী বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা নন; তিনি জ্ঞান, মূল্যবোধ, নেতৃত্ব ও পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, নারীর শিক্ষা ও অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সমাজ প্রকৃত অর্থে এগিয়ে যেতে পারেনি। একজন শিক্ষিত নারী শুধু নিজের জীবনকে আলোকিত করেন না, তিনি পরিবার, সমাজ এবং একটি প্রজন্মকে আলোর পথ দেখান। তাই নারী শিক্ষা মানে শুধু একজন ব্যক্তির উন্নয়ন নয়, এটি একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের ভিত্তি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সহমর্মিতা এবং মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। একজন নারী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে শুধু পাঠদানের মানুষ নন, অনেক সময় তিনি একজন পথপ্রদর্শক, পরামর্শদাতা ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন।

বর্তমান সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে নারীর নেতৃত্বের বিকাশ একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রতীক। প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নারীরা আজ দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের যোগ্যতা, সততা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

তবে নারীর এই অগ্রযাত্রার পথ সবসময় সহজ ছিল না। সামাজিক বাধা, বৈষম্য, নিরাপত্তাজনিত সমস্যা এবং প্রচলিত মানসিকতার কারণে অনেক নারীকে এখনও নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। তাই নারীকে এগিয়ে নিতে হলে শুধু সুযোগ সৃষ্টি করলেই হবে না, তাকে নিরাপদ, সম্মানজনক ও সহায়ক পরিবেশও নিশ্চিত করতে হবে।

একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তখনই পূর্ণতা পায়, যখন সেখানে নারী ও পুরুষ সমান মর্যাদা ও সুযোগ নিয়ে কাজ করতে পারে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধ, সৃজনশীলতা ও নৈতিকতা তৈরি করা। আর এই লক্ষ্য অর্জনে নারীর অংশগ্রহণ যত বাড়বে, শিক্ষা ব্যবস্থাও তত বেশি শক্তিশালী হবে।

নারী নেতৃত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে। নারীরা সাধারণত শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ, অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু পরীক্ষার ফলাফল অর্জনের জায়গা না হয়ে মানবিক মানুষ তৈরির ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

আজকের বিশ্বে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে হলে নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। একটি দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। সেই জনগোষ্ঠীকে পিছিয়ে রেখে কোনো জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, একজন নারী শিক্ষিত হলে একটি পরিবার শিক্ষিত হয়, একটি পরিবার শিক্ষিত হলে একটি সমাজ আলোকিত হয়। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি শুধু একটি অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয় নয়, এটি জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম শর্ত।

শিক্ষার অঙ্গনে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া, তাদের নেতৃত্বের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে তাদের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করা সময়ের দাবি।

নারীর হাতে জ্ঞানের আলো, নেতৃত্বের শক্তি এবং মানবিকতার স্পর্শ– এই তিনের সমন্বয়েই গড়ে উঠবে একটি সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল ও বৈষম্যহীন সমাজ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর পথচলা তাই শুধু অংশগ্রহণের গল্প নয়; এটি একটি জাতির এগিয়ে যাওয়ার গল্প।

সুস্থ সমাজ গড়তে নারীর ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ

সুলেখা পাল

সভ্যতার ইতিহাসে প্রতিটি উন্নত সমাজের পেছনে রয়েছে নারীর নীরব অথচ শক্তিশালী অবদান। পৃথিবীর কোনো জাতি, কোনো রাষ্ট্র কিংবা কোনো সভ্যতা শুধু পুরুষের একক প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়নি; বরং নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রজ্ঞা, শ্রম, ত্যাগ এবং সৃজনশীলতাই মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছে। তাই একটি সুস্থ, মানবিক ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে নারীর ভূমিকা কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়, অপরিহার্য।

সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হলো পরিবার। আর পরিবারের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছেন একজন নারী। একজন মায়ের স্নেহ, একজন শিক্ষিকার প্রেরণা, একজন কন্যার স্বপ্ন, একজন সহধর্মিণীর সহযোগিতা এবং একজন কর্মজীবী নারীর আত্মনিবেদন– এসব মিলেই গড়ে ওঠে একটি সুস্থ পরিবার। সেই পরিবার থেকেই জন্ম নেয় আদর্শ নাগরিক, যারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ও সমাজের নেতৃত্ব দেয়। তাই নারীকে অবমূল্যায়ন করা মানে একটি জাতির ভবিষ্যৎকে দুর্বল করে দেওয়া।

আজকের বিশ্বে নারীরা আর শুধু গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, গণমাধ্যম, সংস্কৃতি ও রাজনীতিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অসামান্য দক্ষতা ও নেতৃত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। বাংলাদেশও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। গ্রামীণ জনপদ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক অঙ্গন পর্যন্ত বাংলাদেশের নারীরা তাঁদের মেধা, সততা, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করছেন। তৈরি পোশাক শিল্পে লাখো নারীর শ্রম যেমন দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে, তেমনি উদ্যোক্তা, গবেষক, কূটনীতিক ও প্রশাসক হিসেবে নারীর সাফল্য উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

কিন্তু এই অগ্রগতির পাশাপাশি একটি কঠিন বাস্তবতাও আমাদের সামনে বিদ্যমান। আজও বহু নারী বৈষম্য, সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, সামাজিক কুসংস্কার এবং নিরাপত্তাহীনতার শিকার হন। এসব প্রতিবন্ধকতা শুধু নারীর অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে না; বরং একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নকেও ব্যাহত করে। কারণ নারীর সম্ভাবনাকে অবদমিত করা মানে দেশের অর্ধেক মানবসম্পদকে অকার্যকর করে রাখা।

একটি সুস্থ সমাজ কেবল আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না; এটি গড়ে ওঠে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তির ওপর। আর এই মূল্যবোধের প্রথম পাঠশালা হলো পরিবার। শিশুর চরিত্র, মানবিকতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমের বীজ রোপণ করেন একজন মা। ফলে একজন শিক্ষিত, সচেতন ও মূল্যবোধসম্পন্ন নারী একটি প্রজন্মকে আলোকিত করতে পারেন।

নারীর ক্ষমতায়ন কোনো দান নয়, এটি একটি মৌলিক অধিকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সম্পত্তির অধিকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব। নারীর প্রতি সম্মান দেখানো শুধু সামাজিক সৌজন্য নয়; এটি একটি উন্নত রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি।

বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার, মাদক, সহিংসতা, পারিবারিক ভাঙন এবং নৈতিক অবক্ষয়ের মতো নানা সংকট সমাজকে উদ্বিগ্ন করছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নারীর নেতৃত্ব, সচেতনতা এবং মানবিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন, গণমাধ্যম এবং রাষ্ট্রড়সবাইকে নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। নারীকে প্রতিপক্ষ নয়, উন্নয়নের সমঅংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, যে সমাজে নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং নেতৃত্বের সুযোগ যত বেশি, সেই সমাজ তত বেশি গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। তাই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা সময়ের দাবি।

আজ আমাদের প্রত্যয় হওয়া উচিতড়কন্যাশিশুর জন্মকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা, নারীর শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা, নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর মেধা ও যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন করা। কারণ একজন নারী যখন এগিয়ে যান, তখন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জিত হয় না; এগিয়ে যায় একটি পরিবার, আলোকিত হয় একটি প্রজন্ম এবং সমৃদ্ধ হয় একটি জাতি।

পরিশেষে বলা যায়, একটি সুস্থ সমাজ গড়ার স্বপ্ন কখনোই বাস্তবায়িত হবে না যদি সেখানে নারী অবহেলিত, অনিরাপদ কিংবা বৈষম্যের শিকার হন। নারীকে সম্মান, অধিকার ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেই আমরা একটি মানবিক, অসাম্প্রদায়িক, ন্যায়ভিত্তিক ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ করতে পারি। কারণ নারী কোনো সমাজের প্রান্তিক শক্তি নন; তিনি সেই সমাজের প্রাণশক্তি, বিবেক এবং আগামী দিনের আলোকবর্তিকা।

বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ, শেখ হাসিনা মানেই উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার প্রতিচ্ছবি

প্রাইমা হোসেন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম ও জাতীয় আত্মপরিচয়ের প্রতীক। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি একটি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণের পথ দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়।

শেখ হাসিনা মানেই অনেকের কাছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপান্তরের প্রতীক। ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং অর্থনীতি, অবকাঠামো, প্রযুক্তি, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সময়ে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের দিকগুলো হলো–

অর্থনৈতিক অগ্রগতি, দারিদ্র্য হ্রাস, মানব উন্নয়নে অগ্রগতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশের বিস্তার, গ্রাম পর্যায়ে বিদ্যুৎ সুবিধার সম্প্রসারণ, পদ্মা সেতু নির্মাণ, মেট্রোরেল চালু, কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পরিচিতি বৃদ্ধি।

বাংলাদেশের ইতিহাস কোনোভাবেই মুছে ফেলা যায় না। মুক্তিযুদ্ধ,

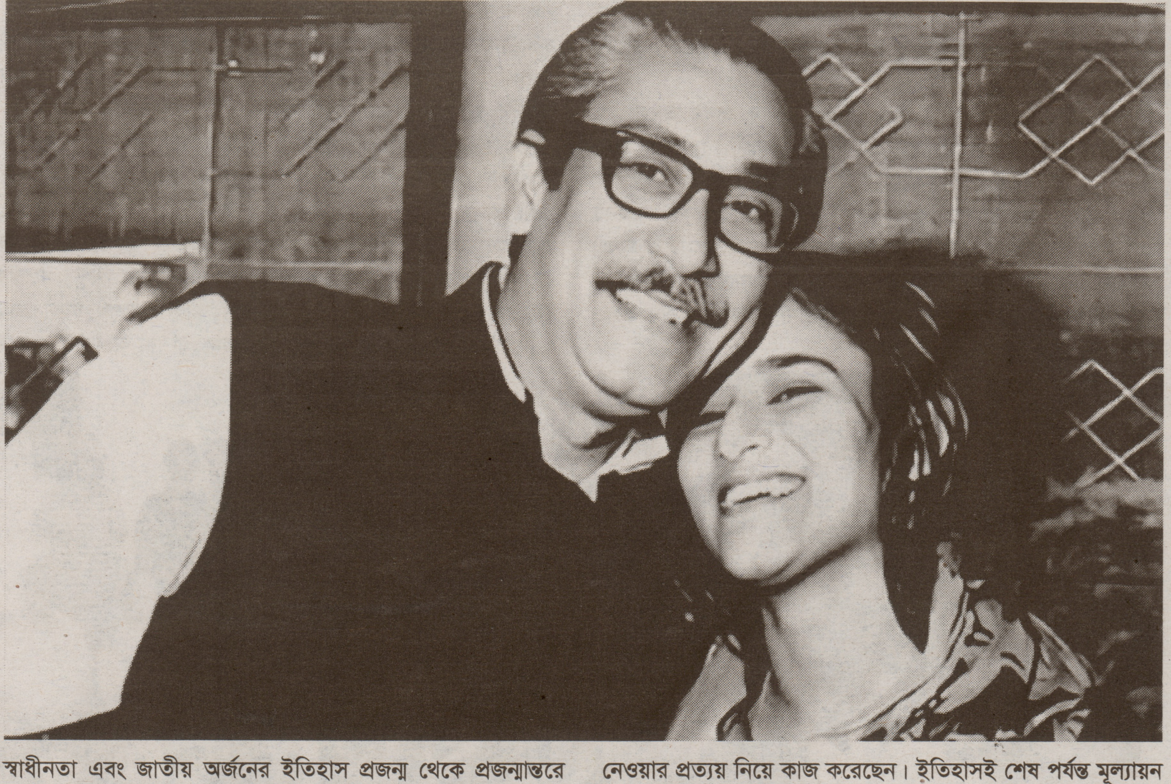

স্বাধীনতা এবং জাতীয় অর্জনের ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহমান থাকবে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও দেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতীয় অর্জনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।

বঙ্গবন্ধু জাতিকে দিয়েছেন স্বাধীনতার স্বপ্ন ও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, আর শেখ হাসিনা উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করেছেন। ইতিহাসই শেষ পর্যন্ত মূল্যায়ন করবে তাঁদের ভূমিকা ও অবদান।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

প্রাইমা হোসেন : বিশিষ্ট সমাজসেবিকা ও সংগঠক, মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের কর্মী।

প্রবাসী গণমাধ্যমের অগ্রযাত্রায় নতুন প্রত্যয়

প্রবাসে বাংলা সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রথম আলো নর্থ আমেরিকা ও সিবিএন টিভি ইউএস

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রবাসী বাংলাদেশি গণমাধ্যমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং সিবিএন টিভি ইউএসএর তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কের ফরেস্ট হিলসের আগ্রা প্যালেস রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হলে গত ১৯ জুন শুক্রবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক, লেখক, কবি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রবাসী বাংলাদেশি গণমাধ্যম পরিবারের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

বিকেল সাড়ে ৫টায় অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে প্রদর্শিত হয় প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার এক দশকের পথচলা এবং সিবিএন টিভির তিন বছরের কার্যক্রম নিয়ে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র। এতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগ্রাম, সাফল্য, সংস্কৃতি, সামাজিক উদ্যোগ এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকতামূলক অগ্রযাত্রার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুরুল হক স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তার বক্তব্যের পর কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা যোগ হয়। দীর্ঘ আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, অংশগ্রহণমূলক পরিবেশনা এবং আন্তরিক আয়োজনে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বক্তারা বলেন, উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীল, নির্ভরযোগ্য ও পেশাদার গণমাধ্যমের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে প্রথম আলো নর্থ আমেরিকা গত এক দশকে সংবাদ, বিশ্লেষণ, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং কমিউনিটির ইতিবাচক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে প্রবাসীদের আস্থার এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। একইভাবে সিবিএন টিভিও সংবাদ, টকশো, সাক্ষাৎকার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কমিউনিটির নানা কার্যক্রম সম্প্রচারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তুলেছে।

অনুষ্ঠানে প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী ও তার সহকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে অতিথিরা বলেন, প্রবাসে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার ধারাবাহিক চর্চায় এই দুটি প্রতিষ্ঠানের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

নিজের বক্তব্যে সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী বলেন, প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি স্বপ্ন, একটি দায়বদ্ধতা এবং একটি কমিউনিটির গল্প নিয়ে। গত দশ বছরে পাঠক, লেখক, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা ও কমিউনিটির সদস্যদের অকুণ্ঠ সমর্থনই এই পথচলার সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের কাজ শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়; ইতিবাচক পরিবর্তনে অনুপ্রেরণা জোগানো, মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং কমিউনিটির আস্থা অর্জন করাও এর অন্যতম দায়িত্ব।

তিনি আরো বলেন, সিবিএন টিভির পথচলাও একই দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবন, সাফল্য, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জকে আরও বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরতে কাজ করছে। ভবিষ্যতে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, প্রযুক্তিনির্ভর সংবাদ পরিবেশন এবং কমিউনিটি সেবায় আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

নিউইয়র্ক কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত নারী সাংবাদিক, লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রবাসে নারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সাহিত্য-সাংবাদিকতার চর্চায় প্রতিষ্ঠানটি অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

সাপ্তাহিক পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক নাজমুল আহসান বলেন, প্রথম আলো নর্থ আমেরিকা এমন অনেক কাজ করেছে যা প্রবাসের বহু গণমাধ্যম করতে পারেনি। তিনি প্রতিষ্ঠানের পেশাদারিত্ব ও সাংগঠনিক সক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের বলেন, উত্তর আমেরিকায় কমিউনিটি সাংবাদিকতার বিকাশে প্রথম আলো নর্থ আমেরিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতেও এই নেতৃত্ব অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রবীণ সংগঠক নাসির খান পল সম্পাদক ও সহকর্মীদের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের আত্মিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করে প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করেন।

শিল্পপতি গোলাম ফারুক ভূঁইয়া বলেন, মাত্র এক দশকে প্রথম আলো নর্থ আমেরিকা যে গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি অর্জন করেছে, তা একদিন উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি কমিউনিটির ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন ড. ফারুক আজম, সুমন শামসুদ্দিন, কুলসুম আখতার সুমাইয়া, শামসুন ফাওজিয়া, ফরিদা ইয়াসমিন, জেবুন্নেছা জ্যোৎস্না, মিয়া আসকির, সীমু আফরোজা, সোহানা নাজনীনসহ আরও অনেকে। তাদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠানে এক সাহিত্যিক আবহ সৃষ্টি হয়।

এ সময় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্কের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, কমিউনিটি নেতা তোফায়েল চৌধুরী, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সাংবাদিক শামীম শাহেদ, রহমান মাহবুব, আদনান সৈয়দ, শেলী জামান খান, রওশন হক, রুদ্র মাসুদ, রোকেয়া দীপা, ভায়োলা সালিনা, শরিফুজ্জামান পল, ড. শোয়াইব আহমেদ, জয়নাল আবেদীন, রাশিদা কামাল, ওয়াহিদা শামসুন বাঁধন, রূপা খানম, সাঈদা ইয়াসমিন, সীমু আফরোজা, রাশিদা আক্তার, ফারমিস আখতার, গীতিকার মাহফুজুর রহমান, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এএসএম মঈনউদ্দিন পিন্টু, সংগঠক মোতাহার হোসেন, অ্যাটর্নি মো. ফারহান, আবুল কাশেম, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, এশিয়া আখতার, সালমা ফেরদৌস, মিরসরাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হাসান, লেখক নুরুল খান, সুখেন গোমেজ, বিপুল গঞ্জালেসসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথম আলো নর্থ আমেরিকা ও সিবিএন টিভিকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। বক্তারা স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও জনমুখী প্রবাসী গণমাধ্যম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে জাকির হোসেন, শান্তনু ও তাদের দলের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরে নৈশভোজ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আড্ডায় অংশ নেন অতিথিরা। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, উদ্যোক্তা ও কমিউনিটি নেতাদের উপস্থিতিতে সন্ধ্যাটি প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজের এক স্মরণীয় মিলনমেলায় পরিণত হয়।

অংশগ্রহণকারীরা বলেন, এটি শুধু দুটি গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন নয়; বরং উত্তর আমেরিকায় বাংলা সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কমিউনিটির এক দশকের সম্মিলিত অগ্রযাত্রার উদযাপন। অনুষ্ঠান থেকে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, প্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের নতুন অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে সানমান গ্লোবালের সৌজন্যে আয়োজিত রাফেল ড্রতে বিজয়ী চিত্রগ্রাহক নুরুল খানের হাতে একটি টেলিভিশন সেট উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়।

লন্ডনের ১৪তম বাংলাদেশ বইমেলায় গুণীজন সম্মাননা

গবেষক ফারুক আহমদ, সাহিত্য পদক পেলেন কবি মাশুক ইবনে আনিস

গবেষণা, ইতিহাসচর্চা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিতে সম্মাননা; চার ক্যাটাগরিতে চারজনকে পদক প্রদান

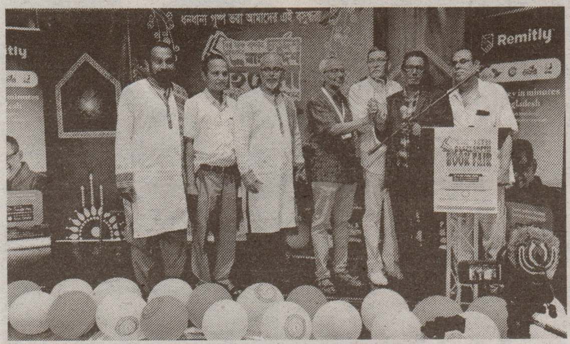

প্রজ্ঞা নিউজ, আনসার আহমেদ উল্লাহ, লন্ডন : যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত ১৪তম বাংলাদেশ বইমেলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসবে গবেষণা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গুণীজন সম্মাননা পদক ২০২৬ লাভ করেছেন ইতিহাসবিষয়ক গবেষক ফারুক আহমদ। একই অনুষ্ঠানে সাহিত্য পদক লাভ করেন কবি মাশুক ইবনে আনিস। গত ২৮ জুন ২০২৬ রবিবার আয়োজিত এই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসবে দেশের ও প্রবাসের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গবেষক ও সংস্কৃতিজনদের উপস্থিতিতে সম্মাননা পদক বিজয়ীদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হয়।

এবারের উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রূপা চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক আনিসুজ্জামান এবং যুক্তরাজ্য থেকে যোগ দেন বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি শামীম আজাদ।

আয়োজক সংগঠন এ বছর চারটি ক্যাটাগরিতে সম্মাননা প্রদান করে। এর মধ্যে গুণীজন সম্মাননা পদক পান গবেষক ফারুক আহমদ, সাহিত্য পদক লাভ করেন কবি মাশুক ইবনে আনিস। সাংগঠনিক অবদানের জন্য বেস্ট পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড পান সংগঠক ও টিভি উপস্থাপক হেনা বেগম এবং নূরজাহান শিল্পী। ডিসটিংগুইশড ফ্রেন্ডস রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় লেখক-সাংবাদিক সেবুল চৌধুরীকে।

গবেষক ফারুক আহমদ বিলেতে বাঙালির ইতিহাস, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, সাহিত্য ও অভিবাসন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে আসছেন। তাঁর গবেষণাধর্মী গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিলাতে বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা, বিলাতে বাংলার রাজনীতি, গোলাপগঞ্জের ইতিহাস, বিলাতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, বিলাতে বাঙালি অভিবাসন এবং সিলেটের ইতিহাসঃ ব্রিটিশ আমল। বাংলা একাডেমি প্রবাসী লেখক পুরস্কারসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত এই গবেষক সম্প্রতি লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডও লাভ করেন। গবেষণা ও ইতিহাসচর্চায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবার তাঁকে গুণীজন সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে কবি মাশুক ইবনে আনিস দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে বসবাস করেও বাংলা কবিতা ও সাহিত্যচর্চায় সক্রিয় রয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে যদি বিদ্রোহ করি, অবশিষ্ট শূন্য এক এবং অলৌকিক মাশুকনামা। পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যপত্র আদি কাকতাড়ুয়া-এর সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর ধারাবাহিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সাহিত্য পদক ২০২৬ প্রদান করা হয়।

উৎসবে বক্তারা বলেন, প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিকাশে যাঁরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় আরও উৎসাহিত করা সম্ভব হবে।

নিউইয়র্কে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নতুন ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব গ্রহণ, চার বছরের নতুন যাত্রা শুরু

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ ও সুপ্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনকের নবগঠিত ১০ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সংগঠনের ধারাবাহিকতা, জবাবদিহিতা এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে গঠিত এই ট্রাস্টি বোর্ড আগামী চার বছর দায়িত্ব পালন করবে।

গত শুক্রবার ২৬ জুন ২০২৬ ব্রুকলিনে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নিজস্ব ভবনে কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। এ সময় উপস্থিত কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা, উপদেষ্টা ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে নবনির্বাচিত ট্রাস্টিদের বরণ করে নেন।

নবগঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা হলেন– এ কে এম শহিদ উল্যাহ, সালামত উল্যাহ, মফিজুর রহমান, মোহাম্মদ রব মিয়া, নাজমুল হাসান মানিক, রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া, রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, গোলাম সারোয়ার, খোকন মোশারফ এবং আবুল কালাম।

সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, নবগঠিত ট্রাস্টি বোর্ড জুলাই ২০২৬ থেকে জুন ২০৩০ পর্যন্ত চার বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবে। ট্রাস্টি বোর্ডের প্রথম সভায় সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এ এস এম মাইনউদ্দিন পিন্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য দেন নবনির্বাচিত ট্রাস্টি সালামত উল্যাহ, নাজমুল হাসান মানিক, গোলাম সারোয়ার ও খোকন মোশারফ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নাজির ভান্ডারি, মমিনুল ইসলাম, শাহ আলম, মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, শাহ নাসের স্বপন ও মালেক খান। কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে বক্তব্য দেন সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, সহ-কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাবু, প্রচার সম্পাদক রুদ্র মাসুদ এবং সদস্য মাহমুদুল হকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবিক উদ্যোগ বাংলাদেশ সেমেট্রি কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, প্রবাসী কমিউনিটির কল্যাণে নতুন উদ্যোগ ও সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। একই সঙ্গে আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনকে ঘিরেও গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় হয়। বক্তারা সংগঠনের ঐক্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সূত্র : পরিচয়।

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে ‘লেখকের অঙ্গন’-এর ২৬তম আসর

গ্রন্থালোচনায় প্রাণবন্ত সাহিত্য আড্ডা, নবীন-প্রবীণ লেখকদের মিলনমেলা

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ‘লেখকের অঙ্গন’-এর ২৬তম গ্রন্থালোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ জুন ২০২৬, শনিবার নিউইয়র্কের কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে সাহিত্যপ্রেমী, কবি, লেখক ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত এই সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি শহীদ কাদরীর অনুপ্রেরণাকে ধারণ করে নবীন ও প্রবীণ লেখকদের মধ্যে বইপাঠ ও সাহিত্যচর্চার সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে ‘লেখকের অঙ্গন’-এর পরিচালক নীরা কাদরী দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর উদ্যোগেই নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে এই গ্রন্থালোচনা সভা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মমতাজ বেগম সুমি আলোচনা করেন মোবারক হোসেন খানের গ্রন্থ ‘ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও তাঁর পত্রাবলি’ নিয়ে। তিনি বলেন, কিংবদন্তি সংগীতগুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জীবন, দর্শন, মানবিকতা ও শিল্পচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ দলিল এই গ্রন্থ। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁর জীবনদর্শনের অনন্য দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে, যা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এরপর কবি ও সাবেক ব্যাংকার মোহাম্মদ মহিবুর রহমান আলোচনা করেন তারাপদ রায়ের ‘কাণ্ডজ্ঞান’ গ্রন্থ নিয়ে। তিনি বলেন, রম্যরচনা, ব্যঙ্গ এবং জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার অসাধারণ সমন্বয়ে রচিত এই বইয়ে হাস্যরসের আড়ালে সমাজ ও মানুষের আচরণের গভীর বিশ্লেষণ উঠে এসেছে।

কবি ও লেখক মনিজা রহমান আলোচনা করেন রাহুল সাংকৃত্যায়নের কালজয়ী গ্রন্থ ‘ভলগা থেকে গঙ্গা’ নিয়ে। তিনি বলেন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও কল্পনার অপূর্ব সংমিশ্রণে মানবসভ্যতার দীর্ঘ বিবর্তনের এক অনন্য সাহিত্যিক উপস্থাপনা এই গ্রন্থ, যা পাঠককে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবজাতির অগ্রযাত্রাকে ভাবতে শেখায়।

গবেষক ও লেখক ধনঞ্জয় সাহা আলোচনা করেন জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিখ নীটশের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Thus Spoke Zarathustra’ নিয়ে। আলোচনায় তিনি গ্রন্থটির ‘অতিমানব’ ধারণা, স্বাধীন চিন্তা, নৈতিকতা ও আত্মোন্নয়নের দর্শনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং দর্শনচর্চায় আগ্রহীদের জন্য বইটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

সবশেষে কবি ও সাহিত্যিক এ বি এম সালেহউদ্দিন আলোচনা করেন আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিনের ‘সূর্যোদয়ের দেশে’ গ্রন্থ নিয়ে। তিনি বলেন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার সমন্বয়ে রচিত এই গ্রন্থ পাঠককে নতুন দেশ, সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে।

অনুষ্ঠানে আহমেদ মাযহার, শৈবালসহ সাহিত্যপ্রেমী ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক নীরা কাদরী কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির ম্যানেজার শান্তে গেন্সসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও বাংলা সাহিত্যচর্চার এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

–প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা
প্রজ্ঞা পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন
লেখা পাঠানোর ঠিকানা
প্রজ্ঞা PROGGA The monthly newspaper
Office : 5101 39th Avenue, New York, USA
Telephone : 1-917-310-3248, 1-917-302-5051
E-mail : progganews.us@gmail.com
Web : www.progganews.us

Seeking Reliable Legal Counsel for Your Real Estate Transactions?

Our experienced team provides expert legal solutions for a seamless and secure experience.

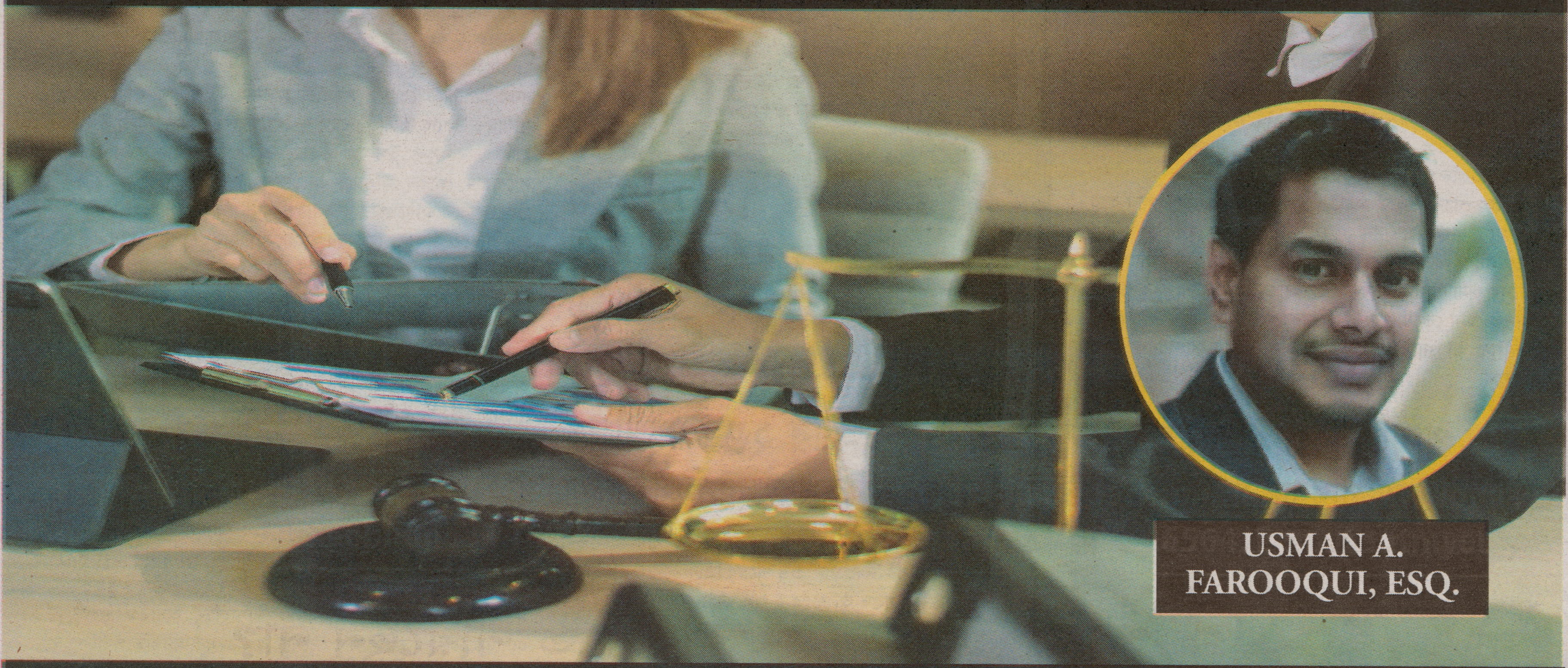

OUR SERVICES

- Residential & Commercial Real Estate Transactions
- Business Formation & Contracts - for client opening LLC's or corporations
- Refinancing & CEMA Transactions
- Estate Planning Services - Wills & Trusts
- Family Law - Divorce & Separation Agreements
- Landlord-Tenant Disputes
- Power of Attorney

FAROOQUI
LAW FIRM, PLLC

87-87 Francis Lewis Blvd, Ste. 1, Queens Village, NY 11427
Phone: 718-569-5407 | Cell: 646-761-2949
Email: farooqui@mylegalcounsel.com
www.mylegalcounsel.com

প্রধানমন্ত্রীর প্রথম কটিয়াদী সফর ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি
নেতা-কর্মীদের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক, শ্যামল কান্তি পোদ্দার , কিশোরগঞ্জ, কটিয়াদি থেকে : আগামী ১৬ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলা সফর করবেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি হবে তাঁর প্রথম কটিয়াদী সফর। এ উপলক্ষে উপজেলা জুড়ে প্রশাসন ও দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি ও কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে জনসভা ও সার্বিক কর্মসূচি সফল করতে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলছে। গত ১১ জুলাই স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জালাল উদ্দিন কটিয়াদীর বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে প্রস্তুতি কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

এদিকে, ১৪ জুলাই এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক সুহানা নাছরিন কটিয়াদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রস্তুতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর সফর নির্বিঘ্ন ও সফল করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয়দের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। দলীয় নেতাকর্মীরাও সফরকে সফল করতে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যস্ত সময় পার করছেন। কটিয়াদীবাসীর প্রত্যাশা, প্রধানমন্ত্রীর এই সফর এলাকার উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় নতুন গতি সঞ্চার করবে।

ছবি ও সংবাদ তথ্য প্রদান : শিল্প মালিক, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক শ্যামল কান্তি পোদ্দার।

NO GAMES OR GIMMICKS • FULL TRANSPARENCY

Top Google Rated Dealer in NYC

Call or Text: (718) 305-1197

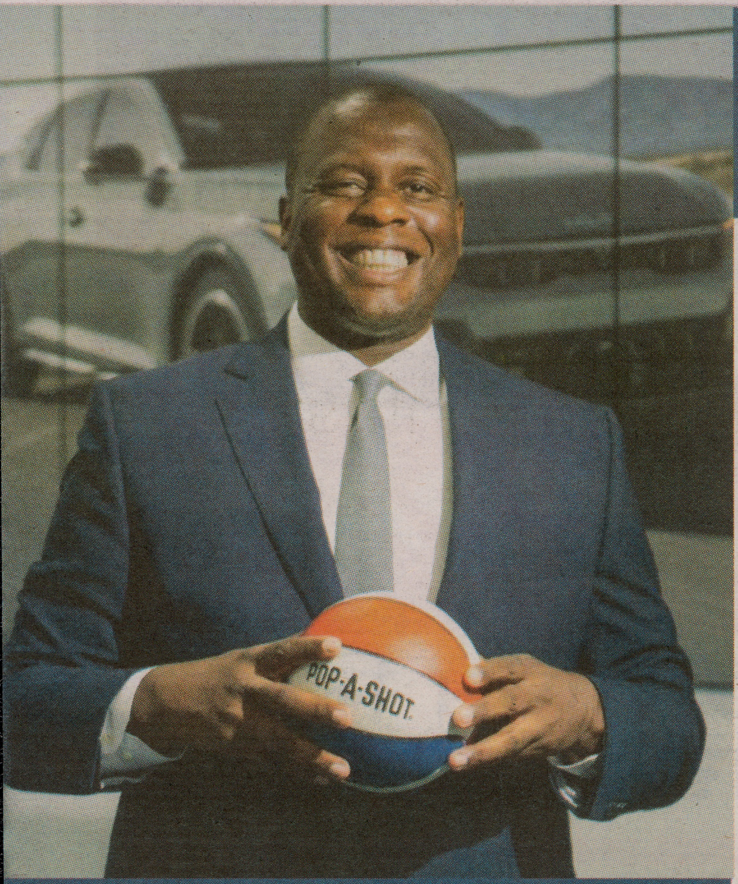

Damian Corbett
General Manager

KIA John Starks Kia

0% APR Available on Select Models

WAC. See dealer for details.

The Easiest Way to Get Into a Kia in Queens.

- ✓ Clear numbers. No surprises.
- ✓ Fast approvals & real options.
- ✓ A team that treats you like family.

SHOWROOM (SALES)

139-03 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Call or Text: (718) 305-1197

Website: www.johnstarkskia.com
Social: @johnstarkskia
DCA# 2102469

Queens Proud. Everyone's Welcome.

0% APR on select models for qualified buyers. Offers subject to change. See dealer for full details.

NO GAMES OR GIMMICKS • FULL TRANSPARENCY

Top Google Rated Dealer in NYC

Call or Text: (718) 305-1197

Kia Service You Can Trust — Right Here in Queens.

Upfront recommendations. No pressure. No confusion.

- ✓ Factory-trained technicians
- ✓ Genuine Kia parts
- ✓ Quick scheduling by text
- ✓ We explain everything clearly.

We speak Bangla. আমরা বাংলায় কথা বলি।

KIA John Starks Kia

PARTS & SERVICE DEPARTMENT

92-12 172nd Street, Jamaica, NY 11433

Call or Text: (718) 305-1197

Service hours and availability may vary. Text us for the quickest response

হালের খবর
ধনঞ্জয় সাহা

গগন ফাটা রোদ উঠেছে ত্বিষায় ফাটে ছাতি
গঙ্গা ফড়িং চাপে মরে পিঠে চরে হাতি
খালে বিলে হাঁটু জলে মাছের অসুবিধা
মাছরাঙা বক বৃথা ঘোরে বাড়ে শুধু ক্ষুধা।

দূর আকাশে চিল-শকুনি ওড়ে সারাদিন
টুপি মাথায় চশমা চোখে জমি মাপে আমিন
মগের মুলুক মবের মুলুক দেশটা কিন্তু একই
পাল্টায়-নি যে কোন কিছু চোখ বুজলেই দেখি।

আগে ছিলো কালো পট্টি করতো গোপন গুম
দেখছি এখন দিনে লালে মানুষ মারার ধুম
আগে হতো চাটুকতা ঘুষে টাকার পাহাড়
জালিয়াতি ঘরে এখন বাড়ছে পাতা বাহার।

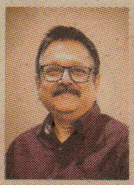

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র
উৎপল দত্ত

সুরায় মজেছে মন, রমণীয় রজনী
মোক্ষদা রাতের বাসনা বাহুতে সজনী।
মোক্ষ পিয়াসী মন, হরি নামে দিন
হস্তিনি নিতম্ব দুলে নেশায় রঙিন।
দিনমান কাঁদে প্রাণ পরকালে রাধিকা
নিশীথে নেশাতুর চোখ ইহকালে গণিকা।
কলির বামুন আমি কৌটিল্যে সন্ধি
ইহকাল পরকাল আমাতেই বন্দী।
সুরায় মজেছে মন
দিবা নিশি সারাক্ষণ।

অনুভবের আকাশ
ড. রফিকুল ইসলাম

অনুভবের আকাশ আর মেঘ যখন মিশে,
একাকার হয়েই যায়;
মন তখনই বেহায়া হয়ে উঠে আকুলতায়,
আকাশ ছোঁয়ার বাহানায়।

তোমার হাত ধরে আমি আকাশ ছুঁতে চাই!
মন মাতানো রঙে;
তুমি কি হবে আমার আকাশ পথের সাথী,
থেকে আমার সঙ্গে।

আকাশ থেকে বৃষ্টি নামলে খানিক পরেই,
হয়তো থেমে যায়;
কিন্তু মানুষের চোখে বৃষ্টি নামলে কি আর,
সহজে থামতে চায়!

তুমি মানে দূরের আকাশ হাজারো মাইল,
মন খারাপের কারণ;
তুমি মানে আজন্ম সুখহীন ভালোবাসার,
তোমাকে বলা বারণ।

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি একাকী,
বিশাল শুন্যতা নিয়ে;
সাদা মেঘেদের ভেলা ছুটে চলছে আমার,
নীল দিগন্ত দিয়ে।

যতবারই দুঃখকে ছেড়ে দিয়েছি মুক্ত করে,
ঐ আকাশের ঠিকানায়;
ততবারই মায়ার টানেই সে ফিরে এসেছে,
আমার ঘরের জানালায়।

আমি যদি কভু চলে যেতে চাই অজানায়,
নীল আকাশের কাছে!
মানুষের ভীড়ে তুমি খুঁজে নিয়ো আমায়,
সন্ধ্যা তারার মাঝে।

ধারাবাহিক চলবে...

গ্রীষ্ম, স্বাধীনতা ও আড়াই শতাব্দীর আলোর উৎসব!
ড. সবিতা দাস, বুলু

গ্রীষ্ম যেন এক উদার ঋতু!
সে তার উজ্জ্বল রোদ, নীল আকাশ আর মুক্ত বাতাসে মানুষকে ঘর থেকে বাইরে ডাকে!
ব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি ভুলিয়ে পরিবারকে কাছে টেনে নেয়, পথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় নতুন গল্পের, নতুন দৃশ্যের, নতুন স্বপ্নের! ভ্রমণের প্রতিটি পদচিহ্ন তখন শুধু পথচলা নয়ড়্জীবনের আনন্দকে নতুন করে আবিষ্কারের এক অনন্ত আহ্বান!
এবারের গ্রীষ্ম যেন ইতিহাসেরও এক অনন্য ঋতু!
কারণ এই সময়েই উদ্‌যাপিত হচ্ছে আমেরিকার স্বাধীনতার ২৫০ বছরের গৌরবময় অভিযাত্রা!
আড়াই শতাব্দী আগে যে স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বলে উঠেছিলো, তার আলো আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে পথ দেখায়!
সেই আলো সাহসের, আত্মমর্যাদার, গণতন্ত্রের, ন্যায়বিচারের এবং মানুষের অদম্য মুক্তচেতনার প্রতীক!
আকাশজুড়ে উড়তে থাকা পতাকা যেন শুধু একটি দেশের পরিচয় বহন করে না, সে মনে করিয়ে দেয়– স্বাধীনতার মূল্য অপরিসীম, আর ঐক্যের শক্তিই একটি জাতিকে মহিমান্বিত করে!
আতশবাজির ঝলকানিতে যখন রাতের আকাশ আলোকিত হয়, তখন মনে হয়, মানুষের আশা কখনো নিভে যায় না, সে আলো বারবার ফিরে আসে নতুন ভোরের প্রতিশ্রুতি নিয়ে!
এই গ্রীষ্ম আমাদের শেখাক ভালোবাসতে, একে অপরকে আপন করে নিতে এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে নিতে! স্বাধীনতার এই ঐতিহাসিক উৎসব আমাদের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলুক কৃতজ্ঞতা, দায়িত্ববোধ এবং মানবতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা!
সময়ের স্রোত বয়ে যাবে, ঋতু বদলাবে, প্রজন্ম পাল্টাবে– তবু স্বাধীনতার আলো, ভালোবাসার বন্ধন আর পরিবারের সঙ্গে কাটানো এই গ্রীষ্মের স্মৃতিগুলো চিরকাল হৃদয়ের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলতে থাকবে!

গোত্রহীন
সসীমকুমার বাড়ৈ

ফসিল হয়ে আছে যে বিশ্বাস লক্ষ কোটি বছরের তরঙ্গ আঁধারে
তুমি তাকে উৎস যাপনের ইতিহাস শিখাতে এসো না
ভূমি ফুঁড়ে গজানো ভাওয়াইয়া গীদালের মন পবনের নাও
উত্তাল গাঙের ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে কোনোদিন কলম্বাস হয়ে যাবে
দেশটা তো ছিলই গোলকে তবু দেশ খুঁজে পাওয়ার আনন্দে
মেছোবালিকার হৃদ যাদুতে থিতু হয় সমুদ্র জ্যোৎস্নাতটে
ভালোবাসা ও বিশ্বাসের ফসিল হতে চুইয়ে পড়া রসায়নিক দ্রবণ লাগে
এমন কাঠামোয় দ্রবিভূত হলে শরীরে কাফকা সিন্ড্রোম বয়ে আনে পোকা
এই ফসিল নিঃশ্বাস, সিন্ড্রোম ভাঙতে চায় ঋত্বিক পাবলো নেরুদা বিনয়
তাদের একক সাধনার জন্য চাই নিভৃত পরিসর
নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে কালচারাল ফ্রন্টে তুমি শুধু একা
কাঠামো মানুষেরা ভাঙার শব্দে খোঁজে সংশোধনবাদী ঝোঁক
সংঘবদ্ধ কোলাহলে আলাপচারীরা খবর রাখে না
প্রত্যেক শব্দের ব্যবহারিক স্ফুলিঙ্গের বিনির্মাণ সরণী
যে গড়ে সে কবির আত্মা নিয়ে ঘোরে দুধধানের গন্ধ বাতাসে
হয়তো খানিক থমকে দাঁড়ায় মাদল মহড়ায়
যে যাবে সে আপন পায়েই যাবে
লক্ষ্য তার পথের শেষে অন্য পথের ইশারা

রঙ
মিনহাজ আহমদ

কিছু পাতা সবুজ আর
কিছু পাতা লালচে
সুখ হয় রঙধনু
দুঃখরা কালচে।

কেউ কেউ খেলা দেখে
কেউ যায় যুদ্ধে
জীবনটা ভাঁজ খায়
ভুল আর শুদ্ধে!

বহুলোক সাদাসিধে
শ্রমে-ঘামে নিঃস্ব
কিছু লোক দুষ্টু যে
খায় গিলে বিশ্ব!

বৈরাগ্য ভাব
বনানী সিনহা

তোমাকে দেখার পর থেকে;
পৃথিবীর বাকী প্রেমিকদের অসুন্দর মনে হয়।
অনুভূত হয় বিধাতা এ জগতের অপার সৃষ্টির সৌন্দর্য,
শুধু তোমার মধ্যেই দিয়েছে যেখানে নেই কোনো কার্পণ্য।

নদীর ঢেউ সমুদ্রের নীল বনানীর সবুজ পাহাড়ের ঝর্ণা
এমনকি আকাশের বিশালতাও আমাকে আর টানে না,
কেবলই আকর্ষিত হই তোমার মায়ায়।

তোমাকে ভালোবাসার পর থেকে প্রেম ও পূজাকে
আর আলাদা করতে পারি না।
তোমাকে পাওয়ার পর থেকে শুধুই এক এ আসক্তি,
বাকি সব এ যেন নিরাসক্ত ভাব।

আত্মার সাথে যখন মিলন হলো...
তারপর থেকেই আরম্ভ অনন্তের যাত্রা,
যেখানে সুখ ও দুঃখ দুটোই পরাজিত।
আর এ অনুভূতি যেন পূর্ণতা ও অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে।

আর তাই; এই এককে আসক্তি আর বাকি সবে
বৈরাগ্য ভাব কেবলই উপলব্ধি করায় পরমানন্দের।

ছোট্ট জীবন
সুরীত বড়ুয়া

সেই আমাদের একটি
একটি মাত্র সুখ,
দুঃখে পোড়া সংসারে
নিত্য থাকে অসুখ।

সুখের চাবি
কখন কবে গেছে হারিয়ে,
পাইনা খুঁজে কোথাও তারে
ঘরে কিংবা বাইরে।

জীবন নদী ভেসে গেছে
অতীত সাগর জলে,
খড়-খুটোতে আটকে আছি
দগ্ধ পলে পলে

নোনা জলে সাঁতার কাটি
কুল কিনারা নাই,
অশ্রু নদী উপচে পড়ে
জীবন তরী বাই।

দিনের শেষে ঘাটে বসে
দেখি, ছোট্ট এ জীবন,
ভাবছি শুধু পারের মাঝি
কখন পাঠায় সমন।

তুমি আসলে না
মহসিন আলম মুহিন

এলোমেলো ঝড়ের সাথে
এলো শীতল বৃষ্টি,
শুধু তুমি এলেনা।।
প্রচন্ড কুয়াশার মধ্যে
উঁকি দিলো সুর্য,
তুমি ফিরেও দেখলেনা।।
মেঘবালিকা মেঘের দেশ
থেকে পড়লো মাটিতে,
তুমি এলেনা ঘাঁটিতে।।
কাঁশবনের কাশ হতে
বেরিয়ে আসে শোভা,
তুমি লুকালে প্রভা।।
রাতের জ্যোৎস্না চুয়ে চুয়ে
নেমে আসে,
বিছানার জানালার কাছে।।
আমার পাগল মন বলে
তুমি আসবে,
কিন্তু তুমি আসলেনা।।

ক্ষণজন্মা রানা
স্বজন বণিক

জন্মিলে মরিতে হবে–
এ সত্য সবারই জানা,
তবু সবার হৃদয় জয় করে অমৃতধামে
পাড়ি দিলে, ক্ষণজন্মা রানা।

হাজার মানুষের অশ্রুতে আজ সিক্ত তোমার নিথর দেহ,
এমন সৌভাগ্য নিয়ে এ ধরায় ক'জনই বা আসে, বলো কেহ?

স্বার্থহীন সেবায় কাটিয়েছ জীবনের প্রতিটি ক্ষণ,
দেহ বিদায় নিলেও মানুষের হৃদয়ে অম্লান তোমার জীবন।

যমদূতও যেন অসময়ে তোমায় নিয়ে ঝরায় অশ্রুজল,
তোমার শূন্যতার আর্তনাদে কাঁদে আকাশ,
বাতাস, পাহাড় ও সমতল।

তুমি শিখিয়ে গেলে– অর্থবিত্ত থাকলেই মানুষ মহৎ হয় না,
কর্ম আর মানবিক গুণেই মানুষ বেঁচে থাকে,
যদি বিবেক জাগ্রত থাকে অন্তরে সদা।

বিদায় বন্ধু, বিদায়।
নিত্যধামের মতোই বৈকুণ্ঠধাম
আলোকিত হোক তোমার প্রয়াণে।
প্রভুর চরণে এ-ই আমাদের সর্বজনীন প্রার্থনা–
চিরশান্তিতে থাকো, প্রিয় রানা।

A.T.M.Yousuf, M.D.

Office hour : Monday to Saturday 10:00 a.m. to 8:00 p.m.

A.T.M.Yousuf, M.D.

Diplomate, American Board of internal medicine

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে
চিকিৎসা করে থাকি।

Address : 37 -29, 72nd Street, 1st floor, Jackson Heights, New York 11372
Telephone : 718-777-1112, 718-205-6633 Fax : 718-205-6564, E-mail : atmyousuf777@gmail.com

Sangeet Parishad

ভর্তি চলছে

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি প্রচার, প্রসার ও চর্চা কেন্দ্র।

আপনার সন্তানকে বাংলা সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত রাখতে
উত্তর আমেরিকার স্বনামধন্য সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
সংগীত পরিষদে ভর্তি করুন।
শিশু কিশোর ও বড়দের জন্য সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ।

Address:- 34-4171 street
Jackson Heights, NY11372

- লোক সংগীত
- শাস্ত্রীয় সংগীত
- রবীন্দ্র সংগীত
- নজরুল সংগীত
- নৃত্য
- ভজন, কীর্তন সহ
- সব ধরনের বাংলা গান
- বাংলা
- হারমোনিয়াম বাজানো শেখানো হয়
- হারমোনিয়াম মেরামত করা হয়

যোগাযোগ
কাবেরী দাশ
প্রেসিডেন্ট
সংগীত পরিষদ নিউইয়র্ক
347- 466 - 2927
Kaberi2day@aol.com

মানুষের ভালোবাসায় অমর শ্রী রানা দাস

নিউইয়র্কে অশ্রুসিক্ত বিদায়, ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে উঠে শেষ শ্রদ্ধায় মানুষের ঢল; সন্তানদের আবেগঘন বক্তব্যে ভারী হয়ে ওঠে স্মরণসভা

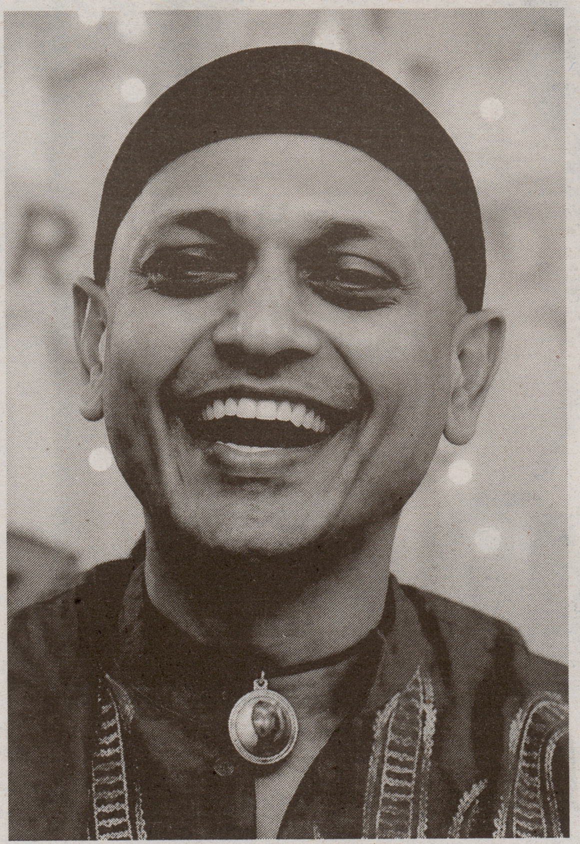

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : কোনো রাজনৈতিক নেতা নন, কোনো খ্যাতিমান তারকাও নন। তবুও তাঁর বিদায়ে যেন স্তব্ধ হয়ে যায় নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি। কারণ, শ্রী রানা দাসের সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিলড়তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ মানবিক মানুষ, যিনি ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও বিনয়ের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিলেন।

ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সংগ্রাম শেষে মাত্র ৫৭ বছর বয়সে গত ২৭ জুন নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শ্রী রানা দাস। তাঁর মৃত্যুতে প্রবাসী সমাজে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

পরিবারের আয়োজনে উডসাইডের গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠিত স্মরণসভা পরিণত হয় এক ব্যতিক্রমী মানবিক মিলনমেলায়। ফুলে ফুলে সজ্জিত কফিনের পাশে রাখা ছিল তাঁর চিরচেনা হাসিমাখা প্রতিকৃতি। সেই হাসিময় মুখের দিকে তাকিয়ে উপস্থিত অনেকেই অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

স্মরণসভার সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত ছিল প্রয়াত রানা দাসের দুই সন্তানের বক্তব্য। বাবার কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলে অঙ্গন দাস বলেন, "বাবার পরিচয়ই আমার একমাত্র পরিচয়। এই পরিচয় নিয়েই আমি বাকি জীবন আপনাদের মাঝে থাকতে চাই।" তাঁর এই কথায় মুহূর্তেই নীরবতায় ঢেকে যায় পুরো হলঘর।

মেয়ে রেহা দাস স্মৃতিচারণ, গান এবং অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, "আপনারা যেমন বাবার পাশে ছিলেন, তেমনি আমাদের পাশেও থাকবেন। বাবা আমাদের শিখিয়ে গেছেন মানুষের প্রতি ভালোবাসা। সেই শিক্ষা যেন আমরা ধরে রাখতে পারি।"

গভীর শোকে বাকরুদ্ধ স্ত্রী কল্পনা দাস পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্মরণসভায় শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যরাই নন, উপস্থিত ছিলেন রানা দাসের প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মানুষ। তাঁর শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশী জেসি আবেগঘন স্মৃতিচারণ করে বলেন, "রানা আমাকে বাংলা শেখাতে গিয়ে বলতেনড়'আমরা পরিবার।' আজ বুঝতে পারছি, তাঁর পরিবার শুধু আত্মীয়স্বজন নয়, ভালোবাসায় গড়ে ওঠা অসংখ্য মানুষ।"

ধর্ম, বর্ণ কিংবা জাতিগত বিভেদ ভুলে শত শত মানুষ ফুল হাতে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। কেউ নীরবে প্রার্থনা করেছেন, কেউ কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন। উপস্থিত অনেকেই মন্তব্য করেন, নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এমন হৃদয়স্পর্শী ও সর্বজনীন স্মরণসভা বিরল।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কানাডা থেকে আগত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শক্তিব্রত হালদার মানু। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জুয়েল চৌধুরী, জয় দে, কান্তি দাস, ঝিলম চৌধুরীসহ পরিবারের সদস্য ও স্বজনরা।

স্মৃতিচারণে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, সিলেটের বনেদি পরিবারের সন্তান হয়েও রানা দাস ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও নিরহংকারী। মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সম্পর্ককে আপন করে নেওয়া এবং নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা বিলিয়েই তিনি নিজেকে সবার কাছে প্রিয় করে তুলেছিলেন।

পরিবারের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, কোরোনার কপোলা মিগলিওরে ফিউনারেল চ্যাপেলে ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানের পর ইস্ট এলমহার্স্টের অল সোলস চ্যাপেল অ্যান্ড ক্রিমেটরিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শ্রী রানা দাসের মৃত্যুতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও শোকের ছায়া নেমে আসে। অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী তাঁর মানবিকতা, উদারতা ও সহৃদয়তার স্মৃতি তুলে ধরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে শোকবার্তা, ফুল এবং উপস্থিতির মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশকারী সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে।

এদিকে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাঙালী পত্রিকার সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক জন্মভূমি-র সম্পাদক রতন তালুকদার এবং সাপ্তাহিক প্রথম আলো-র সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, এটিএন বাংলা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি কানু দত্ত, প্রজ্ঞা নিউজের সম্পাদক ও প্রকাশক উত্তম কুমার সাহা পৃথক শোকবার্তায় শ্রী রানা দাসের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তাঁরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

শ্রী রানা দাসের জীবন হয়তো দীর্ঘ ছিল না, কিন্তু তাঁর মানবিকতা, বিনয় এবং মানুষকে ভালোবাসার যে অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন, তা প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মানুষের হৃদয়ে যে ভালোবাসার আলো তিনি জ্বালিয়ে গেছেন, সেটিই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন।

সূত্র : সাপ্তাহিক বাঙালী, ছবি : বিধান পাল।

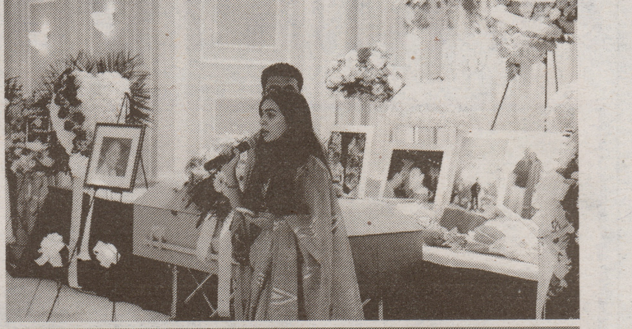

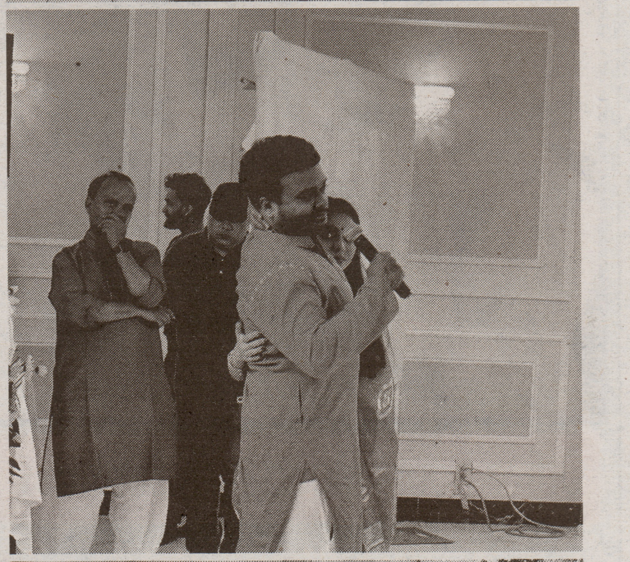

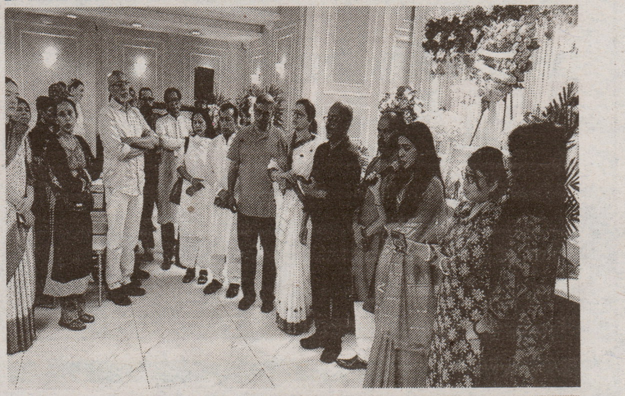

আলটিমেটাম অগ্রাহ্য করলো ইরান পাল্টাপাল্টি হামলায় বন্ধ হরমুজ প্রণালি

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া আলটিমেটাম উপেক্ষা করে হরমুজ প্রণালির কাছে একটি বাণিজ্যিক কার্গো জাহাজে হামলা চালিয়েছে ইরান। এর জবাবে ইরানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় নতুন করে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস (Axios)-এর সাংবাদিক বারাক রাভিদ (Barak Ravid)-এর প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (CENTCOM) জানিয়েছে, শনিবার (১১ জুলাই) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে অভিযান শুরু হয়। সাইপ্রাসের পতাকাবাহী কনটেইনার জাহাজটিতে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানলে আগুন ধরে যায় এবং ইঞ্জিন কক্ষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ঘটনায় একজন বেসামরিক নাবিক নিখোঁজ রয়েছেন। চলতি সপ্তাহে এটি ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় দফার সামরিক অভিযান।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলছেন, সাম্প্রতিক এই পাল্টাপাল্টি হামলার ফলে দুই দেশের মধ্যে সদ্য হওয়া সমঝোতা স্মারক (MoU) নতুন করে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। হরমুজ প্রণালির অচলাবস্থা নিরসনে আঞ্চলিক কূটনৈতিক আলোচনা শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নতুন এই সংঘর্ষ শুরু হয়।

এর আগে শুক্রবার (১০ জুলাই) ইরানকে শনিবার (১১ জুলাই) পর্যন্ত সময় দিয়ে হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত রাখা এবং বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিতে আলটিমেটাম দেয় যুক্তরাষ্ট্র। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সে ঘোষণা না দিয়ে একটি বাণিজ্যিক কার্গো জাহাজে হামলা চালায় ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (IRGC)। একই সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকবে বলেও ঘোষণা দেয় তারা। এর জবাবে ইরানের আকাশ ও সমুদ্র

নজরদারি রাডার, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের গুদাম, উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র (SAM) ব্যবস্থা লক্ষ্য করে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ (Pete Hegseth) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, "ইরান ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন তাদের এর মূল্য দিতে হবে।"

অন্যদিকে আইআরজিসি দাবি করেছে, কয়েকটি জাহাজকে অনুমোদনহীন নৌপথ ব্যবহার না করার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। কার্গো জাহাজটি গতিপথ পরিবর্তন না করায় তারা সতর্কতামূলক গুলি ছোড়ে। আইআরজিসি আরও ঘোষণা দেয়, যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি দিয়ে কোনো জাহাজ চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

এদিকে কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, শনিবার (১১ জুলাই) ওমানের রাজধানী মাস্কাটে অনুষ্ঠিত বৈঠকে হরমুজ প্রণালির উভয় নৌপথ পুনরায় চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবে ওমানের জলসীমা হয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় নৌপথে পূর্বানুমতি ছাড়াই বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের সুযোগ ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছিল।

তবে সূত্রের দাবি, ইরানের প্রতিনিধিদল ওই প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি। বিষয়টি আরও অভ্যন্তরীণ আলোচনার জন্য তেহরানে নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মতে, যে কার্গো জাহাজে হামলা হয়েছে সেটি ওই দক্ষিণাঞ্চলীয় নৌপথ দিয়েই চলাচল করছিল। এর আগে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি জেনেভায় আলোচনা চলাকালে ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথবাহিনী। এতে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত হন। এর জবাবে পরবর্তী ৩৯ দিনে ইসরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে শতাধিক হামলা চালায় ইরান।

পরবর্তীতে ইরানের ১০ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে ৭ এপ্রিল যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ নেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় এবং ১১ এপ্রিল ইসলামাবাদে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে সরাসরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে আলোচনা অগ্রগতি না হওয়ায় ১৩ এপ্রিল হরমুজ প্রণালিতে নৌ-অবরোধ আরোপ করে ইরান। পরে কয়েক দফায় যুদ্ধবিরতির সময়সীমা বাড়ানো হয়।

সর্বশেষ, ইরানের ১৪ দফা শর্তের ভিত্তিতে চলতি সপ্তাহে একটি সমঝোতা স্মারকে সম্মত হয় দুই পক্ষ। অ্যাক্সিওসের তথ্য অনুযায়ী, ৬০ দিনের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ইরানের ওপর হামলা বন্ধের বিনিময়ে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়ে সমঝোতা হয়েছিল। তবে সর্বশেষ সংঘর্ষের ঘটনায় সেই সমঝোতার ভবিষ্যৎ আবারও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ইরানের লিগ্যাল মেডিসিন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত সংঘাতে মোট ৩ হাজার ৩৭৫ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২ হাজার ৮৭৫ জন পুরুষ এবং ৪৯৬ জন নারী। এছাড়া জরুরি চিকিৎসা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এ সময় ১১৮ জন চিকিৎসাকর্মী আহত এবং ২৬ জন নিহত হয়েছেন।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রবাসে চাঁদপুরবাসীর মহামিলন

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের বনভোজন ২০২৬ উৎসবমুখর আয়োজনে সম্পন্ন

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়াও থামাতে পারেনি প্রবাসী চাঁদপুরবাসীর প্রাণের মিলনমেলাকে। আনন্দ-উচ্ছ্বাস, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মার্সার কাউন্টি পার্কে অনুষ্ঠিত হলো রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইনকের বার্ষিক বনভোজন ২০২৬। দিনব্যাপী এ আয়োজনে শতাধিক সদস্য, তাঁদের পরিবার-পরিজন, শুভানুধ্যায়ী ও অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পার্কটি পরিণত হয় এক টুকরো চাঁদপুরে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মুখর ছিল পুরো অনুষ্ঠান। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, শিশু ও বড়দের খেলাধুলা, রাফেল ড্র, পুরস্কার বিতরণ এবং বাহারি খাবারের আয়োজন বনভোজনকে দেয় উৎসবের পূর্ণতা। জনপ্রিয় শিল্পী রোকসানা মির্জার সঙ্গীত পরিবেশন উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের সাবেক সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এম আজিজ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও চাঁদপুরের কৃতী সন্তান কবির পাটোয়ারী এবং পারভীন পাটোয়ারী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের সাবেক একমাত্র নারী সভাপতি নার্গিস আহমেদ, ডা. গোলাম মোস্তফা (কাঞ্চন), ফার্মাসিস্ট রফিকুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমান মিয়া, সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বনভোজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হারুন ভুঁইয়া, মোস্তফা হোসেন মুকুল, বাবুল চৌধুরী, ফারুক হোসেন মজুমদার, মামুন মিয়াজীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মনিরুজ্জামান মজুমদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহদু, কবির রতন, তপন জামান, শীতাংশু গুহ, বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, নির্বাচন কমিশনার মিয়া মো. দুলাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নূর আলী স্বপনসহ কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক নেতৃবৃন্দ ও অতিথি।

সংগঠনের সভাপতি বিপ্লব সাহা রাজুর সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি কবির পাটোয়ারী ও পারভীন পাটোয়ারী বলেন, চাঁদপুর তাঁদের হৃদয়ের ঠিকানা। প্রবাসে চাঁদপুরবাসীর ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষায় রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং ভবিষ্যতেও তাঁরা এ সংগঠনের পাশে থাকবেন।

নার্গিস আহমেদ বলেন, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি প্রবাসে চাঁদপুরবাসীর আবেগ, ঐতিহ্য ও ভালোবাসার প্রতীক। নতুন প্রজন্মের কাছে শিকড় ও সংস্কৃতি পৌঁছে দিতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কবির পাটোয়ারী, পারভীন পাটোয়ারী, হারুন ভুঁইয়া, মোস্তফা হোসেন মুকুল, বাবুল চৌধুরী, ফারুক হোসেন মজুমদার, মামুন মিয়াজী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন এবং তপন জামানকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

রাফেল ড্র পরিচালনা করেন আব্দুর রহিম ভুঁইয়া। খেলাধুলা পরিচালনা করেন নিয়াজ মোর্শেদ, নুরুল আমিন, মো. ইকবাল হোসেন মানিক, শাহাদাত হোসেন ও মামুন মজুমদার।

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি বিপ্লব সাহা রাজু বলেন, প্রবাসে বসবাসরত চাঁদপুরবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন আরও সুদৃঢ় করাই রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য। তিনি বনভোজন সফল করতে কার্যকরী কমিটি, আয়োজক কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, স্পন্সর, সদস্য এবং উপস্থিত সকল অতিথির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভবিষ্যতেও আরও বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

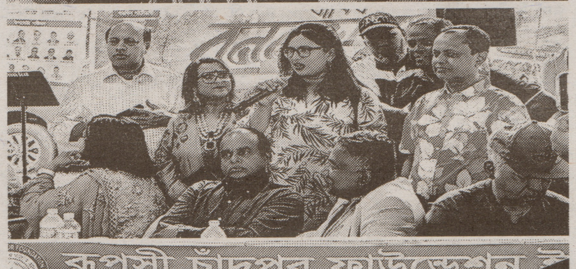

প্রবাসে সম্প্রীতি ও আনন্দের মিলনমেলা

বাংলাদেশী বুড্ডিস্ট কমিউনিটি অব ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন- ২০২৬ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রবাসজীবনের ব্যস্ততার মাঝেও ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারিবারিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশী বুড্ডিস্ট কমিউনিটি অব ইউএসএ, ইনক.-এর বার্ষিক বনভোজন-২০২৬। গত ৪ জুলাই নিউইয়র্কের মনোরম রেন্ডালস আইল্যান্ডের সবুজ-শ্যামল পরিবেশে আয়োজিত এ বনভোজন প্রবাসী বাংলাদেশি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

নিউইয়র্কজুড়ে চলমান বনভোজন মৌসুমের আবহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো আয়োজন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পরিবার-পরিজন, শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী ও প্রবীণদের সরব উপস্থিতিতে রেন্ডালস আইল্যান্ড যেন এক টুকরো বাংলাদেশে রূপ নেয়।

দিনব্যাপী সুস্বাদু খাবার পরিবেশনের পাশাপাশি নানা ধরনের ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক আয়োজন অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা যোগ করে। নারী-পুরুষ এবং শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ক্যারাম, লুডু, বালিশ খেলা, মার্বেল দৌড়, ফুটবলসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের হাতে আকর্ষণীয় পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সাংস্কৃতিক পর্বে শিল্পী যুগল মেহজাবিন ও মার্শালের পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক ও জনপ্রিয় গানের আসর দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রাণবন্ত সংগীত পরিবেশনা পুরো বনভোজনকে আরও উৎসবমুখর করে তোলে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রাফেল ড্র। বিজয়ীদের নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো বনভোজন প্রাঙ্গণ। আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে বিজয়ীরা মূল্যবান পুরস্কার গ্রহণ করেন।

এদিন সন্ধ্যায় ম্যানহাটনের ইস্ট রিভারের আকাশজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণিল আতশবাজির মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনী বনভোজনে অংশগ্রহণকারীদের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দেয়। রঙিন আলোর ঝলকানিতে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ, যা উপস্থিত সবার জন্য স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে।

সফল এই বনভোজন আয়োজনে নিরলস পরিশ্রম, সময় ও সহযোগিতা প্রদান করেন অমল বিকাশ বড়ুয়া, বাবু মং, সুমিত বড়ুয়া, সংগীন বড়ুয়া, সুমন বড়ুয়া, উজ্জ্বল বড়ুয়া, সৌরভ বড়ুয়া, সিদ্ধার্থ বড়ুয়া, প্রসেনজিৎ বড়ুয়া, বিপুল বড়ুয়া, দুলাল সিংহ, খোকন বড়ুয়া, সবুজ বড়ুয়া, এস. কে. বড়ুয়া, প্রণমেশ বড়ুয়া, সুজয় বড়ুয়া এবং শিমুল বড়ড়ু।

আয়োজকদের মতে, এ ধরনের বনভোজন শুধু বিনোদনের উপলক্ষ নয়; বরং প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদ্যোগ। অংশগ্রহণকারীরাও ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিসরে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

ডিসেম্বরেই বিজয়ের বার্তা নিয়ে ফিরবে আওয়ামী লীগ : বাহাউদ্দিন নাছিম

জনগণের শক্তিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রত্যয়, ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আফম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেছেন, হতাশার কোনো কারণ নেই, সময় এসেছে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর। আগামী ডিসেম্বরেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে মহাবিজয় অর্জনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন, জনগণের শক্তিকে সঙ্গে নিয়েই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

গত ১০ জুলাই ২০২৬ শুক্রবার বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, কলামিস্ট ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের সংগঠন "স্মরণে ৭১, হৃদয়ে বাংলাদেশ" আয়োজিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, গণমাধ্যম জেগে উঠেছে। সাংবাদিকদের ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে কিংবা চাপ সৃষ্টি করে সত্যের কণ্ঠ রোধ করা সম্ভব নয়। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাংবাদিকদের সাহসী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা যা বলেন, তা বাস্তবায়ন করেন। জনগণের শক্তির ওপর আস্থা রেখেই তিনি দেশে ফিরবেন। কোনো ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ নয়, দেশের মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থনই হবে সেই প্রত্যাবর্তনের মূল ভিত্তি।

আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ সাংগঠনিক পরিকল্পনা তুলে ধরে নাছিম বলেন, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দলকে আরও সুসংগঠিত করা হচ্ছে। পরীক্ষিত, ত্যাগী ও নিবেদিত নেতাকর্মীরাই আগামী দিনের নেতৃত্বে আসবেন। দলে সুযোগসন্ধানী ও হাইব্রিডদের স্থান হবে না।

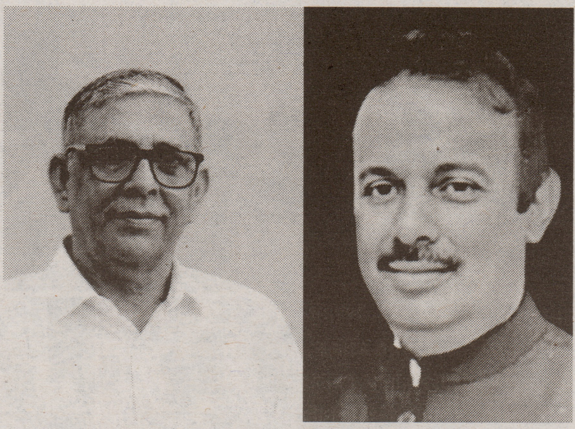

তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আইনের শাসন প্রশ্নবিদ্ধ হলেও আওয়ামী লীগ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। জনগণকে সঙ্গে নিয়েই সব ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করা হবে।

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে নাছিম বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলাদেশ। সেই আদর্শে বিশ্বাসী সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ অহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। ভয়, ষড়যন্ত্র বা আঘাত দিয়ে আদর্শের রাজনীতি দমিয়ে রাখা যাবে না। জনগণের ঐক্যই হবে সবচেয়ে বড় শক্তি।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সবুর বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও গণতন্ত্র রক্ষায় আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতেও মানুষের পাশে থাকবে।

সিনিয়র সাংবাদিক সাজেদা পারভীন সাজুর সভাপতিত্বে এবং কবি, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শফিক বাবুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় দেশ-বিদেশের সাংবাদিক, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্য, জাতীয় চার নেতা, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সূত্রঃ হাকিকুল ইসলাম খোকন ।

শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরা নিয়ে কি বললেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী দীলিপ ঘোষ?

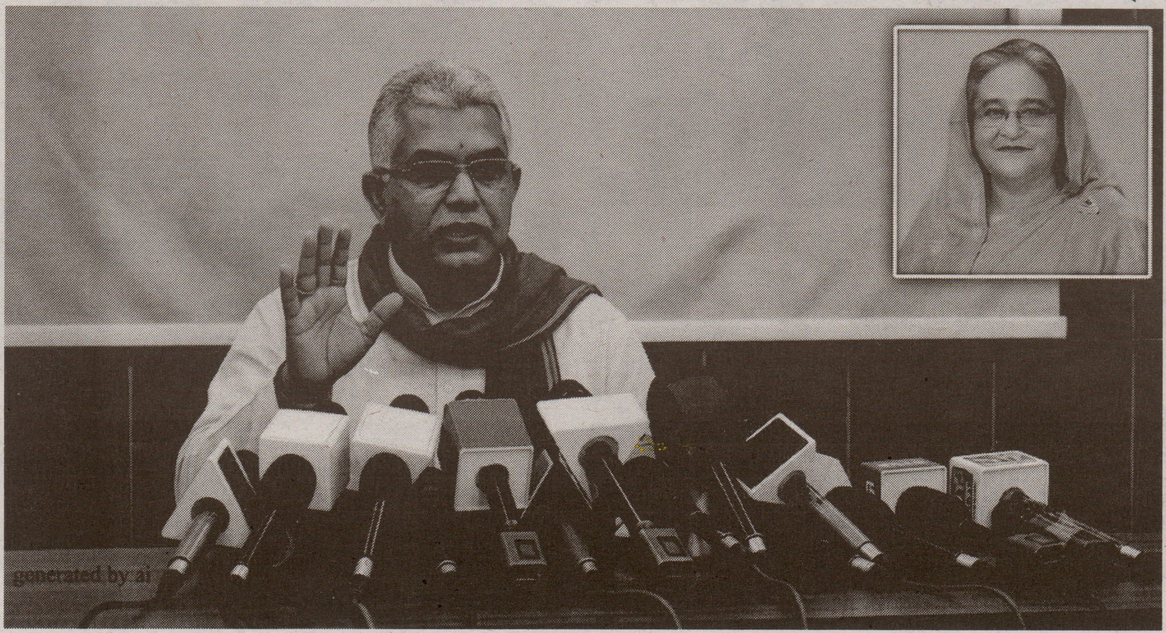

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণআন্দোলনের মুখে বাংলাদেশ ছাড়ার পর থেকে ভারতে অবস্থান করছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমানে তিনি দেশটির রাজধানী দিল্লির একটি গোপন স্থানে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে ভারতে তার অবস্থানের প্রায় দুই বছর পার হয়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের আদালতে জুলাই আন্দোলন-সংক্রান্ত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে দাবি করা হয়েছে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে আওয়ামী লীগ নেত্রীর। শেখ হাসিনার এই সম্ভাব্য দেশে ফেরা প্রসঙ্গে এবার মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত, প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও কৃষি বিপণন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "বাংলাদেশে যা হচ্ছে, তার কোনোটাই ঠিক নয়। শেখ হাসিনা একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাই তার নিজের দেশে ফেরার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।" তিনি আরও বলেন, গত দুই-তিন বছরে বাংলাদেশে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা দেশটির জনগণ ও সংবিধানের পক্ষে মোটেও ভালো নয়।

জালালাবাদ ভবনের অকৃত্রিম বন্ধু শাহ রকিব আলীর মৃত্যুতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের গভীর শোক

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার কৃতী সন্তান ও প্রবাসী কমিউনিটির সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব শাহ রকিব আলী নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তার মৃত্যুতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে। সংগঠনের এক শোকবার্তায় বলা হয়, শাহ রকিব আলী ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও সদালাপী একজন মানুষ ছিলেন। তিনি জালালাবাদ ভবনের একজন অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে দীর্ঘদিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আন্তরিক সহযোগিতা ও অবদান রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে জালালাবাদ পরিবার একজন শুভানুধ্যায়ী ও নিবেদিতপ্রাণ মানুষকে হারালো।

সংগঠনের সভাপতি মইনুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আতাউল গণি আসাদ এক যৌথ শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং মহান আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা জানান যেন তিনি তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। পাশাপাশি তারা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

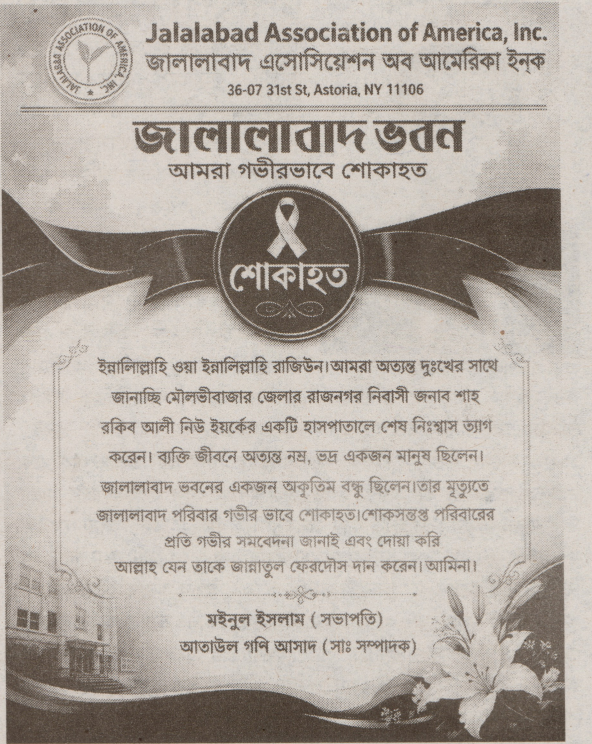
Jalalabad Association of America, Inc.
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক
36-07 31st St, Astoria, NY 11106

জালালাবাদ ভবন
আমরা গভীরভাবে শোকাহত

শোকাহত

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন।আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর নিবাসী জনাব শাহ রকিব আলী নিউ ইয়র্কের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র একজন মানুষ ছিলেন। জালালাবাদ ভবনের একজন অকৃতিম বন্ধু ছিলেন।তার মৃত্যুতে জালালাবাদ পরিবার গভীর ভাবে শোকাহত।শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। আমিন।।

মইনুল ইসলাম (সভাপতি)
আতাউল গণি আসাদ (সাঃ সম্পাদক)

উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপ্রবণ অঞ্চল ও সিলেটের বন্যাকবলিত কৃষকদের জন্য বিশেষ বরাদ্দের দাবি জানালেন –এম এ আলীম সরকার

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি (বিজিপি)-এর সভাপতি এম এ আলীম সরকার উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপ্রবণ অঞ্চল এবং সিলেটের হাওরাঞ্চলের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ আর্থিক ও কৃষি সহায়তা বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছেন।

গত ১৮ জুন ২০২৬ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উৎপাদন এবং সামগ্রিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো কৃষক সমাজ। অথচ উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপ্রবণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানের সংকট ও কৃষি উৎপাদনের অনিশ্চয়তা কৃষকদের জীবনকে চরম দুর্বিষহ করে তুলেছে। এর সঙ্গে সিলেটের হাওরাঞ্চলে সাম্প্রতিক ঘনঘন বন্যায় মৌসুমি ফসল, গবাদিপশু, মৎস্যসম্পদ এবং কৃষি অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় হাজার হাজার কৃষক ও কৃষিশ্রমিক আজ গভীর অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি।

এম এ আলীম সরকার বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনে সরকারকে অবিলম্বে একটি বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের বীজ, সার, কৃষি উপকরণ, সেচ সুবিধা এবং সহজ শর্তে কৃষিঋণ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি নগদ আর্থিক সহায়তা, খাদ্য সহায়তা এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি জানান তিনি।

তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তালিকা প্রণয়ন করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কাছে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিজিপি সভাপতি বলেন, "কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে।" তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনরুদ্ধার, কৃষি উৎপাদন সচল রাখা এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে বিশেষ বরাদ্দ ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ সময়ের অপরিহার্য দাবি।

বার্তা প্রেরক , অমূল্য কুমার বৈদ্য
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি (বিজিপি)

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় ড. খলিলুর রহমানকে বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টির অভিনন্দন

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে ড. খলিলুর রহমান নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি (বিজিপি)।

বুধবার (৩ জুন) দলের সভাপতি এম এ আলীম সরকার এক বিবৃতিতে বলেন, ড. খলিলুর রহমানের এই নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য একটি গৌরবময় ও ঐতিহাসিক অর্জন। তাঁর দীর্ঘ কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা, দক্ষ নেতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এই মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি বিশ্বাস করে, ড. খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বিশ্বশান্তি, মানবাধিকার, টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু ন্যায়বিচার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। একই সঙ্গে তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের জনগণের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আন্তর্জাতিক পরিসরে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন বলেও দলটি আশাবাদ ব্যক্ত করে।

এম এ আলীম সরকার আরও বলেন, ড. খলিলুর রহমানের এই অর্জন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং বাংলাদেশের জন্যও একটি সম্মানজনক মাইলফলক। তাঁর এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের মর্যাদা আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টির পক্ষ থেকে ড. খলিলুর রহমানের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং নতুন দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করা হয়।

বার্তা প্রেরক , লেখক অমূল্য কুমার বৈদ্য , সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি (বিজিপি)।

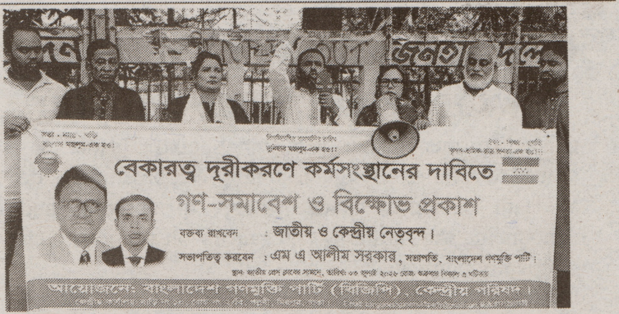

বেকারত্ব জাতীয় সংকটে পরিণত হয়েছে, কার্যকর কর্মসংস্থান নিশ্চিতের দাবি বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টির

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বকে জাতীয় সংকট আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে কার্যকর কর্মসংস্থান সৃষ্টির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি (বিজিপি)। গত শুক্রবার ৩ জুলাই ২০২৬ বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দলের উদ্যোগে আয়োজিত গণসমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে এ দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টির সভাপতি এম এ আলীম সরকার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও লেখক অমূল্য কুমার বৈদ্য।

সভাপতির বক্তব্যে এম এ আলীম সরকার বলেন, দেশে বেকারত্ব দিন দিন ভয়াবহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পরিণত হচ্ছে। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত ও দক্ষ তরুণ-তরুণী কর্মবাজারে প্রবেশ করলেও তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। এর ফলে একদিকে যুবসমাজ হতাশা, অনিশ্চয়তা ও আর্থিক সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছে, অন্যদিকে দেশের মানবসম্পদ যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

তিনি অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মেগা প্রকল্পের নামে ব্যাপক দুর্নীতি হলেও টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়নি। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হয়ে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

এম এ আলীম সরকার আরও বলেন, প্রতিবছর প্রায় আট লাখ শিক্ষার্থী স্নাতক সম্পন্ন করলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় মাত্র প্রায় ৬০ হাজারের। ফলে প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক নতুন বেকার যুক্ত হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগের ধীরগতি, শিল্প ও উৎপাদন খাতে সীমিত কর্মসংস্থান এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন নিয়োগ কার্যক্রম স্থবির থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির বিষয়টি উদ্বেগজনক। এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান করে নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে অর্থনীতি, শিক্ষা, ভূরাজনীতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সমাবেশে বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টির পক্ষ থেকে কয়েকটি দাবি উত্থাপন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছেড়সরকারি খাতের সব শূন্য পদে দ্রুত, স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক নিয়োগ সম্পন্ন করা, দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে শিল্পায়ন ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহজ ঋণ ও নীতিগত সহায়তা প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবসমাজকে আধুনিক শ্রমবাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষের সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা।

বক্তারা বলেন, বেকারত্ব কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা নয়; এটি একটি জাতীয় সংকট। কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার ও টেকসই রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম ভিত্তি। তাই সরকারকে অবিলম্বে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর কর্মসংস্থানমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান তারা।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন দলের কেন্দ্রীয় সদস্য প্রভাষক বিজন হালদার, নাজমা বেগম, জাহাঙ্গীর হাওলাদার জানা, আল আমিন, সেলিম রেজাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বর্ষীয়ান জননেতা জমির উদ্দিন সরকারের মৃত্যুতে বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টির সভাপতির শোক

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বর্ষীয়ান জননেতা ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জমির উদ্দিন সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টির (বিজিপি) সভাপতি এম এ আলীম সরকার।

গত ১২ জুলাই ২০২৬ রবিবার এক শোকবার্তায় এম এ আলীম সরকার বলেন, জমির উদ্দিন সরকারের মৃত্যু দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানুষের কল্যাণে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর সততা, আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শোকবার্তায় তিনি আরও বলেন, একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয় তাঁর কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। জমির উদ্দিন সরকার তাঁর কর্ম, নীতি ও আদর্শের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে দেশ একজন অভিজ্ঞ, দায়িত্বশীল ও জনবান্ধব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারালো।

এম এ আলীম সরকার মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং মহান আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর সব নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করার প্রার্থনা জানান।

তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, শুভানুধ্যায়ী ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং এই কঠিন সময়ে ধৈর্য ও শক্তি প্রদানের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

অমূল্য কুমার বৈদ্য : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি

বাড়ি-ভাড়া,
বাড়ি-কেনা/বেচা পাত্র/পাত্রী চাই
হারিয়েছে, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকীসহ
বিশেষ দিনের শুভেচ্ছা
বিজ্ঞাপন দিন
প্রজ্ঞা PROGGA The monthly newspaper

Ousted Bangladesh PM Hasina vows to return home this year

Ousted former Prime Minister Sheikh Hasina has vowed to return to Bangladesh this year, brushing aside a death sentence handed down in absentia and denouncing the ruling as "illegal, unconstitutional and politically motivated."

Hasina, 78, who fled to India after a student-led uprising ousted her government in August 2024, said in an interview with Indian broadcaster NDTV that she was undeterred by the risk and would overcome "every obstacle and every conspiracy" to return home.

The Reuters Inside Track newsletter is your essential guide during the World Cup. Sign up here.

"I want to say clearly: overcoming every obstacle and every conspiracy, I will return to my country this year," Hasina said when asked whether she would come back despite the death sentence. It was the first time she had given a time for her return.

Last November, a Dhaka court sentenced Hasina to death after convicting her of inciting, ordering killings and failing to prevent atrocities during the 2024 unrest.

Rejecting the verdict, she accused Bangladesh's judiciary of being used as "an instrument of political revenge" aimed at eliminating her Awami League party's leadership.

"I do not fear death," she said, adding that past efforts to dismantle her party had failed and would fail again.

Hasina said her planned return was not driven by personal ambition but by what she described as a broader mission to restore political rights, democracy, the rule of law and the spirit of the 1971 Liberation War.

Defending her Awami League party, she said it remained deeply rooted in Bangladesh despite a ban on its activities. The restrictions, first imposed by the previous interim administration, remain in place under Prime Minister Tarique Rahman's government, which took office after February elections.

"The Awami League is not a paper organisation but a political force rooted in the soil of Bengal, in the people of Bengal, in the history of Bengal and in the identity of the Bengali nation," Hasina said.

She also urged the Tarique Rahman-led government to restore what she called a proper democratic environment by lifting the ban on her party, withdrawing what she described as false cases against its leaders, releasing political prisoners and allowing peaceful political activity.

The government has defended the legal proceedings, saying they are part of efforts to ensure accountability for alleged crimes committed during the final months of Hasina's administration.

Reporting by Ruma Paul; Editing by Raju Gopalakrishnan

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক : কৃষক-শ্রমিক, মজলুম ও মেহনতি মানুষের মুক্তির আলোকবর্তিকা

এম এ আলীম সরকার

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক ছিলেন আমাদের সময়ের এক বিরলপ্রজ মনীষী। তিনি ছিলেন শিক্ষক, গবেষক, সাহিত্যসমালোচক, রাষ্ট্রচিন্তক, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক এবং সর্বোপরি একজন অসাধারণ মানবপ্রেমী। তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল, নির্লোভ ও নির্মোহ। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা ক্ষমতার মোহ তাঁকে কখনো আকৃষ্ট করতে পারেনি। বরং তিনি আজীবন কৃষক-শ্রমিক, মজলুম ও মেহনতি মানুষের মুক্তি, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং মানবকল্যাণের স্বপ্ন লালন করেছেন।

১৯৪০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার এক শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা মুহাম্মদ আবদুল হাকিম এবং মাতা জাহানারা খাতুন। শিক্ষাজীবনে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, আনন্দমোহন কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তিনি জ্ঞানচর্চার যে ভিত্তি নির্মাণ করেন, তা পরবর্তী সময়ে তাঁকে দেশের অন্যতম প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবীতে পরিণত করে। ছাত্রজীবনেই তিনি ভাষা আন্দোলনের চেতনা, প্রগতিশীল রাজনীতি এবং মুক্তচিন্তার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। মুনীর চৌধুরী, আহমদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহিমসহ বহু বিশিষ্ট শিক্ষকের সান্নিধ্য তাঁর চিন্তার জগৎকে সমৃদ্ধ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় শিক্ষকতা করে তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থীকে শুধু পাঠ্যজ্ঞানই দেননি; শিখিয়েছেন মানবিকতা, যুক্তিবাদ, নৈতিকতা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। তাঁর শ্রেণিকক্ষ ছিল মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্র, আর তাঁর বাসা ছিল জ্ঞানপিপাসু মানুষদের জন্য এক উন্মুক্ত আড্ডাকেন্দ্র। অতিথিপরায়ণতা, আন্তরিকতা এবং স্নেহশীল আচরণের জন্য তিনি সকলের কাছে ছিলেন আপনজন।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক ফজলুল হকের স্থান ছিল পিতৃতুল্য। ২০০৬ সাল থেকে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করি। তিনি আমাকে লেখালেখিতে উৎসাহ দিতেন, ভুল ধরিয়ে দিতেন এবং সাহস জোগাতেন। তাঁর সান্নিধ্যে আমি উপলব্ধি করেছিড়একজন প্রকৃত শিক্ষক কেবল জ্ঞান দেন না, তিনি মানুষও গড়ে তোলেন।

২০১৫ সালের ৩১ অক্টোবর তাঁর একমাত্র ছেলে, প্রকাশক ফয়সল আরেফিন দীপন নির্মমভাবে নিহত হন। সেই শোকের মুহূর্তে তাঁকে সান্ত্বনা জানাতে গেলে তিনি নিজের সন্তানের কথা নয়, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে ছিল গভীর বেদনা, কিন্তু প্রতিহিংসা ছিল না। তিনি বিচার দাবি করার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন রাষ্ট্রের শুভবুদ্ধির জাগরণকে। সেই দৃশ্য আজও আমার হৃদয়ে অম্লান। এমন আত্মসংযম, মানবিকতা ও দেশপ্রেম সত্যিই বিরল।

অধ্যাপক ফজলুল হক ছিলেন বহুমাত্রিক লেখক। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনীতি নিয়ে তাঁর দুই ডজনেরও বেশি গ্রন্থ বাংলা বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি লোকায়ত পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং নিয়মিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কলামের মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরলসভাবে লিখেছেন। তাঁর লেখায় বারবার উঠে এসেছে কৃষক-শ্রমিক, অবহেলিত মানুষ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন।

তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সমাজের সবচেয়ে দুর্বল মানুষটি মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করবে। তাঁর দৃষ্টিতে গণতন্ত্র কেবল নির্বাচননির্ভর কোনো ব্যবস্থা নয়; এটি মানুষের অংশগ্রহণ, জবাবদিহি, নৈতিকতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ কারণেই তিনি প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির সমালোচনা করেছেন এবং নতুন রাজনৈতিক চিন্তা ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

অধ্যাপক ফজলুল হক মনে করতেন, মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার পদ-পদবিতে নয়, বরং মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা, সততা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতায়। তিনি ক্ষমতার রাজনীতির চেয়ে আদর্শের রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন সময়ে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ থাকলেও তিনি ক্ষমতার প্রলোভনে পা বাড়াননি। আদর্শ ও নীতিকে তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন।

তাঁর চিন্তা শুধু বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি বিশ্বমানবতার মুক্তির কথাও ভাবতেন। যুদ্ধ, বৈষম্য, শোষণ এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লিখেছেন। মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বপ্নই ছিল তাঁর চিন্তার মূল ভিত্তি। আজকের বাংলাদেশে যখন রাজনীতি, সমাজ ও নৈতিক মূল্যবোধ নানা প্রশ্নের মুখোমুখি, তখন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের জীবন ও দর্শন নতুন করে মূল্যায়নের দাবি রাখে। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন– মানুষের পাশে দাঁড়ানোই একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মতো মানুষ বারবার জন্ম নেন না। তিনি ছিলেন বিবেকের কণ্ঠস্বর, মানবতার পথপ্রদর্শক এবং কৃষক-শ্রমিক, মজলুম ও মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর জীবন, কর্ম ও দর্শন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ন্যায়, মানবিকতা ও সত্যের পথে চলার অনুপ্রেরণা জোগাবে। যতদিন বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধি, মানবিকতা এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন বেঁচে থাকবে, ততদিন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে।

এম এ আলীম সরকার : প্রাবন্ধিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সভাপতি, বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি (বিজিপি)

শিখা অনির্বাণে আঁধার কেন?

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, জাতীয় চেতনা ও ইতিহাস রক্ষার প্রশ্নে রাষ্ট্রের স্বচ্ছতা জরুরি

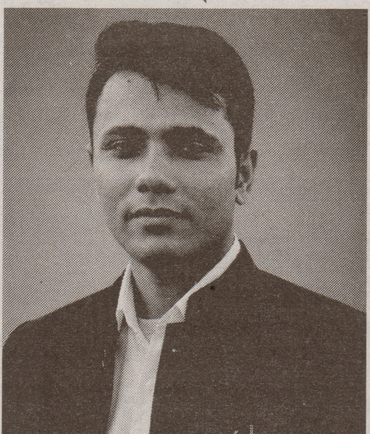

নয়ন বিশ্বাস রকি

ঢাকা সেনানিবাসের ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ 'শিখা অনির্বাণ' শুধু একটি স্থাপনা নয়, এটি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরব, আত্মত্যাগ ও বীরত্বের এক অনন্য প্রতীক। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এই শিখা দীর্ঘদিন ধরে জাতির আবেগ ও ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কিন্তু সম্প্রতি শিখা অনির্বাণের নিরবচ্ছিন্ন প্রজ্বলন বন্ধ হওয়ার খবরে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, গত ২ মে থেকে এটি সরকারের নির্দেশে অবিরাম জ্বলছে না। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীলতা ও বৈশ্বিক জ্বালানি পরিস্থিতির কারণে সরকারের গৃহীত মিতব্যয়িতা ও জ্বালানি সাশ্রয়ী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের এই ব্যাখ্যা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার দাবি রাখে। কিন্তু শিখা অনির্বাণের মতো একটি জাতীয় প্রতীকের ক্ষেত্রে বিষয়টি শুধু জ্বালানি সাশ্রয়ের হিসাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি জাতির আত্মপরিচয়, আবেগ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

একটি অনির্বাণ শিখা বিশ্বের বহু দেশে জাতীয় বীর ও শহীদদের স্মরণে ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হলোড়যারা জাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের স্মৃতি কখনো নিভে যাবে না। বাংলাদেশেও শিখা অনির্বাণ সেই একই চেতনার ধারক। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ, অসংখ্য মা-বোনের ত্যাগ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। সেই ইতিহাসকে ধারণ ও সংরক্ষণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিকের।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্বাধীনতার চেতনা এবং জাতীয় স্মৃতির প্রতীকগুলো নিয়ে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন স্থাপনা ও ঐতিহাসিক নিদর্শন নিয়ে যে ধরনের আক্রমণ ও অবমাননার ঘটনা ঘটেছে, তা একটি স্বাধীন জাতির ইতিহাসচেতনার জন্য উদ্বেগজনক।

ইতিহাস কখনো ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। মুক্তিযুদ্ধ কোনো দলীয় সম্পদ নয়; এটি বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস। যে কোনো সরকার বা রাজনৈতিক শক্তির ঊর্ধ্বে উঠে এই ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব।

শিখা অনির্বাণ বন্ধ থাকার ঘটনাকে ঘিরে মানুষের মনে যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, তার উত্তর স্বচ্ছভাবে দেওয়া প্রয়োজন। যদি এটি শুধুমাত্র জ্বালানি সাশ্রয়ের কারণে হয়ে থাকে, তবে জনগণের কাছে বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা উচিত। কারণ জাতীয় প্রতীক নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের তরুণ প্রজন্ম ১৯৭১ দেখেনি। তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

জানতে পারে বই, পরিবার, চলচ্চিত্র এবং স্মৃতিচিহ্নের মাধ্যমে। শিখা অনির্বাণ তাদের কাছে শুধু একটি শিখা নয়, এটি স্বাধীনতার মূল্য বোঝার একটি জীবন্ত পাঠ।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শুধু স্মৃতিস্তম্ভে সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রকৃত অর্থ হলোড়গণতন্ত্র, মানবিক মর্যাদা, অসাম্প্রদায়িকতা, ন্যায়বিচার ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা। তবে সেই চেতনাকে শক্তিশালী করতে হলে জাতীয় স্মৃতিচিহ্নগুলোর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

রাষ্ট্র চাইলে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, সংস্কার বা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের প্রতীক নিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত হতে হবে সংবেদনশীল, যুক্তিনির্ভর ও স্বচ্ছ। প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধা, ইতিহাসবিদ, গবেষক ও নাগরিক সমাজের মতামতও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। একটি শিখা সাময়িকভাবে নিভে যেতে পারে, কিন্তু একটি জাতির ইতিহাস কখনো নিভে যায় না। তবে সেই ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন শ্রদ্ধা, সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতা।

শিখা অনির্বাণ আমাদের মনে করিয়ে দেয়ড়স্বাধীনতা অর্জন করা যেমন কঠিন, তেমনি তা রক্ষা করা আরও কঠিন। তাই এই প্রতীক শুধু অতীতের স্মৃতি নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি অঙ্গীকার।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সেই আলো যেন কোনোদিন ম্লান না হয়ড়এই প্রত্যাশাই আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে জরুরি।

নয়ন বিশ্বাস রকি, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা, সমাজসেবক ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের কর্মী।

ফুটবলে অবিচ্ছেদ্য গান

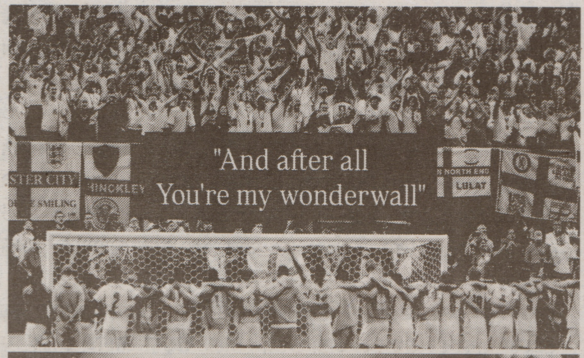

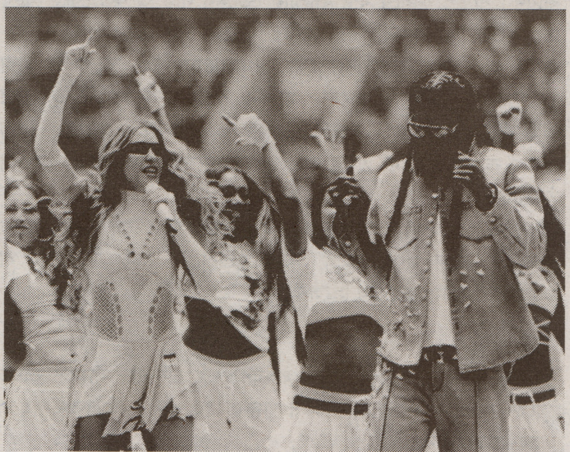

প্রজ্ঞা ডেস্ক : ইংরেজি ডিকশনারিতে 'ওয়ান্ডারওয়াল' শব্দটির কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৯৬৮ সালে 'ওয়ান্ডারওয়াল মিউজিক' নামে জর্জ হ্যারিসনের একটি সাউন্ডট্র্যাক অ্যালবাম বের হয়েছিল বটে। তবে এ শব্দটিকে পরিচিতি দিয়েছে ব্রিটিশ ব্যান্ড 'ওয়েসিস'। আর 'ওয়ান্ডারওয়াল'-এ নতুন অর্থ যোগ করেছেন এবারের ফিফা বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের ম্যাচ চলাকালে মাঠে উপস্থিত ভক্তরা।

'ওয়ান্ডারওয়াল' গানটিতে এমন একজন মানুষের কথা বলা হয়েছে, যিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে হিমশিম খান; কিন্তু বিশ্বাস করেন যে আরেকজন মানুষ তার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বারবার উচ্চারিত 'মেইবি' (হয়তো) শব্দটি যতখানি 'দ্বিধা' বোঝায়, তার চাইতে বেশি বোঝায় 'আশা'। গানটির রচয়িতা নোয়েল গ্যালাঘারের মতে, গানটি এমন এক 'কাল্পনিক বন্ধু'র কথা বলে, যে এসে আপনাকে আপনার নিজের ভেতরের সংকট থেকে উদ্ধার করবে।

ইংল্যান্ডের ফুটবলপ্রেমীরা এই 'কাল্পনিক বন্ধু'-কে পার্থিব করে তুলেছেন। এবারের বিশ্বকাপ মিশনের প্রথম ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে ৪-২ গোলে হারানোর পর গোটা স্টেডিয়াম ইংল্যান্ডের উদ্দেশে একসঙ্গে গেয়ে ওঠে 'মেইবি ইউ গনা বি দ্য ওয়ান দ্যাট সেইভস মি'। সেসময় পর্দায় বারবার উঠে আসতে থাকে হ্যারি কেইনের মুখ। ইংল্যান্ড দলের সব ফুটবলার একে অন্যের কাঁধে হাত রেখে দর্শকের দিকে তাকিয়ে গানটি গাইছিলেন। দৃশ্যটি নাড়া দিয়ে যায়নি এমন ফুটবলপ্রেমী (ও সংগীতপ্রেমী) বোধহয় কমই আছে।

সেই অনন্য মুহূর্তের কারণেই গানটি পরে ইংল্যান্ডের সব ম্যাচের নিয়মিত অংশ হয়ে ওঠে। যেন এটিই ইংল্যান্ড ফুটবল দলের থিম সং।

'ওয়ান্ডারওয়াল' ইংলিশ ফুটবল লিগের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জায়গা তৈরি করে নিয়েছিল অনেক আগেই। তবে হাজারো ভক্ত যখন হ্যারি কেইনের দিকে তাকিয়ে গায় 'মেইবি ইউ গনা বি দ্য ওয়ান দ্যাট সেইভস মি' তখন মনে হয়, 'হ্যারি কেইনই সেই খেলোয়াড়, যার পায়ে একটি জাতির স্বপ্ন'।

ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক হ্যারি কেইনও বলেছেন, ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে এটি তার সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তগুলোর একটি।

তার ভাষায়, 'সেই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সমর্থকদের দারুণ এক বন্ধন তৈরি হয়। স্টেডিয়ামে উপস্থিত প্রায় সবার গানটির লিরিক্স মুখস্থ ছিল, সবাই একসঙ্গে গাইছিল।'

গান বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে এক দশক আগেও ম্যাচ চলাকালে স্টেডিয়ামে গানের ব্যবহার সীমিত ছিল। দশর্করাই নিজেদের গান ও স্লোগানে স্টেডিয়াম মাতিয়ে রাখতেন। ধীরে ধীরে স্টেডিয়ামগুলোতে আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয় এবং ক্লাবগুলো নিয়মিতভাবে পরিকল্পনামাফিক প্লেলিস্ট সাজাতে শুরু করে। ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলোর অনেকেরই নিজস্ব 'সংগীত পরিচয়' আছে। জাতীয় দলের ক্ষেত্রে ঠিক সেই অভিজ্ঞতাই তৈরি করতে চেয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। রয়টার্সের প্রতিবেদন বলছে, কোন গান কখন বাজানো হবে তা আগেভাগেই ঠিক করে রাখা হয়েছে। ফিফার 'স্টেডিয়াম এন্টারটেইনমেন্ট টিম' বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া জাতীয় ফুটবল সংস্থাগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এমন প্লেলিস্ট তৈরি করেছে।

এ বছর প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ায় এবারের প্লেলিস্টেও এসেছে অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য। এ বছর ৭৫০টিরও বেশি গান নির্বাচন করা হয়েছে। এসব প্লেলিস্টে সাধারণত স্টেডিয়ামে বাজানো হয় এমন জনপ্রিয় ক্লাসিক গানগুলোর পাশাপাশি প্রতিটি দেশের সমর্থকদের প্রিয় গানও রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ফিফার প্লেলিস্টে জায়গা পেয়েছে 'স্টেডিয়াম-সং' খ্যাত দ্য হোয়াইট স্ট্রাইপসের 'সেভেন নেশন আর্মি', এসি/ডিসির 'থান্ডারস্ট্রাক'। আছে ১৯৯০-এর দশকের জনপ্রিয় ইউরোড্যান্স গান গ্যালার 'ফ্রিড ফ্রম ডিজায়ার'। গানটি অন্তত এক দশক ধরে বিশ্বের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে নিয়মিত বাজানো হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও নিয়মিত শোনা যাচ্ছে ফিফা বিশ্বকাপের মাঠে।

এ ছাড়া, প্রতিটি দলের জন্য আলাদা কিছু 'সিগনেচার' গান নির্ধারণ করেছে ফিফা 'স্টেডিয়াম এন্টারটেইনমেন্ট টিম'। যেমন, আর্জেন্টাইন রক ব্যান্ড 'লোস ফাবুলোসোস ক্যাডিলাকস'-এর 'এল ম্যাটাডোর' গানটি স্থান পেয়েছে আর্জেন্টিনা ম্যাচের প্লেলিস্টে। বাস্তবে গানটির অর্থ বেশ গভীর। রেগে প্রভাবিত গানটি মূলত ১৯৭০-এর দশকে লাতিন আমেরিকার সামরিক একনায়কতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় সহিংসতার বিরুদ্ধে লেখা। গানটির মূল বার্তা রাজনৈতিক দমন-পীড়ন ও সহিংসতার ইতিহাসকে তুলে ধরলেও ফুটবল মাঠে এটি পরিণত হয়েছে বিজয় ও উচ্ছ্বাসের প্রতীক হিসেবে। গানটির কোরাসে বারবার 'ম্যাটাডোর! ম্যাটাডোর!' ধ্বনির সঙ্গে লিওনেল মেসির উপস্থিতিতে মনে হয়, গানটি মেসির দুর্দান্ত গোল করার অবিশ্বাস্য ক্ষমতাকে প্রশংসা করেই গাওয়া হচ্ছে।

একইভাবে দলের সিগনেচার গান হিসেবে ঘানার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে 'ডোপনেশন'-এর ২০২৫ সালের জনপ্রিয় গান 'কাকালিকা'। গানটির মূল বার্তা হলো বৈচিত্র্য উদযাপন এবং মানুষকে আনন্দের সঙ্গে গান ও নাচ উপভোগ করতে উৎসাহিত করা।

মেক্সিকো বেছে নিয়েছে 'মারিয়াচি ভারগাস' ব্যান্ডের তিনটি ভিন্ন গান। মারিয়াচি ভারগাস একটি বিখ্যাত মারিয়াচি লোকসংগীত ব্যান্ড, যা ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ব্যান্ডটি তাদের সংগীত ঐতিহ্য ধরে রেখেছে এবং আজও সমান জনপ্রিয়।

আর দক্ষিণ কোরিয়া বরাবরের মতোই তাদের প্লেলিস্টে রেখেছে কে-পপ। আছে ব্ল্যাকপিঙ্ক এবং বিটিএসের একাধিক গান, যা দেশটির আধুনিক জনপ্রিয় সংগীত সংস্কৃতিকে বিশ্বকাপের মঞ্চে তুলে ধরেছে।

অন্যদিকে, ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপের জন্য যেন নির্ধারিত ডাফট প্লাকের বিখ্যাত গান 'ওয়ান মোর টাইম'। এমবাপের একের পর এক গোলের সাফল্যের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে গানটি।

অস্ট্রেলিয়ার সিগনেচার গান মেন অ্যাট ওয়ার্ক ব্যান্ডের বিখ্যাত 'ডাউন আন্ডার'। এই গানটি অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পরিচয় ও সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত।

আর বেলজিয়াম তাদের ওয়ার্ম-আপের জন্য বেছে নিয়েছে টেকনোট্রনিকের জনপ্রিয় গান 'পাম্প আপ দ্য জ্যাম'-কে।

স্বাগতিক দল যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকরা শুরুর দিকে মাঠে কেবল 'ইউএসএ ইউএসএ' স্লোগান দিলেও তেমন কোনো গানে নিজেদের পরিচিত করাতে পারেনি। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাসিঠাট্টাও হয়েছে। পরে খুব দ্রুতই নিজেদের একটি গান খুঁজে নিয়ে বিড়ম্বনামুক্ত হয়েছে তারা। জন ডেনভারের বিখ্যাত গান 'কান্ট্রি রোডস টেক মি হোম' অল্প সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকদের থিম সংয়ে পরিণত হয়েছে। গানটি গাইতে শুরু করার পর সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ও অংশগ্রহণ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ফিফা বলছে, এসব গানের উদ্দেশ্য ম্যাচের আবহ তৈরি করা, প্রতিটি দলের সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটিয়ে তোলা এবং এমন স্মরণীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করা, যা অনেক সময় ম্যাচের ফলাফলের চেয়েও দীর্ঘদিন মানুষের মনে থেকে যায়।

কারণ শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপের ইতিহাসে মানুষ শুধু গোল, ট্রফি কিংবা স্কোরলাইনই মনে রাখে না। মনে রাখে, সম্মিলিত আনন্দ, উদযাপন কিংবা দুঃখের স্মৃতি। কিশোর বয়সে স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখার স্মৃতি কারও মনে হয়ত গেঁথে থাকবে এই গানগুলোর সঙ্গে। যেকোনো পরিস্থিতিতে এই গান আরও একবার কোনো একটি নির্দিষ্ট ম্যাচের কথাই মনে করিয়ে দেবে।

ফুটবল ক্যাপিটালিজম ৯০ মিনিটের খেলা যখন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা

প্রজ্ঞা ডেস্ক : এক সময় ফুটবলকে বলা হতো 'গরিব মানুষের খেলা'। একটি বল, একটি খোলা মাঠ আর কয়েকজন খেলোয়াড় থাকলেই খেলা শুরু হয়ে যেত। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে সেই ফুটবলই বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিনোদন শিল্পগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। আজ ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়; এটি একটি বৈশ্বিক অর্থনীতি, যেখানে আবেগ, বিনোদন, ব্যবসা এবং পুঁজির স্বার্থ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

বিশ্বকাপ, মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ কিংবা বড় ক্লাব টুর্নামেন্টগুলোকে যদি আমরা শুধু খেলাধুলার দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে ছবির একটি অংশই দেখা হবে। এর পেছনে রয়েছে টেলিভিশন সম্প্রচার স্বত্ব, ডিজিটাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, বহুজাতিক স্পন্সর, ক্রীড়া সরঞ্জাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প, টিকিট বিক্রি, মার্চেন্ডাইজ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, গেমিং, বেটিং মার্কেট এবং অসংখ্য বাণিজ্যিক চুক্তি। সব মিলিয়ে ফুটবল এখন এমন একটি শিল্প, যেখানে প্রতি বছর শত শত বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হয়।

এই বিশাল অর্থনীতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী? স্টেডিয়াম নয়, ট্রফিও নয়। সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো মানুষের মনোযোগ।

আজকের পৃথিবীতে মনোযোগই নতুন মুদ্রা। কোটি কোটি মানুষ যদি একটি ম্যাচ একসঙ্গে দেখে, তাহলে সেই ম্যাচের বিজ্ঞাপনের মূল্য বেড়ে যায়। সম্প্রচার স্বত্বের দাম বাড়ে। স্পন্সররা আরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এনগেজমেন্ট বাড়ে। ফলে ফুটবলে সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে ওঠে সেই ব্যক্তি, যিনি কোটি মানুষের মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন।

সেই কারণেই কিছু ফুটবলার কেবল খেলোয়াড় নন; তারা একেকটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড। তাদের নাম শুনেই টিকিট বিক্রি হয়, জার্সি বিক্রি হয়, স্টেডিয়াম পূর্ণ হয়, টেলিভিশনের দর্শকসংখ্যা বাড়ে এবং স্পন্সরদের বিনিয়োগের যৌক্তিকতা আরও শক্তিশালী হয়। একজন সুপারস্টারের উপস্থিতি কখনো কখনো একটি পুরো টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক মূল্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

অর্থনীতিবিদরা এই বাস্তবতাকে অনেক সময় 'স্টার ইকোনমি' বলে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ এমন একটি বাজার, যেখানে একজন ব্যক্তির জনপ্রিয়তা পুরো শিল্পের আয় বাড়িয়ে দেয়। ফুটবলে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট, কারণ এখানে আবেগ এবং ব্যবসা একসঙ্গে কাজ করে। এখান থেকেই 'ফুটবল ক্যাপিটালিজম' ধারণার জন্ম। এই ধারণা বলে, আধুনিক ফুটবলের প্রতিটি বড় সিদ্ধান্তের পেছনে কেবল খেলাধুলার যুক্তি নয়, অর্থনৈতিক বাস্তবতাও কাজ করে। কোন শহরে টুর্নামেন্ট হবে, কোন সময়ে ম্যাচ হবে, কোন ব্র্যান্ড স্পন্সর হবে, কোন সম্প্রচার সংস্থা স্বত্ব পাবে, এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোন বিষয়টি বেশি প্রচার পাবে– এসবের পেছনেও অর্থনৈতিক হিসাব থাকে।

অবশ্য এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। বড় তারকাদের উপস্থিতি বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান হওয়া আর কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচে তাদের সুবিধা দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া– এই দুটি বিষয় এক নয়। প্রথমটি একটি স্বীকৃত অর্থনৈতিক বাস্তবতা; দ্বিতীয়টি প্রমাণের বিষয়। তাই কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচের রেফারিং বা সিদ্ধান্ত নিয়ে অভিযোগ তুলতে হলে তার পক্ষে শক্ত প্রমাণ থাকা জরুরি।

তবুও কেন বিতর্কের পর মানুষ 'ফুটবল ক্যাপিটালিজম' নিয়ে কথা বলে? কারণ মানুষ বুঝতে শিখেছে যে আধুনিক খেলাধুলা আর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোনো জগৎ নয়। করপোরেট বিনিয়োগ, ব্র্যান্ড ভ্যালু এবং বৈশ্বিক বাজার এখন ফুটবলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে যখনই বড় কোনো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত হয়, অনেক সমর্থকের মনে প্রশ্ন জাগে– এটি কি শুধুই মানবিক ভুল, নাকি এর সঙ্গে বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থও কোনোভাবে জড়িত?

এই প্রশ্নের উত্তর সব সময় সহজ নয়। তবে ইতিহাস বলে, ক্রীড়া জগতেও অর্থনৈতিক স্বার্থ বহু সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। সম্প্রচারের সুবিধার জন্য ম্যাচের সময় পরিবর্তন, নতুন টুর্নামেন্টের সূচনা, ক্লাব বিশ্বকাপের সম্প্রসারণ, প্রাক-মৌসুম সফরের গন্তব্য নির্বাচন কিংবা খেলোয়াড়দের বিপণন কৌশল– এসব ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই ফুটবলকে বুঝতে হলে শুধু মাঠের খেলা নয়, মাঠের বাইরের ব্যবসায়িক কাঠামোটিও বুঝতে হয়।

আধুনিক ফুটবলে একটি গোল যেমন স্কোরবোর্ড বদলে দেয়, তেমনি একটি সুপারস্টারের উপস্থিতি বদলে দিতে পারে সম্প্রচারের রেটিং, বিজ্ঞাপনের আয় এবং স্পন্সরদের বিনিয়োগের হিসাব। এখানেই ফুটবল ক্যাপিটালিজমের মূল দর্শন– খেলাটি আবেগ দিয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু সেই আবেগকে ঘিরেই গড়ে ওঠে বিশাল অর্থনীতি।

তাই আজ ফুটবল বিশ্লেষণ করতে গেলে শুধু ট্যাকটিকস, অফসাইড বা পেনাল্টির নিয়ম জানাই যথেষ্ট নয়। বুঝতে হয় ব্র্যান্ড ভ্যালু, মিডিয়া ইকোনমি, করপোরেট বিনিয়োগ এবং বৈশ্বিক পুঁজির গতিপ্রকৃতিও। কারণ আধুনিক ফুটবলে খেলা হয় দুটি মাঠেএকটি ঘাসের ওপর, আরেকটি অর্থনীতির বিশাল অঙ্গনে। প্রথম মাঠে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে খেলোয়াড়রা; দ্বিতীয় মাঠে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা চলে দর্শকের মনোযোগ, বাজারের অংশীদারত্ব এবং বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক মূল্য ধরে রাখার।

রাতারাতি বের হতে পারছেন না

প্রথম পাতার পর

করেছেন, সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে হওয়া অন্তর্বর্তী চুক্তিটি এখন অকার্যকর হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে গতকাল বুধবার ইরানে আবারও হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক সমঝোতা চুক্তি হয়েছিল। চুক্তি সইয়ের তিন সপ্তাহ পার না হতেই শুরু হলো এ নতুন সংঘাত ও উত্তেজনা। ফলে ট্রাম্পের জন্য ইরান যুদ্ধ থেকে সম্মানজনকভাবে বের হওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ল। পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ শান্তিচুক্তির সম্ভাবনাও এখন বড় চ্যালেঞ্জে পড়েছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, ট্রাম্পের সামনে এখন খুব বেশি বিকল্প খোলা নেই। যেসব পথ খোলা আছে, তার প্রায় সবই ঝুঁকিপূর্ণ।

পাল্টাপাল্টি হামলা ছাড়া বড় কোনো সংঘাত হলে আবারও পুরোদমে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। যদিও গতকাল ট্রাম্প দাবি করেছেন, এ উত্তেজনা শিগগিরই শেষ হবে। তবে নতুন হামলার কারণে এরই মধ্যে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম প্রায় ৭ শতাংশ বেড়ে গেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র এখন সামান্য পিছু হটলেও ইরান সেই সুযোগ কাজে লাগাবে। তারা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহন পথ হরমুজ প্রণালিতে যখন-তখন নিজেদের আধিপত্য প্রদর্শন করার সুযোগ পাবে।

ট্রাম্প হয়তো ভাবছেন, বোমা মেরে ইরানকে আবার আলোচনার টেবিলে আনা যাবে। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করাই ছিল তাঁর এ যুদ্ধের মূল লক্ষ্য। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্প যেভাবে চাইছেন, ইরান সেভাবে বড় কোনো ছাড় দেবে না।

ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানড়উভয় প্রশাসনের সাবেক মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক মধ্যস্থতাকারী অ্যারন ডেভিড মিলার বলেন, 'ট্রাম্প এখন নিজেকে একটি বাক্সে (ফাঁদের) বন্দী করে ফেলেছেন। সামরিক বা কূটনৈতিক কোনো পথেই এখন ইরানের কাছ থেকে ট্রাম্পের বেশি কিছু অর্জন করার সম্ভাবনা নেই।'

এ বিষয়ে জানতে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

চাপের মুখে ট্রাম্প

নভেম্বরে মার্কিন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী নির্বাচন। এর আগেই যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য চাপের মুখে পড়েছেন ট্রাম্প। এ যুদ্ধে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ট্রাম্পের জনপ্রিয়তাও অনেক কমে গেছে।

গত ২৩ জুনের রয়টার্স/ইপসোস জরিপ অনুযায়ী, ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমে ৩৪ শতাংশে নেমেছে, যা তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর সর্বনিম্ন। ফলে কংগ্রেসে রিপাবলিকান পার্টির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার আশা ফিকে হয়ে আসছে।

চলতি সপ্তাহে তুরস্কে ন্যাটো সম্মেলনের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটল। সম্মেলনে ট্রাম্প অংশ নিয়েছেন।

গত ১৭ জুন দুই দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল। কিন্তু নতুন করে এই পাল্টাপাল্টি হামলার কারণে চূড়ান্ত শান্তিচুক্তির আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা চালানোর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল এ যুদ্ধ শুরু করেছিল।

সমঝোতা স্মারকে চূড়ান্ত চুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য ৬০ দিন সময় নেওয়া হয়েছিল। তবে বেশির ভাগ বিশ্লেষকের মতে, এ সময়ের মধ্যে কোনো পূর্ণাঙ্গ সমাধান আসবে। কারণ, সমঝোতা স্মারকে জটিল বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আলোচনায় এ পর্যন্ত তেমন অগ্রগতি দেখা যায়নি। এমনকি পরের ধাপের আলোচনা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

যুদ্ধের কারণে ইরানের অর্থনীতি ও সামরিক শক্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দেশটির ওপর অব্যাহত চাপ বাড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেল বিক্রির জন্য ইরানকে দেওয়া বিশেষ ছাড় বাতিল করেছে ওয়াশিংটন। অথচ অন্তর্বর্তী চুক্তিতে এটিই ছিল ইরানের সবচেয়ে বড় অর্জন।

এরপরও ইরানের শাসকেরা নতুন হামলা সহ্য করতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে। কিছু বিশ্লেষক বলছেন, চলতি সপ্তাহের পাল্টাপাল্টি হামলার উদ্দেশ্য হতে পারে, ভবিষ্যৎ আলোচনার টেবিলে দুই পক্ষের নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করা।

মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সাবেক মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তা জনাথন প্যানিকফ বলেন, আগামী দিনেও এ ধারা অব্যাহত থাকতে পারে।

বর্তমানে ওয়াশিংটনের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান আটলান্টিক কাউন্সিলের এই কর্মকর্তা বলেন, পরিস্থিতি হয়তো আবার পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেবে না। তবে বর্তমান অবস্থা হবে একধরনের নিয়ন্ত্রিত অস্থিরতা। অর্থাৎ স্থায়ী কোনো সমাধান ছাড়াই বারবার সহিংসতা ঘটবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের নির্বাচনী প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি বিদেশে যুদ্ধ এড়িয়ে চলবেন এবং দেশের অর্থনীতিতে মনোযোগ দেবেন।

ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে হওয়া অন্তর্বর্তী চুক্তিটিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল জয় বলেও প্রচার করছেন। অন্যদিকে ইরানও ঠিক একই দাবি করছে।

তবে বেশির ভাগ বিশ্লেষক একমত, ট্রাম্প একসময় ইরানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ চেয়েছিলেন। কিন্তু এ যুদ্ধ নিয়ে বারবার নিজের অবস্থান বদলানোয় এখন তিনি নিজেই বাধার মুখে পড়েছেন।

হরমুজ প্রণালি

দুই দেশের সাম্প্রতিক এ সংঘাতের মূল কারণ হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ। এই জলপথ নিয়ে অন্তর্বর্তী চুক্তির ব্যাখ্যা দুই পক্ষ দুইভাবে দিচ্ছে। যুদ্ধের সময় ইরান দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

ইরান মনে করে, এ নৌপথ পরিচালনার দায়িত্বে ভবিষ্যতে তাদের বড় ভূমিকা থাকবে। এমনকি তারা সেখান দিয়ে যাওয়া জাহাজ থেকে ফি আদায়ের পরিকল্পনা করছে। অন্যদিকে ট্রাম্প ও তাঁর আরব মিত্ররা চান, এ পথ সবার জন্য উন্মুক্ত ও নিরাপদ থাকুক।

ওয়াশিংটনের সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের বিশ্লেষক জন অলটারম্যান বলেন, 'ইরানিরা বুঝতে পেরেছেন, ট্রাম্প একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াতে চান না। আর তাঁর আরব মিত্রদেশগুলোও এখন স্বাভাবিক পরিস্থিতি চাইছে।'

অলটারম্যান আরও বলেন, 'ট্রাম্প হয়তো কয়েক দিন যুদ্ধ করবেন। কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত করতে আরব দেশগুলোই একপর্যায়ে ট্রাম্পকে চাপ দেবে। আর এ বিষয়ই ইরানের জন্য সবচেয়ে বড় বাজি।'

যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরের অন্তর্বর্তী নির্বাচনও ট্রাম্পের জন্য বড় চিন্তার কারণ। যুদ্ধের কারণে যদি জ্বালানি তেলের দাম অনেক বেড়ে যায়, তবে ভোটাররা রিপাবলিকান পার্টির বিপক্ষে চলে যেতে পারেন।

জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ লরা ব্লুমেনফেল্ড বলেন, 'সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভারের অর্থনৈতিক ব্যর্থতার ইতিহাস ট্রাম্পকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ট্রাম্প ভালো করেই জানেন, এখন তাঁর মূল মনোযোগ অর্থনীতিতে দেওয়া দরকার।'

ট্রাম্প নিজেই একবার বলেছিলেন, এ যুদ্ধ চালিয়ে গেলে তাঁর অবস্থাও হুভারের মতো হতে পারে, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট ডিপ্রেশন বা মহামন্দার সময় ক্ষমতায় ছিলেন।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে কী হবে?

প্রথম পাতার পর

প্রজ্ঞা ডেস্ক : সরাইলে একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, "আইনগত অবশ্যই কোনো বাধা নেই। উনি (শেখ হাসিনা) ফিরবেন, ফিরে আত্মসমর্পণ করবেন। আমাদের নরমাল সিআরপিসির যে প্রসিজিউর সেটিই উনি ফলো করবেন।" রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম সাংবাদিকদের সামনে বলেছেন, শেখ হাসিনার দেশে আসতে আইনগত কোনো বাধা নেই।

বিবিসি বাংলা যোগাযোগ করলে তিনি জানান, আইনের দৃষ্টিতে শেখ হাসিনা পলাতক এবং তিনি কোন দেশে আছেন সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রাইব্যুনাল জানে না। তবে, বিভিন্ন মাধ্যমে তারা শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান করছেন বলে জানতে পারেন।

"ভারতের সাথে আমাদের এক্সট্রাডিশন ট্রিটি আছে এবং বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় তাকে আনার সুযোগ আছে। অথবা তিনি নিজেও আসতে পারেন," বলেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম।

তিনি এটাও বলছিলেন, যে কোনো দণ্ডিত ব্যক্তি আদালতে আত্মসমর্পণ করে আইনিভাবে অভিযোগ মোকাবিলা করতে পারেন।

এদিকে, আইন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলছেন, শেখ হাসিনার ফিরে আসা বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, ফলে তার বাংলাদেশে আসায় বাধা আছে। সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমি মনে করি, তার দেশে আসতে বাধা আছে। বাধাটা হলো পাসপোর্ট। উনি যখন গেছেন তখন ওনার কাছে রেড পাসপোর্ট ছিল। ধরে নেই, উনি সেটা নিয়ে গেছেন। কিন্তু সরকার তো সেই রেড পাসপোর্ট বাতিল করে দিয়েছে পরবর্তীকালে। তো ওনার কাছে কোনো ভ্যালিড পাসপোর্ট নাই এখন।"

আবার, যেহেতু সাজার রায় আছে, ফলে শেখ হাসিনা ফিরে এলে সে বিষয়ে পরবর্তি পদক্ষেপ কী হবে- সেই প্রশ্নও রয়েছে। তবে তিনি যখনও বাংলাদেশে ফিরে আসেন না কেন, সাজার রায়ের বিরুদ্ধে তার আপিল করার সুযোগ আছে বলেও জানান সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক।

রায়ের এক মাসের মধ্যে আপিলের বিধান সবসময় অনুসরণ করা হয় না, ১০-১৫ বছর পরেও আপিল করার উদাহরণ রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, "আমরা দেখেছি সবসময় এটা স্ট্রিক্টলি ফলো করা হয় না। বিশেষত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে আইনের ব্যাখ্যা বদলে যায়। সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু আপিল গ্রহণ করা হবে কি হবে না সেটি আদালতের ওপর নির্ভর করবে।"

আইনি প্রক্রিয়া কী কী? ২০২৪ সালের জুলাই-অগাস্টের গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ২০২৫ সালের ১৭ই নভেম্বর এই রায় ঘোষণা করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩ এর আপিলের অধিকার সংক্রান্ত ২১ ধারায় বলা হয়েছে, দণ্ডিত ব্যক্তি, সরকার বা অভিযোগকারীকে তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো দণ্ডাদেশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করতে হবে। এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোনো আপিল করা যাবে না।

এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে জানান, আপিলের নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পরেও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলায় দণ্ডিত ব্যক্তির আপিল করার নজির রয়েছে। সম্প্রতি একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবুল কালাম আজাদ এরকম একটি আপিল করার সুযোগ পেয়েছেন বলে জানান মি. ইসলাম। ওই মামলায় পলাতক ছিলেন মি. আজাদ।

"যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে দণ্ডিত দুই-একজন আপিল ফাইল করেছেন। সেখানে আমাদের আপিল বিভাগ সংবিধানের আর্টিকেল ১০৪ এর আওতায় 'প্রিন্সিপল অব কমপ্লিট জাস্টিস' ওই নীতিতে অনেকের আপিল নিয়েছেন," বলেন চিফ প্রসিকিউটর।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি রয়েছে, তবে ব্যক্তি হিসেবে শেখ হাসিনার মুভমেন্টের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই; কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে তার কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানসহ তার পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়। এই মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ল্যান্সার এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ পলাতক ছিলেন।

সর্বোচ্চ আদালতে মামলাটির আপিল শুনানি শেষে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকে। তাদের মধ্যে এখনো বেশ কয়েকজন পলাতক।

পলাতক মি. আহমেদ যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যর্পিত হয়ে বাংলাদেশে এসে আত্মসমর্পণ করেন। পরে ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে তাকে আপিল করার অনুমতি দেয় আপিল বিভাগ। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ২০১০ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যায় পাঁচ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

অর্থাৎ, পলাতক ব্যক্তিকে নির্ধারিত সময়ের পরে আত্মসমর্পণ করে কারাগারে গিয়ে আপিলের বিলম্বিত আবেদন করতে হবে। সেটি গ্রহণ করা হবে কি না, সেটি সম্পূর্ণ আদালতের ওপর নির্ভর করে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা বলছেন, কোনো মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায় থাকলে দণ্ডিত ব্যক্তির বক্তব্য শোনার সুযোগ না দিয়ে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়, এটি ন্যায়বিচারের একটি মৌলিক নীতি, ন্যাচারাল জাস্টিসের প্রশ্ন। সেক্ষেত্রে দেশে ফিরে আত্মসমর্পণ করেই শেখ হাসিনা আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন।

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ ও ফৌজদারি আইনজীবী এস এম শাহজাহান বলেন, "কারো কথা না শুনে তাকে দোষী বলা উচিত নয়। উনি যদি এখানে এসে আপিল করতে চান, সেটা অনমেরিটে ডিসপোজাল বা নিষ্পত্তি করতে হবে। এটা কোয়েশ্চেন অব ন্যাচারাল জাস্টিস।"

বাংলাদেশের আদালতে এটি একটি "কাস্টম বা প্রথা" বলে জানান তিনি। এই ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতির অর্থ হলো, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে, বলেন মি. শাহজাহান।

'দেশে ফিরতে শেখ হাসিনার লাগবে ট্রাভেল পাস' : সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলছিলেন, দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর শেখ হাসিনার লাল পাসপোর্ট পরবর্তী সরকার বাতিল করলে এই মুহূর্তে হয়তো তার কাছে বৈধ পাসপোর্ট নেই। ফলে বিমানে দেশে ফিরতে তার ট্রাভেল পাস লাগবে।

বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ শেখ হাসিনার আমলে ভারত থেকে ফেরার জন্য সেসময় ট্রাভেল পাস চেয়েও পাননি, অতীত উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি।

"ওনার তো এখন ভ্যালিড পাসপোর্ট নাই এখন। সেক্ষেত্রে তিনি ট্রাভেল পাস চাইলে সেটি দেওয়ার এখতিয়ার সরকারের। আমাদের দেশে আগেও দেখেছি, সরকার যদি বিরুদ্ধে থাকে তাহলে সেটি দেয় না। সরকার ট্রাভেল পাস দিলে দেশে আসতে পারবেন তিনি। তার দেশে ফেরার ক্ষেত্রে বাধা হলো এটি," বলেন মি. মোরসেদ।

যেহেতু গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি রয়েছে, তাই ট্রাভেল পাস পেয়ে শেখ হাসিনা দেশে ফিরলেই গ্রেফতার হবেন বলে জানান তিনি।

মি. মোরসেদ জানান, সুপ্রিম কোর্ট রুলস অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল না করলে কেন দেরিতে করেছে সেই ব্যাপারে "একটি কনডোলেশন এপ্লিকেশন" দিয়ে আপিল করতে পারবে।

নিয়মানুযায়ী, শেখ হাসিনা আপিল করলে মৃত্যুদণ্ড 'স্টে' বা স্থগিত হয়ে যাবে বলে জানান তিনি। মি. মোরসেদ বলেন, "নিরাপত্তার কারণে তিনি বিদেশে আছেন, আসতে পারেননি- আপিল দেরিতে করার কারণ হিসেবে এ সমস্ত গ্রাউন্ড যুক্তিযুক্ত হবে। আদালত আপিল শোনার পরে প্রথমেই তো শেখ হাসিনার আইনজীবীরা স্টে চাইবেন। স্টে হবে। তারপর মূল আপিলের শুনানি হবে।"

ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার চিঠি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের অনুপস্থিতিতে বিচার এবং মৃত্যুদণ্ডের রায় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা।

সংস্থাগুলো সেসময় বিবৃতিতে মানবাধিকার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। এই রায়ের পাঁচ মাসের মাথায় পহেলা এপ্রিল যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি ল ফার্ম কিংসলি ন্যাপলির মাধ্যমে "এই বিচার প্রক্রিয়া এবং রায়কে, অবৈধ ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি" দাবি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন শেখ হাসিনা।

সেসময় দলটির কেন্দ্রীয় নেতা মোহাম্মদ আলী আরাফাত বিবিসি বাংলাকে এই চিঠি পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।

এতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে যেভাবে বিচার করা হয়েছে, তাতে "আন্তর্জাতিক আইন এবং ন্যায্য বিচারের মৌলিক মানদণ্ড" লঙ্ঘন হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, এই প্রক্রিয়ায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে তা "সামারি এক্সিকিউশন" বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হিসেবে গণ্য হতে পারে। এদিকে, চিফ প্রসিকিউটর মি. ইসলাম মঙ্গলবার বিবিসি বাংলার কাছে দাবি করেছেন, যে ল ফার্ম থেকে ট্রাইব্যুনালে চিঠিটি এসেছিল সেটির কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

তিনি জানান, অনলাইনে সার্চ করে ওই ল ফার্মের বিষয়ে অথেনটিক কিছু পাওয়া যায়নি অথবা সশরীরে কেউ না আসায় বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়নি। মি. ইসলাম বলেন, "একটা চিঠি এসেছিল ট্রাইব্যুনালকে অ্যাড্রেস করে। সেখানে একটা ল ফার্মের উধ্বৃতি দিয়ে সেই চিঠিটা এসছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেই ল ফার্মের কোনো অস্তিত্ব ইনফ্যাক্ট আমরা আসলে ওইভাবে খুঁজে পাইনি। আর চিফ প্রসিকিউটরকে অ্যাড্রেস করে কোনো চিঠি আসেনি। সেই জন্য অফিসিয়ালি আমি চিঠির বিষয়বস্তু বলতে পারি না।"

২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের হয়ে কে লড়তে পারেন

প্রথম পাতার পর

প্রার্থীরা সেসব অঙ্গরাজ্য চষে বেড়াচ্ছেন, যেগুলাতে প্রাথমিকভাবে দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের (প্রাইমারি) ভোট অনুষ্ঠিত হবে। তাঁরা বড় বড় দাতাগোষ্ঠীর মন জয়ের চেষ্টা করছেন এবং নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ তুলে ধরে নতুন বই প্রকাশ করছেন।

দুই মেয়াদের সীমাবদ্ধতার কারণে রিপাবলিকান-দলীয় বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আর নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। তাই রিপাবলিকানদের নতুন প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যেই ডেমোক্র্যাটদের এই দৌড়ঝাঁপ।

২০২৮ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে এখনো কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দেননি। তবে ভেতরে-ভেতরে জোরালো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ডেমোক্রেটিক দলের ভেতরে মনোনয়নের লড়াই মূলত এ বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরই চূড়ান্ত রূপ নিতে শুরু করবে।

সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আছেন, তাঁদের পরিচয় ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা যাক।

গভর্নর

ডেমোক্রেটিক দলের বেশ কয়েকজন গভর্নরকে এই দৌড়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে রাজনৈতিক সফর, নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ এবং জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের পরিচিতি বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁরা এখনই সবার নজর কাড়ছেন।

অ্যান্ডি বেশিয়ার

চলতি বছর অ্যান্ডি বেশিয়ার ডেমোক্রেটিক গভর্নরস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে পুরোপুরি রিপাবলিকান-অধ্যুষিত একটি অঙ্গরাজ্যে নিজের শাসনকালের সাফল্য দেশজুড়ে প্রচার করার বড় সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তাঁর পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটিতে (রাজনৈতিক তহবিল) বর্তমানে ১৮ লাখ ডলারের বেশি অর্থ জমা রয়েছে।

ইতিমধ্যে অ্যান্ডি মনোনয়ন লড়াইয়ের শুরুর দিকের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত সাউথ ক্যারোলাইনা, নিউ হ্যাম্পশায়ার ও আইওয়া সফর করেছেন। গত মে মাসে এমএস নাও টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ২০২৮ সালের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম আলোচনায় থাকা নিয়ে অ্যান্ডি বলেন, ‘আমি এই আলোচনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি।’

সবল দিক : ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনে যে কেনটাকি রাজ্যে ৩০ শতাংশের বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন, সেই কট্টর রিপাবলিকান রাজ্য থেকেই অ্যান্ডি দুবার গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন।

দুর্বল দিক: কেনটাকির বাইরে দেশজুড়ে তাঁর তেমন পরিচিতি নেই। তা ছাড়া রাজনীতিতে তাঁর সব দলের সঙ্গে মিলেমিশে চলার নীতি ডেমোক্রেটিক দলের কট্টর ভোটারদের মন না-ও গলাতে পারে। জনমত জরিপগুলো বলছে, ডেমোক্র্যাটদের অনেকেই মনে করেন, তাঁদের দল ট্রাম্প এবং তাঁর নীতির বিরুদ্ধে যথেষ্ট শক্তভাবে লড়াই করছে না।

গ্যাভিন নিউসম

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম গত ফেব্রুয়ারিতে নিজের একটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন। তিনিও সাউথ ক্যারোলাইনা ও নিউ হ্যাম্পশায়ার সফর করেছেন।

ফেডারেল ইলেকশন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর রাজনৈতিক তহবিলে বর্তমানে ৪০ লাখ ডলারের বেশি অর্থ জমা রয়েছে। গত অক্টোবরে সিবিএস নিউজ সানডে মর্নিং অনুষ্ঠানে নিউসম বলেছিলেন, আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর তিনি ২০২৮ সালের নির্বাচনে দাঁড়ানোর বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে ভাববেন।

গত জুনে নিউসম অভিযোগ করেন, তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার কথা ভাবছেন বলেই ট্রাম্প রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিচার বিভাগকে দিয়ে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত করাচ্ছেন।

সবল দিক : ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা ও সরাসরি বিরোধিতার মাধ্যমে নিউসম দেশজুড়ে নিজের একটি জোরালো পরিচিতি তৈরি করতে পেরেছেন।

দুর্বল দিক : পুরো যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়াতে জ্বালানি তেলের দাম, করের হার এবং গৃহহীন মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। নিউসম নির্বাচনে দাঁড়ালে রিপাবলিকানরা নিশ্চিতভাবেই ক্যালিফোর্নিয়ার এসব সমস্যাকে তাঁর ব্যর্থতা হিসেবে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানাবে।

জে বি প্রিৎসকার

ইলিনয়ের গভর্নর জে বি প্রিৎসকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য সফর করেছেন। ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা তিনি পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি। গত এপ্রিলে তিনি জানান, বর্তমানে তিনি ২০২৬ সালের গভর্নর নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার প্রচারে মগ্ন। তবে একই সঙ্গে তিনি যোগ করেন, ‘২০২৮ সালের নির্বাচনে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় থাকব। কারণ, সেই নির্বাচনে আমাদের হারলে চলবে না।’

সবল দিক: যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড ও ফেডারেল অভিবাসন কর্মকর্তা মোতায়েনের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করে প্রিৎসকার দেশজুড়ে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন। এ ছাড়া বিশ্বখ্যাত হায়াত হোটেল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ায় তিনি নিজে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। ফলে নির্বাচনী তহবিলের জন্য তাঁকে দাতাদের ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে হবে না।

দুর্বল দিক : তাঁর এই বিপুল সম্পত্তিই আবার বিরোধীদের জন্য বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। অর্থনৈতিক সংকটে থাকা সাধারণ ভোটারদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ নন– এমন ধুয়া তুলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁকে আক্রমণ করতে পারেন।

জশ শাপিরো

পেনসিলভানিয়ার গভর্নর জশ শাপিরো চলতি বছর নিজের একটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন। আগামী নভেম্বরের গভর্নর নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার লড়াইয়ের জন্য বর্তমানে তাঁর তহবিলে প্রায় ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার নগদ জমা রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার সম্ভাবনা নিয়ে গত এপ্রিলে জানতে চাওয়া হলে শাপিরো বলেন, আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর দেশের রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের মধ্যে বড় আলোচনার প্রয়োজন হবে। তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি অবশ্যই সেই আলোচনার অংশ হব।’

সবল দিক: ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে পেনসিলভানিয়া রাজ্যে জিতেছিলেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণী দোদুল্যমান রাজ্যের জনপ্রিয় গভর্নর শাপিরো।

দুর্বল দিক : শাপিরো একজন ইহুদি এবং ডেমোক্রেটিক দলের ভেতর তাঁকে ইসরায়েলপন্থী নেতা হিসেবে দেখা হয়। গাজা ও ইরানের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধের কারণে বর্তমানে ডেমোক্র্যাটদের একটি বড় অংশের মধ্যে ইসরায়েলবিরোধী ক্ষোভ বাড়ছে, যা শাপিরোর জন্য বড় বাধা হতে পারে। যদিও তিনি নিজে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার চলমান সরাসরি যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

অন্যান্য গভর্নর

সম্ভাব্য প্রার্থীদের এই তালিকায় মেরিল্যান্ডের গভর্নর ওয়েস মুর এবং মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমারের নামও আলোচনায় রয়েছে। যদিও ওয়েস মুর জানিয়েছেন, তিনি নির্বাচনে লড়বেন না। অন্যদিকে গত মে মাসে গ্রেচেন হুইটমারও প্রথমে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছিলেন। তবে পরক্ষণেই নিজের মন্তব্য শুধরে নিয়ে চতুরতার সঙ্গে বলেন, রাজনীতিতে কখনোই ‘কখনো নয়’ বলতে নেই।

সাবেক জাতীয় প্রার্থী

অতীতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেওয়া ডেমোক্রেটিক দলের দুই শীর্ষ নেতা ইতিমধ্যেই ২০২৮ সালের হোয়াইট হাউসের দৌড়ের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেছেন অথবা আবারও নির্বাচনে লড়ার বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন।

পিট বুটিগেগ

২০২০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হওয়া পিট বুটিগেগ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে পরিবহনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটিতে বর্তমানে ৫০ লাখ ডলারের বেশি অর্থ জমা রয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি শুরুর দিকের মনোনয়ন লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য আইওয়া ও নিউ হ্যাম্পশায়ার সফর করেছেন।

সবল দিক : বুটিগেগকে একজন চৌকস তার্কিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এমনকি কট্টর রক্ষণশীল ফক্স নিউজ চ্যানেলে গিয়ে সরাসরি রিপাবলিকানদের আঙিনায় দাঁড়িয়ে তাদের কড়া সমালোচনা করতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না।

দুর্বল দিক : ২০২০ সালের নির্বাচনী প্রচারে ডেমোক্রেটিক দলের সবচেয়ে বড় ভোটব্যাংক হিসেবে পরিচিত কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের মন জয় করতে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ ছাড়া বড় কোনো প্রশাসনিক পদ সামলানোর অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। মন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ছোট শহর সাউথ বেন্ডের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

কমলা হ্যারিস

২০২৪ সালের নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পরাজিত হওয়ার পর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসই আবারও নির্বাচনে দাঁড়ানোর বিষয়ে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট সংকেত দিয়েছেন। গত এপ্রিলে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমি আবারও লড়তে পারি। হ্যাঁ, আমি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছি।’

সবল দিক : সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ায় দেশজুড়ে কমলা হ্যারিসের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। এ ছাড়া ২০২৬ সালের শুরুর দিকের প্রাথমিক জনমত জরিপগুলোতেও ডেমোক্র্যাট ভোটারদের মধ্যে তিনি বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছেন।

দুর্বল দিক : কমলা হ্যারিস যদি ২০২৮ সালে আবারও নির্বাচনে দাঁড়ান, তবে এটি হবে হোয়াইট হাউসের জন্য তাঁর তৃতীয় চেষ্টা। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে সাধারণত যেসব প্রার্থী আগে নির্বাচন করে হেরে গেছেন, প্রাথমিক বাছাইয়ের ভোটাররা তাঁদের সহজে মেনে নিতে চান না।

এ ছাড়া জো বাইডেনের সঙ্গে কমলার অতি ঘনিষ্ঠতাও বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। কারণ, ডেমোক্র্যাটদের একটি বড় অংশ মনে করেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে বাইডেন অনেক দেরিতে সরে দাঁড়ানোর কারণেই দলটির জয়ের সম্ভাবনা মাটি হয়ে গিয়েছিল।

মার্কিন সিনেটররা

ডেমোক্রেটিক দলের বেশ কয়েকজন সিনেটরকে নিয়ে ২০২৮ সালের নির্বাচনের গুঞ্জন চলছে। তবে তাঁদের মধ্যে অ্যারিজোনার সিনেটর মার্ক কেলিকে নিয়েই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আলোচনা ও বিশ্লেষণ হয়েছে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের এই তালিকায় আরও রয়েছেন অ্যারিজোনার রুবেন গালেগো, কানেকটিকাটের ক্রিস মারফি, জর্জিয়ার জন অসফ এবং নিউজার্সির কোরি বুকার।

মার্ক কেলি

নাসার সাবেক নভোচারী ও মার্কিন নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত পাইলট মার্ক কেলির পকেটে এই মুহূর্তে ২০২৮ সালের সম্ভাব্য ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নির্বাচনী তহবিল রয়েছে। ফেডারেল ইলেকশন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর প্রধান সংসদীয় কমিটির তহবিলে ২ কোটি ২০ লাখ ডলারের বেশি নগদ অর্থ জমা রয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি সাউথ ক্যারোলাইনা, নেভাডা ও আইওয়া সফর করেছেন এবং ২০২৮ সালের নির্বাচনে লড়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি।

সবল দিক : তিনি অ্যারিজোনার মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান রাজ্য থেকে নির্বাচনে জিতে সিনেটর হয়েছেন। এ ছাড়া ২০১১ সালে তাঁর স্ত্রী ও সাবেক মার্কিন কংগ্রেস সদস্য গ্যাবি গিফোর্ডস একটি প্রাণঘাতী বন্দুক হামলা থেকে বেঁচে ফেরেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বহুল আলোচিত ‘গান রিফর্ম’ বা অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের পক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে মার্কিন সমাজে কেলির একধরনের বাড়তি গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে।

দুর্বল দিক : ডেমোক্রেটিক দলের প্রাথমিক বাছাইপর্বে সাধারণত কট্টর ও প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার ভোটারদের উপস্থিতি বেশি থাকে। কেলি রাজনৈতিকভাবে কিছুটা মধ্যপন্থী হওয়ায় সেই সব ভোটারের ভোট পাওয়া তাঁর জন্য কঠিন হতে পারে।

প্রগতিশীল অংশ : আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কোর্তেজ

নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত এই মার্কিন কংগ্রেস সদস্য নিজেকে একজন ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনীতির অন্যতম শীর্ষ প্রগতিশীল মুখ। মার্কিন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স তাঁর দুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, ওকাসিও-কোর্তেজকে সেই আন্দোলনের সবচেয়ে যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গত মে মাসে এক সাক্ষাৎকারে নিজের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে জানতে চাওয়া হলে ওকাসিও নির্বাচনে লড়ার সম্ভাবনা নাকচ করেননি। তিনি বলেন, ‘আমার মূল লক্ষ্য হলো এই দেশটাকে বদলে দেওয়া।’

সবল দিক: রাজনৈতিক অঙ্গনে ‘এওসি’ নামে পরিচিত এই নেত্রী ডেমোক্রেটিক দলের তরুণ ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়। যেকোনো জনসভায় তাঁর উপস্থিতি মানেই সেখানে উপচে পড়া উৎসাহী জনতার ভিড়।

দুর্বল দিক: রিপাবলিকানরা প্রায়ই তাঁকে ডেমোক্রেটিক দলের কট্টর বামপন্থী বা উগ্র অংশটির প্রধান মুখ হিসেবে তুলে ধরে আক্রমণ করেন। ধনীদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত কর আরোপ এবং সরকারের অর্থায়নে সব সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি চালানোর পক্ষে তাঁর অনড় অবস্থানকে বিরোধীরা তাঁর প্রধান ব্যর্থতা হিসেবে প্রচার করেন।

এই প্রগতিশীল শিবিরের বাইরে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নির্বাচিত আরেক মার্কিন কংগ্রেস সদস্য রো খান্নার নামও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে শোনা যাচ্ছে। গত মার্চ মাসে তিনি জানান, আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরেই তিনি নির্বাচনে দাঁড়ানোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

অন্যান্য প্রার্থী : রাম ইমানুয়েল

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাম ইমানুয়েল ২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। এরপর ২০০৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার হোয়াইট হাউস চিফ অব স্টাফ এবং ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত শিকাগো শহরের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তী সময়ে ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত জাপানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন ইমানুয়েল। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের জুনে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার আভাস দেন। এর পর থেকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বারবার দাবি করে আসছেন, ডেমোক্রেটিক দলের ভেতর মধ্যপন্থী অংশটিকে নতুন করে শক্তিশালী করা দরকার। তবে ডেমোক্র্যাট ভোটারদের প্রাথমিক জনমত জরিপগুলোতে বর্তমানে তাঁর পক্ষে মাত্র ১ শতাংশের মতো সমর্থন রয়েছে।

চমক দেখানো প্রার্থী

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ইতিহাস বলেড়শুরুর দিকের জনমত জরিপ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের আগাম ধারণা অনেক সময়ই ভুল প্রমাণিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ২০১৬ সালের নির্বাচনের জন্য প্রথম প্রচার শুরু করেছিলেন, তখন রিপাবলিকান ভোটারদের মধ্যে তাঁর জনসমর্থন ছিল মাত্র ১ শতাংশ।

একইভাবে ১৯৯২ সালের ডেমোক্রেটিক দলের শুরুর দিকের জরিপগুলোতে বিল ক্লিনটনের জনপ্রিয়তাও ছিল ১ শতাংশের নিচে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই দুজনেই প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তাই ১ শতাংশ সমর্থন থাকা রাম ইমানুয়েল কিংবা অন্য কোনো অচেনা মুখও শেষ মুহূর্তে চমক হিসেবে মূল লড়াইয়ে চলে আসতে পারেন।

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা
প্রজ্ঞা PROGGA
The monthly newspaper

ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক শহরগুলোর জনপ্রিয় খাবার সম্পর্কে জানেন?

প্রজ্ঞা ডেস্ক : ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ হচ্ছে তিনটি দেশের ১৬টি শহরে। এই শহরগুলো শুধু ম্যাচের ভেন্যু নয়– প্রতিটার নিজস্ব রাস্তা আছে, নিজস্ব গন্ধ আছে, নিজস্ব খাবার আছে। ফুটবল যদি হয় উৎসবের ভাষা, তাহলে রাস্তার খাবার হলো সরাসরি, বুকের কাছ থেকে সেই উচ্চারণ।

মেক্সিকো সিটিঃ যেখানে ইতিহাস তাওয়ায় পোড়ে

এস্তাদিও আস্তেকা তিনটা বিশ্বকাপ দেখেছে। ১৯৭০, ১৯৮৬ ও ২০২৬। এই মাঠেই ম্যারাডোনা একবার 'হাত দিয়ে' গোল করেছিলেন, আরেকবার পুরো দলকে একা কাটিয়ে। কিন্তু মেক্সিকো সিটির আসল পরিচয় মাঠের ভেতরে নয়– রাস্তার কোণে, রাত বারোটার পরে, যেখানে একটা তাকোর স্টলে মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকোস আল পাস্তোর এই শহরের নিজের সম্পত্তি। গল্পটা অদ্ভুত– লেবাননি অভিবাসীরা একসময় শাওয়ার্মার রেসিপি নিয়ে এসেছিলেন পুয়েবলায়, পরে সেটা ঢুকে পড়ল মেক্সিকো সিটিতে, মিশে গেল আচিওতে পেস্টে, দেশি মশলায়, ভুট্টার টর্তিয়ায়। ঘূর্ণায়মান শিক থেকে পাতলা করে কাটা মাংস, সঙ্গে আনারসের একটুকরো, ধনেপাতা, চুন– মুখে দিলে মধ্যপ্রাচ্য আর মেসোআমেরিকা এক হয়ে যায়।

রাত দুইটায় মেক্সিকো সিটির কোনো গলিতে দাঁড়িয়ে তাকো খাওয়া আলাদা অভিজ্ঞতা। ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু শহরের উত্তেজনা তখনো থামেনি। জার্সি পরা মানুষ, হাসি, তর্ক, আর ধোঁয়া ওঠা তাওয়া– উৎসব তখন শুধু মাঠ থেকে রাস্তায় সরে এসেছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস : তাকো একটা ভাষা

লস অ্যাঞ্জেলেসে তাকো বুঝতে হলে একটা কথা মনে রাখতে হবে– এখানে তাকো শুধু খাবার নয়, একটা সাংস্কৃতিক সমঝোতা। বয়স পেরোয়, পাড়া পেরোয়, আয় পেরোয়। হলিউডের বড় প্রযোজক যেটা খান, কনস্ট্রাকশন সাইটের শ্রমিকও সেটা খান– একটু ভিন্ন গলিতে, একটু ভিন্ন দামে, কিন্তু একই তাওয়ায়।

তবে লস অ্যাঞ্জেলেস শুধু তাকোর শহর নয়। ওলভেরা স্ট্রিটে এখনো হাতে বেলা টর্তিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। কোরিয়াটাউনের রাত ভরে থাকে বুলগোগির ধোঁয়ায়। ইস্ট লস অ্যাঞ্জেলেসের কিছু রাস্তা এমন যে সেখানে হাঁটলে মনে হয় সীমান্ত অতিক্রম না করেই মেক্সিকোর ভেতরে চলে এসেছেন। এই শহর একটা রান্নাঘর, যার কোনো দেয়াল নেই। পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ নিজেদের রেসিপি নিয়ে এসেছে, আর শহরটা সেগুলোকে জায়গা দিয়েছে।

বিশ্বকাপের সময় লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় ৫০টি দেশের মানুষ হাঁটবে। কেউ স্প্যানিশে কথা বলবে, কেউ কোরিয়ানে, কেউ ইংরেজিতে। কিন্তু খাবারের সামনে দাঁড়ালে ভাষার প্রয়োজন খুব বেশি থাকে না।

নিউইয়র্ক সিটিঃ হট ডগ থেকে হালাল কার্ট

নিউইয়র্কের রাস্তায় প্রথম যেটা চোখে পড়ে সেটা হট ডগের গাড়ি। মশলাদার সসেজ, তাজা বান, সর্ষে আর কেচাপ– এই শহরের সঙ্গে হট ডগের সম্পর্ক পুরোনো, প্রায় আবেগের। কিন্তু নিউইয়র্ক এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

ম্যানহাটনের যেকোনো কোণে একটা হালাল কার্ট আছে। চিকেন ওভার রাইস– হলুদ ভাত, পাতলা করে কাটা মুরগি, সাদা সস, একটু লাল ঝাল– এই রেসিপিটা নিউইয়র্কেই তৈরি হয়েছে এবং নিউইয়র্কেই সবচেয়ে ভালো লাগে। ইহুদি পাড়ার বেগেল, জ্যামাইকান পেটি, ইস্ট ভিলেজের ফালাফেল– এই শহরের রাস্তা মানে একটা সংক্ষিপ্ত পৃথিবী যেখানে সবাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কিছু না কিছু খাচ্ছে।

বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে নিউইয়র্কে। সেই রাতে টাইমস স্কয়ার থেকে শুরু করে সাবওয়ে স্টেশন পর্যন্ত শহরটা ফুটবলের শব্দে ভরে যাবে। মাঠের ফলাফল তখন একটা গল্প হবে, রাস্তায় মানুষের ভিড় আরেকটা।

মায়ামিঃ কিউবার স্বাদ, ক্যারিবিয়ানের বাতাস

মায়ামি বুঝতে হলে লিটল হাভানায় একবার যেতে হবে। এস্প্রেসোর গন্ধ, কোথাও সালসার শব্দ, দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা ভাজা পর্কের সুবাস। কিউবান স্যান্ডউইচ– রোস্টেড পর্ক, হ্যাম, চিজ, আচার, সর্ষে, একটা লম্বা কিউবান রুটিতে চেপে গরম প্রেসে চাপা দেওয়া– এই একটা খাবার মায়ামির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

কিন্তু মায়ামির চরিত্র একমুখী নয়। এখানে ক্যারিবিয়ানের দ্বীপগুলো যেন পাশাপাশি এসে বসেছে। কোথাও জার্ক চিকেনের ধোঁয়া, কোথাও হাইতিয়ান গ্রিও, কোথাও কলম্বিয়ান আরেপা। সমুদ্রের বাতাসের মতোই শহরটার স্বাদও নানা দিক থেকে আসে।

বিশ্বকাপে দক্ষিণ আমেরিকার সমর্থকদের বড় একটা অংশ মায়ামির মধ্য দিয়েই যাবে। তাদের জন্য এই শহর শুধু ম্যাচের গন্তব্য নয়; অনেকের কাছে এটা হবে পরিচিত স্বাদের এক অস্থায়ী আশ্রয়।

টরন্টোঃ পৃথিবীর একটা ছোট সংস্করণ

টরন্টোকে অনেকে বলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বহুসাংস্কৃতিক শহর। এটা দাবি নয়, প্রায় বাস্তবতা। কেনসিংটন মার্কেটে একবার ঢুকলে বোঝা যায়– এই পাড়া একটু একটু করে গড়েছে ব্রিটিশ শ্রমিক, ইহুদি ব্যবসায়ী, ক্যারিবিয়ান পরিবার আর লাতিন আমেরিকান অভিবাসীরা। প্রতিটা ঢেউ কিছু রেখে গেছে কিছু রেসিপি, কিছু গন্ধ, কিছু অভ্যাস। মার্কেটের কাছে 'মার্কেট ৭০৭'-শিপিং কনটেইনারে বানানো ছোট ছোট খাবারের দোকান। একটায় ফিলিপিনো সিসিগ ফ্রাই, পাশেরটায় আফগান রান্না, সামনে জাপানি ওনিগিরি, একটু দূরে জামাইকান জার্ক চিকেন। এই বৈচিত্র্য কোনো মাস্টারপ্ল্যানের ফল নয়; বরং বহু দশকের মানুষের আসা-যাওয়ার ফল। কানাডার প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ ছিল টরন্টোতে, ১২ জুন। স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীত বেজেছে, আর কয়েক কিলোমিটার দূরে কেনসিংটনের গলিতে মানুষ খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মতো করে উৎসব করেছে। শহরটা দুই জায়গায় একই সঙ্গে ধুকপুক করে।

ভ্যাঙ্কুভারঃ পাহাড়ের পাদদেশে এশিয়ার রাত

ভ্যাঙ্কুভারের রিচমন্ড নাইট মার্কেটে একবার গেলে মনে হয় শহর বদলে গেছে। গ্রীষ্মের রাতে সেখানে বাবল চা, স্কিউয়ারে পোড়া মাংস, তাইওয়ানিজ পপকর্ন চিকেন, জাপানি তাকোয়াকি– এশিয়ার রাস্তার খাবার এখানে এসে আরেকটু বড় হয়েছে, আরেকটু নিজের মতো হয়েছে।

ভ্যাঙ্কুভারের জনসংখ্যার বড় একটা অংশ এশিয়া থেকে আসা। চীনা, কোরিয়ান, জাপানি, ভিয়েতনামি– এসব কমিউনিটি শহরের খাবারে যে ছাপ ফেলেছে সেটা রাস্তায় বের হলেই টের পাওয়া যায়। পাহাড় আছে পেছনে, সমুদ্র আছে সামনে– আর মাঝখানে একটা শহর, যেটা দীর্ঘদিন ধরে নানা মহাদেশের মানুষের জন্য প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করেছে।

বিশ্বকাপের সময় এই শহরে ফুটবলের উচ্ছ্বাস যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে রাতের বাজারের আলো। দুটো মিলেই তৈরি করবে ভ্যাঙ্কুভারের নিজস্ব উৎসব।

ডালাস ও হিউস্টন : একই রাজ্য, দুই রকম রাস্তা

ডালাস মানে টেক্স-মেক্স। ব্রেকফাস্ট তাকো, স্মোকড ব্রিস্কেট, ধীরে রান্না করা বারবিকিউ– এগুলো এখানে শুধু খাবার নয়, পরিচয়ের অংশ। টেক্সান বলতেই মানুষ এগুলোর কথা ভাবেন। ডালাসের স্টেডিয়াম পুরো বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ আয়োজন করবে। ফুটবল এখানে অতিথি হয়ে আসছে না; শহরটা অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হিউস্টন একটু অন্য রকম। এই শহরের ২৮ শতাংশ মানুষ বিদেশে জন্মেছেন, ১৪৫টির বেশি ভাষায় কথা বলা হয়। ভিয়েতনামি অভিবাসীরা চার দশক ধরে মিডটাউন আর বেলায়ার করিডোরে রান্নার একটা পুরো দুনিয়া গড়েছেন। তারা স্থানীয় ক্রফিশের সঙ্গে নিজেদের রান্না মিলিয়ে তৈরি করেছেন ভিয়েত-কাজুন ক্রফিশ– এটা এখন হিউস্টনের নিজস্ব খাবার, সারা আমেরিকায় পরিচিত।

শনিবার বিকেলে হিউস্টনের কোনো ফুড ট্রাক পার্কে দাঁড়ালে ভেনেজুয়েলান আরেপার পাশে ইথিওপিয়ান ইনজেরা পাবেন, কোরিয়ান-মেক্সিকান ফিউশন ট্রাকের সামনে লাইন দেবেন পশ্চিম আফ্রিকান পরিবার। শহরটা যেন একটা চলমান মানচিত্র, যেখানে সীমান্তগুলো রাজনৈতিক, কিন্তু খাবার সেগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না।

রাস্তা যখন কথা বলে

এই শহরগুলোর মধ্যে একটাই মিল আছে– প্রতিটা শহরে মানুষ এসেছে অন্য কোথাও থেকে এবং আসার সময় রান্না সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

মেক্সিকো সিটির তাকোয় লেবানন আর মেক্সিকো মিলে আছে। হিউস্টনের ক্রফিশে ভিয়েতনাম আর লুইজিয়ানার দক্ষিণ একসঙ্গে। টরন্টোর একটা গলিতে আফগানিস্তান আর ফিলিপাইন পাশাপাশি। ভ্যাঙ্কুভারের রাতের বাজারে হংকং আর কানাডা মিলে একটা নতুন জায়গা তৈরি হয়েছে যেটার আলাদা কোনো নাম নেই।

বিশ্বকাপে ৪৮টা দল আসবে। কিন্তু রাস্তায় আসবে পুরো পৃথিবী। কেউ জার্সি পরে আসবে, কেউ পতাকা হাতে। কেউ ম্যাচ দেখতে, কেউ শুধু উৎসবের অংশ হতে। স্টেডিয়ামের ভেতরে নব্বই মিনিটের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, কিন্তু স্টেডিয়ামের বাইরে মানুষ একই লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার কিনবে, একই টেবিলে বসবে, একই শহরের রাত ভাগ করে নেবে।

ফুটবল মানুষকে একসঙ্গে আনে– এই কথাটা বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু রাস্তার খাবার সেই কথাটাকে আরও সহজ করে দেয়। কারণ একটা গোল নিয়ে তর্ক হতে পারে, একটা দলের সমর্থক আরেক দলের সমর্থকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, কিন্তু ভালো খাবারের সামনে দাঁড়ালে মানুষ সাধারণত একটু নরম হয়ে যায়।

মাঠে জেতে একটা দল। কিন্তু রাস্তায় সবাই জেতে।

আনারস সুস্থ রাখে ভিটামিন জোগায়

প্রজ্ঞা ডেস্ক : পাইনগাছের শক্ত, শুষ্ক ফল অর্থাৎ 'কোন' এর সঙ্গে ইউরোপবাসী আনারসের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিল। সে কারণে দক্ষিণ আমেরিকায় ইউরোপের অভিযাত্রীরা প্রথম এই ফল দেখে নাম রেখেছিল পাইনাপল (পাইন+আপেল)। সেটা ষোড়শ শতকের কথা। তখনকার অপরিচিত ফল আনারস এরপর খুব অল্প সময়েই সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বলা যায় এই ফলটি এখন বিশ্বের প্রধান ফলগুলোর একটি। এখন প্রায় সব দেশেই আনারসের চাষ হয়।

আনারস কাটতে দক্ষতার প্রয়োজন আছে। সুন্দর করে কাটা আনারস খাওয়ার তৃপ্তিই আলাদা। পাশাপাশি অনেকে আধপাকা বা পাকা আনারস রান্না করেও খান। মাংস বা মাছের সঙ্গে আনারস অতুলনীয়। কেবল সালাদ খেতে চাইলেও আনারসের জুড়ি নেই। আনারসের সালাদ যেমন পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ তেমনি সুস্বাদুও। এ ছাড়া টাটকা আনারসের জুস শরীরের ক্লান্তি দূর করে ঝরঝরে করে তুলে। আনারসের পুষ্টিগুণ: আনারসে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম

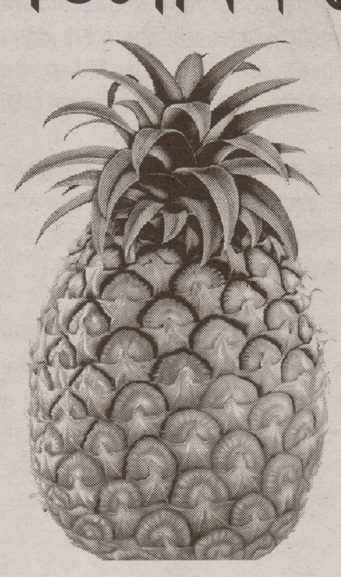

ব্রোমেলেইন। এতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'সি'-পাওয়া যায়। এই ফলে আছে ম্যাঙ্গানিজ নামক খনিজ উপাদান, যা দেহের শক্তি বাড়ায়। আছে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন বি-১, যা শরীরের জন্য অপরিহার্য। পাশাপাশি এই ফল খেলে শরীরে খুব কম ক্যালরি সঞ্চিত হয়। সুতরাং মুটিয়ে যাওয়ার ভয়ও থাকে না। প্রতি ১০০ গ্রাম আনারস থেকে পাওয়া যায় মাত্র ৫০ কিলোক্যালরি। তা ছাড়া এতে কোনো কোলেস্টেরলও নেই। এতে আছে পেকটিন নামক গুরুত্বপূর্ণ ডায়েটরি ফাইবার। ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সের নানা উপদান যেমন **ফলেট, থায়ামিন, পাইরিওক্সিন** ও রিবোফ্লোবিনও পাওয়া যায় আনারস থেকে।

ঙ আনারসের উপকারিতাঃ আনারস দেহের গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। গয়টার অর্থাৎ থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীত হওয়া প্রতিরোধ করে। নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চ রক্তচাপ। এটি আর্থরাইটিস উপশমে সহায়তা করে। তা ছাড়া কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের জীবাণু ধ্বংসে উপকারী। পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় এবং মর্নিং সিকনেস অর্থাৎ সকালের দুর্বলতা দূর করে। এটি জরায়ু, স্তন, ফুসফুস, অন্ত্র ও ত্বকের ক্যানসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বার্ধক্যজনিত চোখের ত্রুটি প্রতিরোধে সাহায্য করে। আনারস জ্বর ও জন্ডিস রোগের জন্য বেশ উপকারী।

এক কথায়, দেহের পুষ্টি সাধন এবং দেহকে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত রাখার জন্য এটি একটি অতুলনীয় এবং কার্যকর ফল। তাই আমাদের প্রচুর পরিমাণে আনারস খাওয়া উচিত।

বিশ্বের সেরা ১০ বাসযোগ্য শহরের ৩টিই অস্ট্রেলিয়ার, আর কোন শহর আছে তালিকায়

প্রজ্ঞা ডেস্ক : প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) গ্লোবাল লাইভেবিলিটি ইনডেক্স বা বসবাসের জন্য সেরা শহরের তালিকা প্রকাশ করেছে। ইআইইউ পাঁচটি মূল সূচকের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবছর ১৭৩টি শহরের তালিকা তৈরি করে থাকে। যে সূচকের ওপর ভিত্তি করে এই তালিকা তৈরি করা হয়, সেগুলো হচ্ছে স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা এবং অবকাঠামো। ২০২৬ সালে বসবাসের জন্য কোন কোন শহর সেরা ১০-এ জায়গা করে নিয়েছে, তা দেখে নেওয়া যাক।

১. কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক)

টানা দ্বিতীয় বছর ইআইইউ গ্লোবাল লাইভেবিলিটি ইনডেক্স বা বসবাসের জন্য সেরা শহরের সূচকে ১ নম্বরে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন। এ বছর স্থিতিশীলতা, শিক্ষা ও অবকাঠামোতে শহরটি পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। পাশাপাশি সংস্কৃতি ও পরিবেশ সূচকে অন্য যেকোনো শহরের তুলনায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। শহরের বাসিন্দারা দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট আনন্দগুলো সহজাতভাবে উপভোগ করেন।

কোপেনহেগেনের বাসিন্দা লরা আমিরা কাসেম বলেন, 'আপনি সাইকেলে করে কর্মস্থলে যেতে পারেন, কাজ শেষে বন্দরের পানিতে সাঁতার কেটে আবার রাতের খাবারের জন্য বাড়ি ফিরতে পারেন। এটি কোনো বিশেষ দিন নয়, এ তো স্রেফ একটি মঙ্গলবার।'

লরা এমডি ও পিএইচডি শিক্ষার্থী। আট বছর ধরে তিনি কোপেনহেগেনে বসবাস করছেন। এই শহরে সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। এখানে কেউ চাপে বা তাড়াহুড়াতে নেই। উন্মুক্ত বাজার আর পার্কে শিশুদের ছোটাছুটি ও কোলাহল দেখে এই শহরে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। এখানকার বাসিন্দারা বলেন, এ শহর কখনো নিজেকে জাহির করে না। কিন্তু সব সময়ই প্রত্যাশা পূরণ করে।

২. ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা গত বছরই সবচেয়ে বাসযোগ্য শহরের তালিকায় কোপেনহেগেনের কাছে প্রথম স্থানটি হারায়। তবে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নিখুঁত স্কোর করার কারণে শহরটি এবারও দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাসিন্দাদের কাছে ভিয়েনার বসবাসযোগ্যতার মূল আকর্ষণ হলো সহজে চলাফেরা করার সুবিধাড়হোক তা গণপরিবহনে কিংবা পায়ে হেঁটে।

ভিয়েনার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবন কেমন হয়, তা ফ্রানৎসিস্কা হখমুলার কথাতেই উঠে এসেছে। ভিয়েনা ট্যুরিস্ট বোর্ডের এই কর্মকর্তা বলেন, 'আমার প্রতিদিনের অভ্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো রিংস্ট্রাস ধরে কর্মস্থলে যাতায়াত করা। আমি শহরের ঐতিহ্যবাহী ট্রামগুলোর একটিতে চড়ে কর্মস্থলে যাতায়াত করি। ট্রামে বসে ফোনে স্ক্রল করার পরিবর্তে আমি বই পড়তে ভালোবাসি, অথবা শুধু জানালার বাইরে দিয়ে চলে যাওয়া সুন্দর সুন্দর ভবনগুলো দেখি। আমি এটা উপভোগ করি। এটি এমন একটি ছোট্ট বিষয়, যা আমাকে প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয়ড়ভিয়েনায় সাধারণ বিষয়গুলোও আসলে কতটা অসাধারণ।'

৩. মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া)

তৃতীয় স্থানে আছে অস্ট্রেলিয়ার শহর মেলবোর্ন। শহরটি সংস্কৃতি ও পরিবেশের সম্মিলিত সূচকে সর্বোচ্চ ৯৬ নম্বর পেয়েছে। মেলবোর্নের বাসিন্দা অ্যান মেরি লেনন বলেন, 'মেলবোর্ন একটি বড় শহর, কিন্তু এটি যেকোনোভাবে হোক, গ্রামের মতো আচরণ করে।'

ক্রাউন প্লাজা কার্লটনের জেনারেল ম্যানেজার অ্যান মেরি এর আগে যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, 'এখানকার মানুষ সত্যিই আপনার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আর তার ওপর রয়েছে এখানকার সংস্কৃতি, খাবার, সংগীত, ফ্যাশন ও শিল্প। প্রতিটি উপশহরের নিজস্ব আলাদা আবহ ও পরিচয় রয়েছে।'

৪. সিডনি (অস্ট্রেলিয়া)

মেলবোর্নের মতো অস্ট্রেলিয়ার আরেক শহর সিডনিও এই তালিকায় রয়েছে। এই নগর স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় শহরটি শতভাগ নম্বর পেয়েছে। তবে এখানকার বাসিন্দারা বলেছেন, প্রকৃতির সহজলভ্যতা, বহু সাংস্কৃতিক মানুষ এবং ঘরের বাইরে জীবনকে উপভোগ করার সুযোগই শহরটিকে এত বেশি বসবাসযোগ্য করে তুলেছে।

নিউ সাউথ ওয়েলসের কর্মসংস্থান ও পর্যটনমন্ত্রী স্টিভ ক্যাম্পার বলেন, 'সিডনি জীবনকে সহজ করে তোলে। আপনি শহরের যেখানেই থাকুন না কেন, দারুণ কোনো দৃশ্য থেকে কখনোই খুব বেশি দূরে থাকবেন নাড়তা সে বন্দর হোক, নীল পর্বতমালা হোক কিংবা সমুদ্রসৈকত।'

স্টিভ ক্যাম্পার আরও বলেন, 'ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন, শহরতলী, অসাধারণ খাবার এবং জীবনযাপনের ধরনড়এ সবকিছু সিডনিকে বিশেষ করে তুলেছে। এটি একটি বৈশ্বিক শহর। তবু মনে হয়, যেন এটি অনেকগুলো স্থানীয় সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি শহর।'

৫. জুরিখ (সুইজারল্যান্ড)

যদিও ২০২৫ সালে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে থাকা জুরিখ এ বছর পঞ্চম স্থানে নেমে গেছে। কিন্তু শহরের বাসিন্দারা বলছেন, শহরটির দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং প্রকৃতির কাছে সহজে পৌঁছানোর সুযোগই এখানকার অসাধারণ জীবনমানের মূল ভিত্তি।

জুরিখের স্থানীয় বাসিন্দা ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর মানুয়েলা লিওনহার্ড বলেন, 'হ্রদ ও নদীগুলো ছাড়া জুরিখকে কল্পনা করা যায় না। প্রতিদিনই আমি হয় জুরিখ হ্রদ, লিমাট নদী কিংবা সিল নদীর পাশ দিয়ে যাই এবং নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করি।

'এখানকার পানিগুলো সতেজ ও স্বচ্ছ, আর পুরো শহরজুড়ে আমাদের ১ হাজার ২০০ এর বেশি ঝরনা রয়েছে, যেগুলোর পানি পান করা যায়।'

৬. জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)

জনকল্যাণমূলক নীতি ও সুশৃঙ্খল অবকাঠামোর কারণে সুইজারল্যান্ড ধারাবাহিকভাবে জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে প্রথম সারির দেশ। সুইজারল্যান্ডের দুটি শহর বসবাসের জন্য সবচেয়ে ভালো শহরের তালিকায় প্রথম ১০-এ স্থান পেয়েছে।

জেনেভা শহরটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও সহজে চলাচলের উপযোগী। তবে জেনেভার বাসিন্দারা মনে করেন, তাঁদের শহরের পরিবেশ অন্যান্য শহর থেকে কিছুটা আলাদা। এটি আয়তনে ছোট ও ঘনিষ্ঠভাবে বিন্যস্ত। এখানে নির্ঝঞ্ঝাট থাকা যায় এবং একটি বৈশ্বিক কেন্দ্রে যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকে, এর সবই রয়েছে এ শহরে।

সুইজারল্যান্ডের অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ শহরও জেনেভা। এখানে বাসিন্দাদের ৪০ শতাংশের বেশি বাসিন্দার জন্ম বিদেশে।

জেনেভার বাসিন্দা জেমস এফ রয়্যাল বলেন, এ বৈচিত্র্যের সুফল ভোগ করেন এখানকার মানুষ। বিভিন্ন ধরনের খাবার থেকে শুরু করে নানা সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে আসা মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ এখানে মেলে।

৭. ওসাকা (জাপান)

জাপানের ছোট্ট শহর ওসাকা গতবছরের মতো এ বছরও সবচেয়ে বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় নিজের সপ্তম স্থান ধরে রেখেছে। জাপানের রাজধানী টোকিওর মতো ওসাকা অতটা আলো-ঝলমলে নয়। কিন্তু শহরটির নিজস্ব একটি ছন্দ রয়েছে। জীবনধারার সেই ছন্দই ওসাকার বাসিন্দাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

৮. অ্যাডিলেড (অস্ট্রেলিয়া)

সবচেয়ে বসবাসযোগ্য শীর্ষ ১০ শহরের তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় শহর অ্যাডিলেড। গত বছরের তুলনায় এ বছর শহরটি একধাপ এগিয়ে ৮ নম্বরে উঠে এসেছে। ২০২৪ সালে ছিল ১১ নম্বর। অর্থাৎ শহরটি দিন দিন নিজেদের অবস্থার উন্নতি করছে এবং আরও বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠছে।

৯. ভ্যাঙ্কুভার (কানাডা)

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডের মতো কানাডার শহর ভ্যাঙ্কুভারও গত বছরের চেয়ে এ বছর এক ধাপ এগিয়েছে। সবচেয়ে বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় এবার ভ্যাঙ্কুভারের অবস্থান নবম। একসঙ্গে এটি তালিকায় স্থান পাওয়া উত্তর আমেরিকার একমাত্র শহর।

১০. টোকিও (জাপান)

জাপানের রাজধানী টোকিও এ বছর তিন ধাপ এগিয়ে সবচেয়ে বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় শীর্ষ ১০-এ উঠে এসেছে। ২০২৬ সালে টোকিওর সামগ্রিক স্কোর হচ্ছে-৯৬। শহরটি স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় পূর্ণ নম্বর ১০০ পেয়েছে। এ ছাড়া সংস্কৃতি ও পরিবেশে ৮৯ এবং অবকাঠামোতে ৯৩ নম্বর পেয়েছে।

জাসদের প্রতিষ্ঠাকালীন নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ হোসেনের স্মরণে শোকসভা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুদ্ধারে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান, দেশপ্রেমিক শক্তিকে সংগঠিত হওয়ার তাগিদ

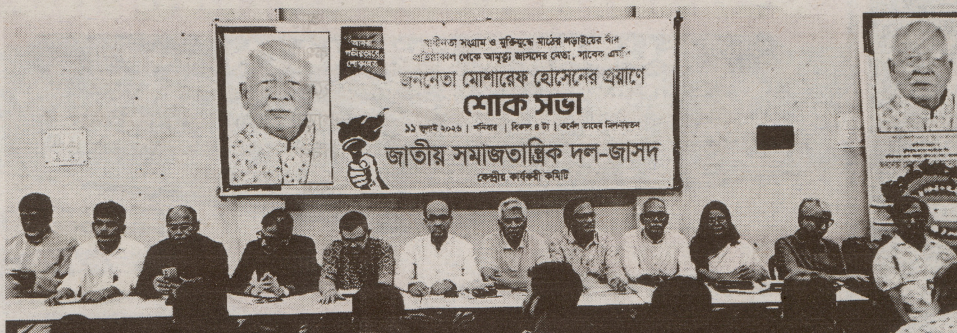

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সংসদ সদস্য ও জননেতা মোশাররফ হোসেনের স্মরণে এক আবেগঘন শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বক্তারা তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধে অবদান, সততা ও আদর্শিক নেতৃত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একই সঙ্গে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

গত ১১ জুলাই ২০২৬, শনিবার বিকেল ৪টায় ঢাকার শহীদ কর্নেল তাহের মিলনায়তনে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন দলের কার্যকরী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট রবিউল আলম। সভা পরিচালনা করেন জাসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নইমুল আহসান জুয়েল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াত নেতা মোশাররফ হোসেনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শোকসভায় বক্তব্য রাখেন ১৯৭০-৭১ সালের ঢাকা মহানগর ছাত্রনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিরুল হক, জাসদের সহ-সভাপতি ও ঢাকা মহানগরের সমন্বয়ক মীর হোসাইন আখতার, সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সফি উদ্দিন মোল্লা, স্থায়ী কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুজ্জামান বাদশা, ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টির সাধারণ সম্পাদক শামীম আরা, জাসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোহসীন, ওবায়দুর রহমান চুন্নু ও মীর্জা আনোয়ারুল হক, লক্ষ্মীপুর জেলা জাসদের সভাপতি আমির হোসেন মোল্লা, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মহিবুর রহমান মিহির, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. সেলিম, জাতীয় যুব জোটের সভাপতি শরিফুল কবির স্বপন, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সহ-সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র)-এর সভাপতি রাশিদুল হক ননী, প্রয়াত নেতার পুত্র শাহাদাত হোসেন ইমন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব হোসেন, যুক্তরাজ্য প্রবাসী নুরুল আমিনসহ জাসদ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, ষাটের দশকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে মোশাররফ হোসেন স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বিএলএফ (মুজিব বাহিনী)-এর রামগতি-হাতিয়া জোনের কমান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর জাসদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আমৃত্যু গণতন্ত্র, সমাজ পরিবর্তন এবং শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তাঁরা বলেন, জাতীয় পর্যায়ের একজন প্রভাবশালী নেতা হওয়া সত্ত্বেও মোশাররফ হোসেন সৎ, আদর্শবান ও সাধারণ জীবনযাপনের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, সংগ্রামী জীবন এবং জনকল্যাণে নিবেদিত ভূমিকা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তারা তাদের মূল্যায়ন তুলে ধরে বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দেশের রাজনৈতিক ধারায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁদের মতে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার আদর্শকে সমুন্নত রাখতে দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুসহ বিভিন্ন মামলায় কারাবন্দী রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির দাবিও জানান তারা।

সভায় বক্তারা প্রয়াত মোশাররফ হোসেনের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

এদিকে, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য মোশাররফ হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সিনিয়র সাংবাদিক, লায়ন ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা হাকিকুল ইসলাম খোকন এবং জেএসএফ-বাংলাদেশের সংগঠক হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন। এক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

সূত্র : হাকিকুল ইসলাম খোকন ।

Where Entrepreneurs Thrive
kw REALY NYC GROUP
KELLERWILLIAMS.

Buying Selling Renting

PRODIP KUNDU
Licensed Real Estate Salesperson

347-282-7920
718-697-6800 (Office)
pkkundu14@gmail.com
prodipkundu.kw.com

MLS

Keller Williams Realty NYC Group
2300 Eastchester Rd, Bronx, NY 10469
Each Office Is Independently Owned & Operated

বুকিং চলছে

Deepak Das
Director & General Secretary

শহরের কোলাহল ছেড়ে
নিরালায় স্বপ্নের বাড়ি

সুবর্ণ সুযোগ
জমি কিনে এফোর্ডএবল ফান্ডের সহায়তায় অল্প বিনিয়োগে বাড়ির মালিক হউন। ফান্ড পাওয়ার ও বাড়ি তৈরিতে সকল প্রকার সহায়তা করে থাকি

বিংহ্যাম্পটন, নরউইচ সিটি, আপস্টেট নিউইয়র্ক
সুলভ মূল্যে জমি ও বাড়ির বুকিং চলছে

CONTACT US
Phone : 646-593-0395
MWW PROPERTIES INC

TRIPWAY TRAVEL

WE SELL DOMESTIC & INTERNATIONAL TICKET

Emirates
QATAR AIRWAYS
KUWAIT
ETIHAD

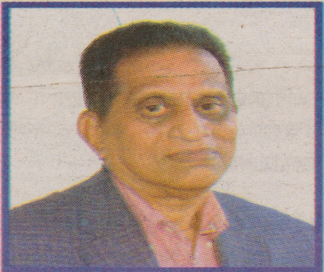

ZAKEER HOSSAIN BACCHU
CEO

NOTARY PUBLIC

Phone: 929-250-6780
Email: tripwaytravel@gmail.com
Office: 37-42 72nd street, Suite 1C, Jackson Heights, NY 11372

নিউইয়র্কে আপনার স্বপ্নের বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় জন্য একজন নির্ভরযোগ্য রিয়েল-এস্টেট কম্পানী।

SSNT REALTY

87-43 164th St, Queens, NY 11432

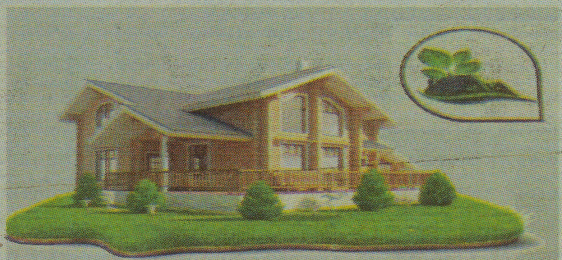

remaxquality@yahoo.com
shorafs@yahoo.com
(917) 807-5214
(718) 291-8888
(718) 291-8866

Shoraf Sarker
Licensd Real Estate Broker/Owner

EXIT REALTY PRIME

YOUR TRUSTED REALTOR

WASIF A ZAKIR RICHARD
NYS Licensed Real Estate Salesperson

YOUR HOME
YOUR FUTURE
MY PRIORITY

YOUR DREAM HOME DESERVES THE RIGHT GUIDANCE. FROM FIRST SHOWING TO FINAL CLOSING, I'M HERE TO MAKE YOUR REAL ESTATE JOURNEY SMOOTH AND SUCCESSFUL.

THINKING OF BUYING, SELLING & INVESTING IN REAL ESTATE?

CALL TODAY - KEYS ARE CLOSER THAN YOU THINK!

LETS CONNECT AND TALK REAL ESTATE
(929) 703 9035
REALTORWASIF19@GMAIL.COM

OFFICE:
189-10 HILLSIDE AVE. SUITE E,
HOLLIS,
NY 11423
(718) 262 0205

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

OUR SERVICES
- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
  - Individual
  - Corporation
  - Partnership
  - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public

NOTARY PUBLIC
AUTHORIZED e-file PROVIDER

TAX FILING

Subal C Debnath

OPEN 7 DAYS A WEEK
37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

বৈশাখী

BOISHAKHI Restaurant

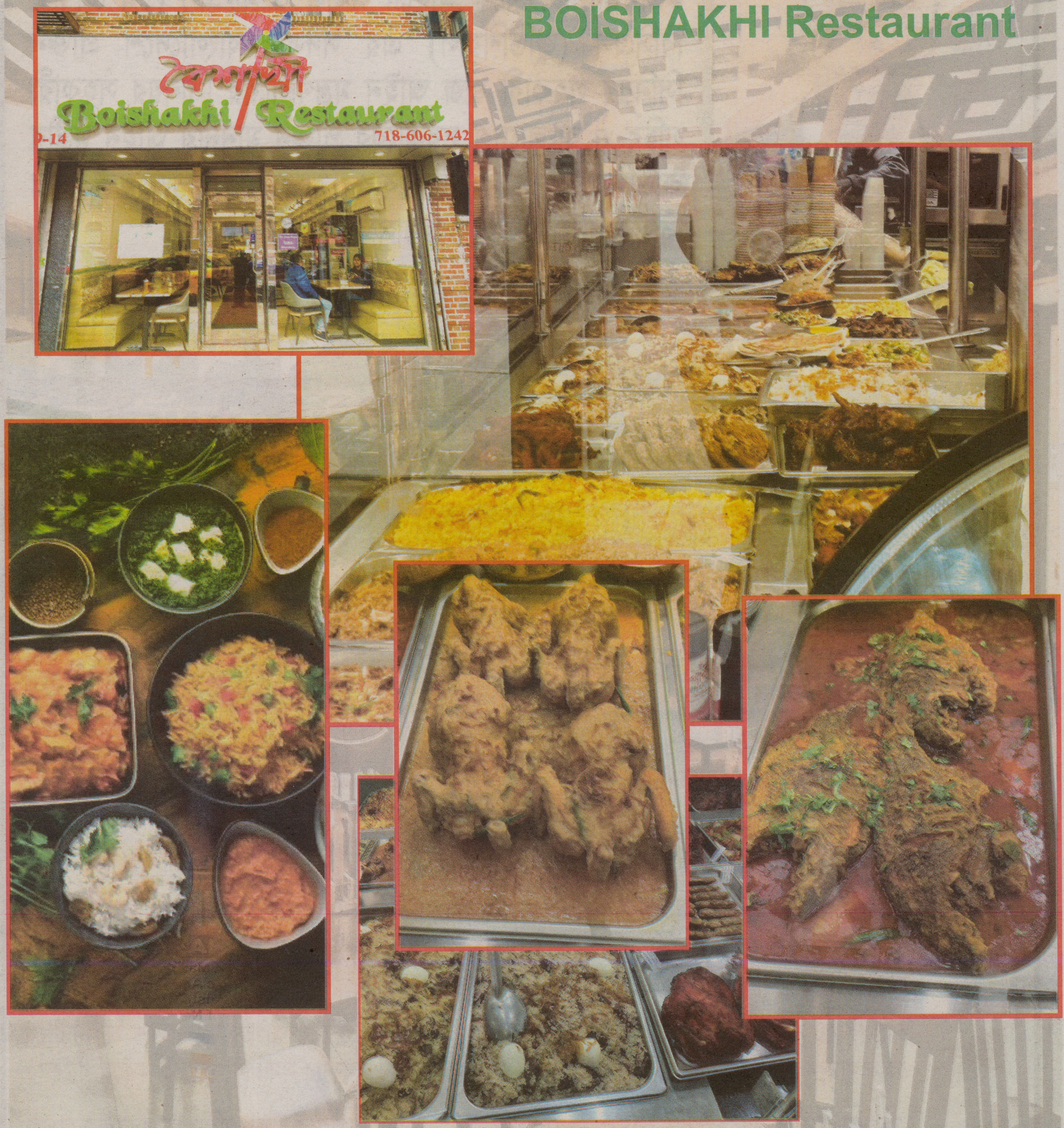

Restaurant, Catering & Party Hall

Phone : 718-606-1242

29-14 36th Ave, Astoria, New York

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যুনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104 Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

REALTOR® MLS

REALTY
BetterHomes
BETTER HOMES & ESTATES REALTY, LLC

Md Atiar Rahman
NYS LICENSED REALTOR

347-499-3309 718-701-0154
realtormrahman@gmail.com www.RealtyBetterHomes.com
148-45 Hillside Avenue, STE 201B, Jamaica, NY 11435

---

kw REALY NYC GROUP
KELLERWILLIAMS.

REALTOR® MLS

Cell : 917-379-4125
Office : 347-846-1200

Nycbestrealestate2023@gmail.com
www.EXITPrimeNY.com

75-35 31st Ave Suit 202
Jackson Heights NY 11370

NURUZZAMAN SARDER
Licensed Real Estate Salesperson

BUY? SELL? RENT? INVEST?
Call Me for a No-Obligation Consultation Today

EXIT
EXIT REALTY PRIME
REALTOR® MLS

347-834-7660
718-262-0205
718-262-0254
riyadrealtor@gmail.com
www.exitprimeny.com
189-10 Hillside Ave, Suite-E
Hollis, NY 11432

RIYAD HOSSAIN
Licensed Realtor

Each office is independently owned and operated

আপনার বাড়ি ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া ও ইনভেস্ট
নিশ্চিত করণে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

BUYING, SELLING, RENTING & INVESTING?
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

917-470-3438
718-255-6423
rasel.exitrealtycontinental@gmail.com
www.exitprimeny.com
1134 Liberty Ave, Brooklyn,
NY 11208

EXIT
EXIT REALTY PRIME
REALTOR® MLS

Each Office is independently owned and operated

MOHAMMED RASEL
Licensed Real Estate Agent

Thinking of Selling or Buying Your
Dream House?
আপনি কি 'স্বপ্নের বাড়ি' কেনার কথা ভাবছেন?

Please Contact

EXIT
EXIT REALTY PRIME

MUHAMMAD M. CHOWDHURY
NYS Licensed Realtor
347-870-1125

SABINA CHOWDHURY
NYS Licensed Realtor
347-744-7652

189-10 Hillside Avenue Suite E
Hollis NY 11432
www.EXITPrimeNY.com

Phone : 718-262-0205 Fax: 718-262-0254
Email : chowdhurym2015@gmail.com
sabinachow.nyc@gmail.com

GoRascal
Mortgage Broker

Razia
Sultana
Mortgage Broker
NMLS #2053880

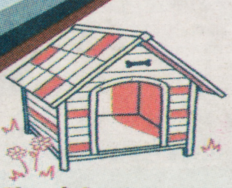

- 3.5% Down Payment
- 1099 Only Program (1-Year Tax File)
- Special program for Uber, Lyft, Yellow Cab drivers
- First-time Home Buyer Specialist
- Bank Statement Program
- Coops and Condos
- Foreign Nationals Program

- No-income Check Loans
- Mixed-use Properties
- Commercial Properties
- VA Loans-100% Financing

Company Services Include:
- 24 to 48- hour approvals
- Available 7 days a week
- Quick Pre-Approval
- Wholesale rates

LOW INTEREST RATE

Purchase
Refinance

Please contact for details:
Razia Sultana
516-369-6553

Razia@GoRascal.com
GoRascal.com/RaziaSultana

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Nurul Azim
Phone : 516-451-3748

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন

এষ্টোরিয়া নিউ ইয়র্ক

অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত

সময় সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বাংলা স্কুলে ভর্তি চলছে

বিষয় সমূহ

- সংগীত
- নৃত্য
- তবলা
- হারমোনিয়াম
- আবৃত্তি
- বাংলা
- অংকন

Dr. Sabita Das (PhD)
Fouder & President
Bonhishikha
Radio & TV Vocal Artist.
Music Teacher

এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সব ধরনের গান শেখানো হয়

স্কুলের ঠিকানা

৩৫-১৮ ৩৩ স্ট্রিট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬, ফোন : (৩৪৭)৪৫৫-৪৮৪৮

যোগাযোগ :

ড. সবিতা দাস (এষ্টোরিয়া) (৩৪৭)৪৫৫-৪৮৪৮
চমেন আফরোজ (এষ্টোরিয়া) (৯১৭)৮০৫ -৭০৪০
উইলি নন্দী (জ্যাকসন হাইটস) (৩৪৭)৯৮১-২৯৮২
সুলতানা নাসরিন (ইস্ট এলমহার্স্ট) (৩৪৭)৯৮১-৫৬৩৬
কানিজ আয়েশা (জ্যাকসন হাইটস) (৩৪৭)৬৬৬-১১৯৬
সুলতানা আহমেদ (ব্রস্কস) (৩৪৭)৬৫৩-৫০৯৫
জুঁই ইসলাম(ব্রস্কস) (৬৪৬)৩০৯-৩৫৭৬
শারমিন (উডসাইড) (৯১৭)৩৬১-২৮১০
সয়মা জামান (জ্যামাইকা) (৩৪৭)৮৩৭-০৭৩৩
নিলুফার ইয়াসমিন (এষ্টোরিয়া) (৩৪৭)৮৮১-৭১৭৯

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর

Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

Welcome

পদ্মা

হেয়ার ড্রেসার এন্ড বিউটি সেলুন

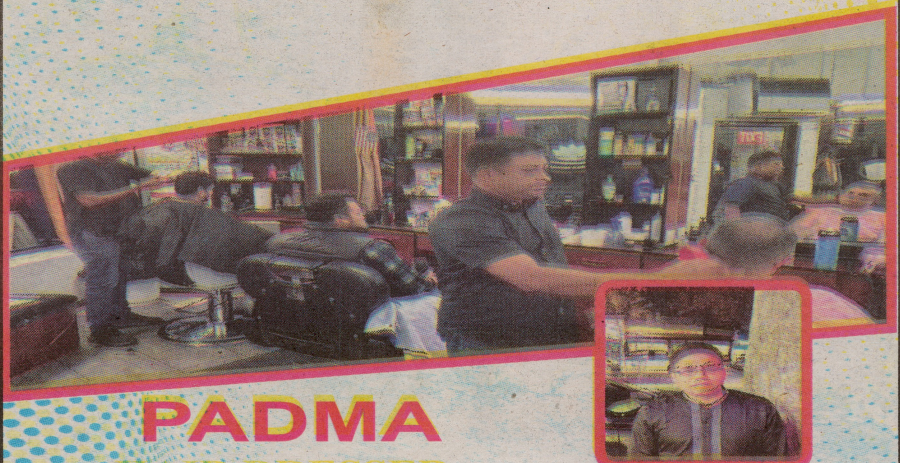

Shazal Chandra Shil

PADMA
HAIR DRESSER & BEAUTY SALON

Phone : (646) 592-5874
1464 Unionport Road, Bronx, New York 10462

সোনার বাংলা হেয়ারকাট সেলুন

SONAR BANGLA HAIRCUT SALOON

Haircut Hair color Facial and Massages Shave Men Threading

Sanaton Sil : 929-232-8150

Bangladesh Plaza, 37- 15 73rd Street, Jackson Heights New York 11372

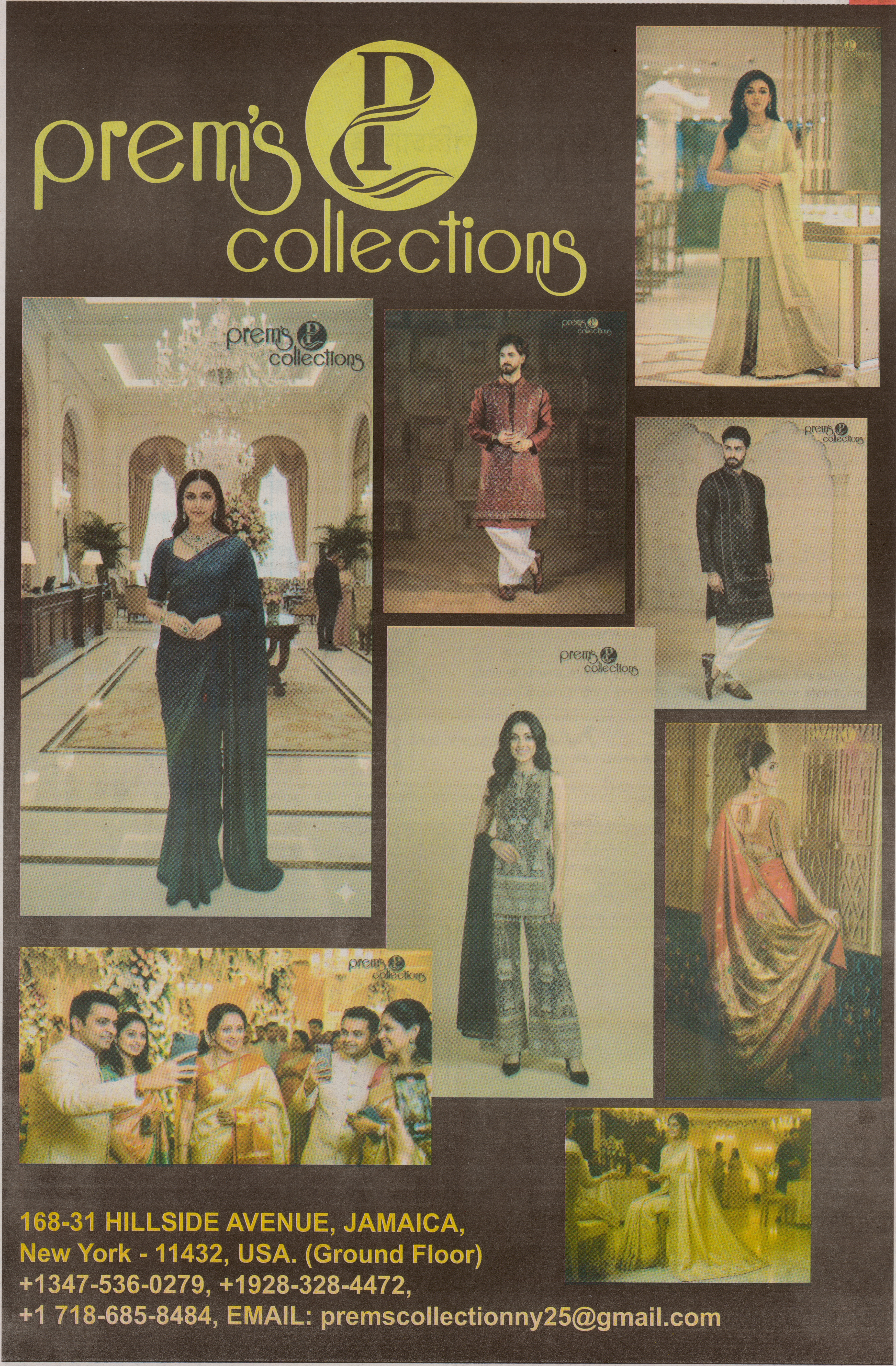
prem's collections
168-31 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA,
New York - 11432, USA. (Ground Floor)
+1347-536-0279, +1928-328-4472,
+1 718-685-8484, EMAIL: premscollectionny25@gmail.com

আগামী প্রজন্মের কণ্ঠে শাস্ত্রীয় সংগীতের নবজাগরণ

সোদপুর লোকসংস্কৃতি ভবনে রাগসংগীতের অনন্য আসর, মুগ্ধ করল ক্ষুদে শিল্পীদের পরিবেশনা

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়ে গত ১০ ই জুলাই ২০২৬ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের সোদপুর লোকসংস্কৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হলো এক মনোমুগ্ধকর শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর। বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীদ্বয় অলীক সেনগুপ্ত ও আদ্রিজা সেনগুপ্তের নিবিড় তত্ত্বাবধান, সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণ এবং আন্তরিক দিকনির্দেশনায় গড়ে ওঠা ক্ষুদে শিল্পীদের পরিবেশনায় মুখর হয়ে ওঠে পুরো মিলনায়তন।

অনুষ্ঠানে একে একে ঈশান দাস রাগ ইমন, অরিত্রিকা দলুই রাগ ইমন, অন্বেষা দলুই রাগ মধুবন্তী, অগ্নিক সিনহা রাগ আলহাইয়া বিলাওয়াল, নবনী হালদার রাগ ইমন এবং অনুষ্কা পান্ডে রাগ বেহাগ পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। প্রতিটি পরিবেশনায় রাগের স্বরূপ, লয়ের শৃঙ্খলা, তালজ্ঞান এবং কণ্ঠের পরিমিত সৌন্দর্য ছিল প্রশংসনীয়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে সন্তুর পরিবেশন করেন এই প্রজন্মের প্রতিভাবান শিল্পী শৌনক মজুমদার।

সঙ্গতে ছিলেন অলীক সেনগুপ্ত, রৌদ্রাস্ব রক্ষিত ও অর্চিষ্মান সিনহা রায়। ড. মধুমিতা বসুর সঞ্চালনা মুগ্ধ করে সকলকে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শ্রোতাদের উপস্থিতি ও উৎসাহ ক্ষুদে শিল্পীদের পরিবেশনাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

সমগ্র অনুষ্ঠান জুড়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের গুরু-শিষ্য পরম্পরার এক অনন্য আবহ সৃষ্টি হয়। ক্ষুদে শিল্পীদের আত্মবিশ্বাসী পরিবেশনা, সুরের শুদ্ধতা এবং রাগসংগীতের প্রতি তাদের আন্তরিক নিষ্ঠা প্রমাণ করে যে সঠিক দিকনির্দেশনা ও নিয়মিত সাধনার মাধ্যমে আগামী দিনে তারাই শাস্ত্রীয় সংগীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্টজনেরা মনে করেন, বর্তমান সময়ে যখন আধুনিক সংগীতের প্রবল স্রোতে শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চা নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তখন অলীক সেনগুপ্ত ও আদ্রিজা সেনগুপ্তের মতো নিবেদিতপ্রাণ শিল্পীদের উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণ আগামী প্রজন্মের মধ্যে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি ভালোবাসা, শৃঙ্খলা এবং নান্দনিক চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করবে। এ ধরনের আয়োজন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও নতুন প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে উপস্থিত সুধীজন অভিমত ব্যক্ত করেন।

চিত্রাঙ্কণ : উষ্ণীষ সেনগুপ্ত

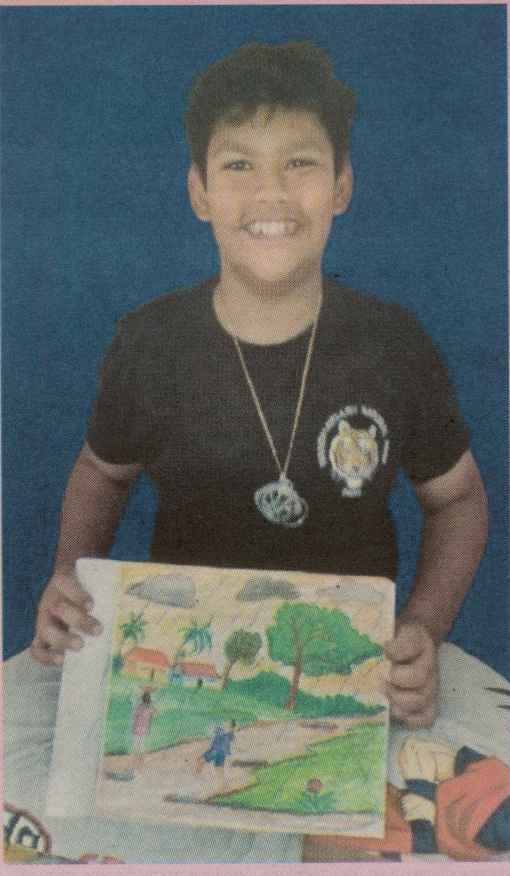

Aviraj jha class seven. St, Augustine school.

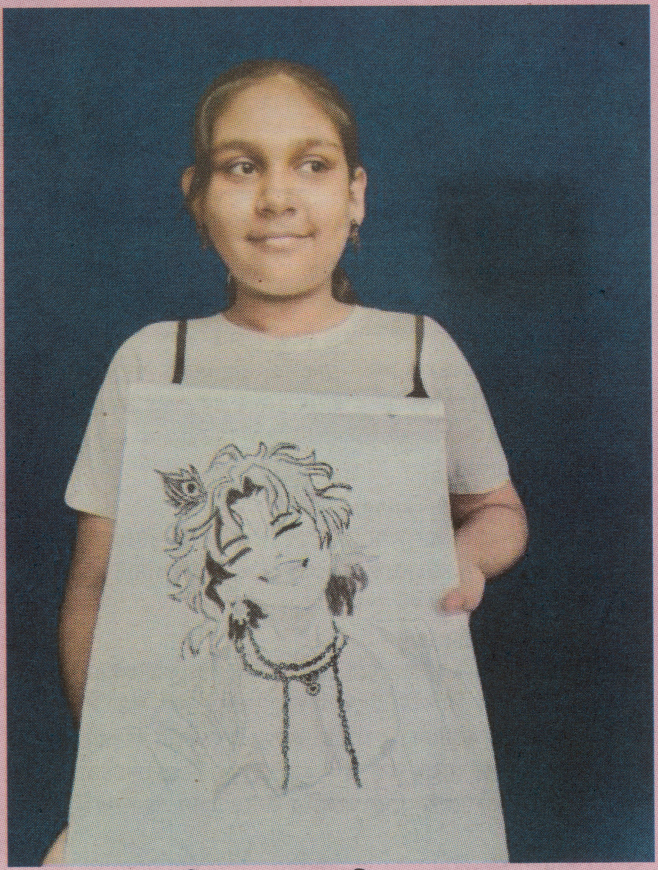

চিত্রাঙ্কণ : সৃজনি দে, ৫ম শ্রেণি

Is Behula's Bridal Chamber a Myth or Reality?

By Aadrita Showmmi

Walking along the narrow path of Gokul Medh feels like stepping back several centuries in time. The scattered brick walls, broken stairs, and unfamiliar structures seem to whisper that something once happened here—something that belongs not only to history but also to thousand-year-old folklore. The old stories, passed down from generation to generation, still retain their color.

Some call Gokul Medh Behula's bridal chamber, others say it is the deathbed of Lakhindar, while historians identify it as a Buddhist monastery (Vaidya Math). But which one is true? Standing at the center of this blend of myth, legend, and archaeology, one cannot help but wonder—do we really know the past of this structure?

Amid the ruins of Gokul Medh, these questions linger. The site is filled with fairy-tale-like folklore, yet every brick bears the imprint of deep Buddhist heritage. It reflects two worlds—on one side, the love story of Behula; on the other, the architectural style of the Sena and Gupta periods. On one side, mythical tales of serpents; on the other, solid archaeological evidence.

Located about 10 kilometers north of Bogura city, in Gokul village, this massive structure with around 172 rooms has endless stories attached to it. The name "Gokul Medh" immediately brings to mind the tragic love story of Behula and Lakhindar. For centuries, people have believed that this was Lakhindar's bridal chamber, where he died from a snakebite on his wedding night, supposedly due to the curse of the goddess Manasa.

After his death, Behula began her extraordinary journey—struggling to bring her husband back to life, traveling to the divine realm, dancing, and praying. These elements have been repeated in folklore for generations.

During the medieval period, the Mangal Kavya tradition was highly popular across Bengal. Many poets composed versions of the Manasamangal, centering around the establishment of the worship of goddess Manasa. The story of Behula's bridal chamber frequently appears in these texts.

However, researchers argue that there is no historical basis linking Gokul Medh to Behula and Lakhindar. According to folklore researcher Bellal Hossain, the association of Gokul Medh with Behula's bridal chamber only began to spread after 1926. In reality, Gokul Medh is an archaeological site.

Archaeologists believe the site was a Buddhist monastery built between the 2nd and 7th centuries CE. Though it appears like a mound from outside, inside lies a planned architectural complex. The 172 rooms are evenly arranged around a central prayer hall. The structure, wall thickness, and brick design indicate that it was not a royal residence but a place where monks lived, practiced meditation, religion, and medicine.

Excavations (1934–1936) revealed the foundation of a large temple or stupa, along with terracotta plaques from the Gupta period and later additions from the Sena period. Evidence even suggests the presence of a Hindu temple during a later phase.

Researchers also note that the architectural style of Gokul Medh does not match the supposed time of Behula and Lakhindar. Instead, it clearly reflects Buddhist construction traditions.

So where did the story come from?

Experts believe that over time, folklore merged with local imagination. The emotional appeal of Behula's story made people associate it with this mysterious site. The environment of Gokul Medh itself—with its silence and ancient ruins—further fuels imagination.

Even today, some locals believe that Behula's cries can be heard at night. The site has become part of fairs, songs, and folk performances. Yet, no archaeological evidence of Behula has ever been found—only Buddhist relics and historical remains.

So why does the story survive?

Because history creates memory, but folklore creates emotion. And it is emotion that keeps stories alive.

Gokul Medh is therefore not just an archaeological site—it is a meeting point of imagination, emotion, literature, and history. Whether or not Behula's story is true, Gokul Medh remains a unique heritage site of Bengal—one that continues to draw people into the depths of the past.

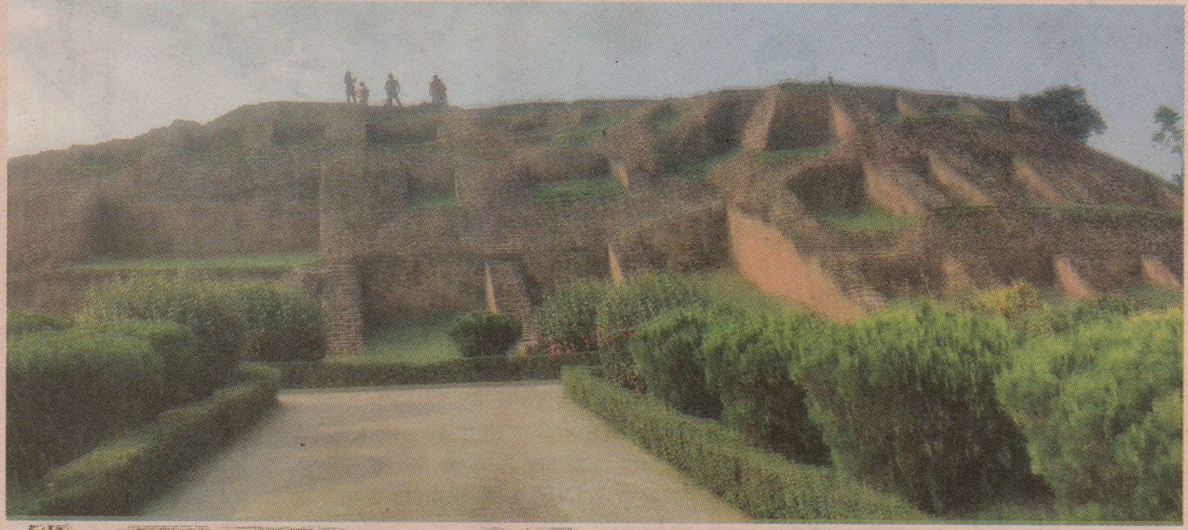

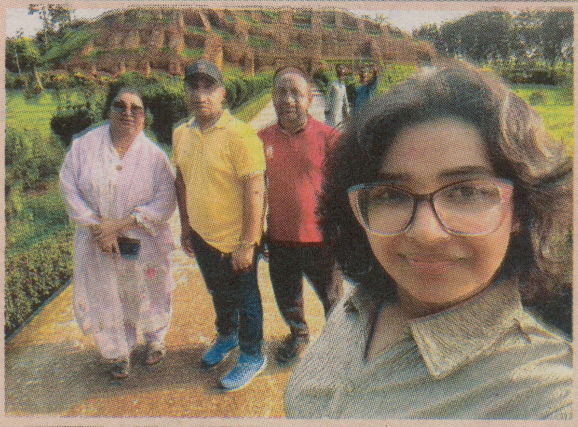

জেন-জির ভ্রমণ-অভিধানের নতুন শব্দগুলোর মানে জানুন

প্রজ্ঞা ডেস্ক : একসময় ভ্রমণ মানেই ছিল জনপ্রিয় কোনো গন্তব্যে যাওয়া। দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখা আর ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা। কিন্তু জেনুজি সেই ধারণাই বদলে দিচ্ছে। তাদের কাছে ভ্রমণ কেবল স্থান নয়, বরং একটি অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কারের উপায়। তাই ভ্রমণের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন শব্দ ও ধারণা। জেনে নেওয়া যাক এমনই কয়েকটি নতুন ট্রাভেল ট্রেন্ড।

মাইক্রো-কেশন (Micr0–cation)

মাইক্রো-কেশন হলো অল্প সময়ের ভ্রমণ। যেখানে মানসিকভাবে সতেজ হওয়ার লক্ষ্যে সপ্তাহান্তেই কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা। এই ভ্রমণের স্থায়িত্ব ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টা।

রুম রটিং (Room Rotting)

এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য সব সময় ঘুরে বেড়ানো নয়; বরং আরামদায়ক কোনো হোটেল বা রিসোর্টে থেকে বিশ্রাম নেওয়া, বই পড়া বা ঘুমিয়েই পুরো ছুটি কাটানো। রুম রটিং হলো এমন একটা জায়গায় গিয়ে থাকা, যেখানে আরাম করা ও খাওয়াটাই মুখ্য। অনেকে চিন্তা করার জন্য, অ্যাসাইনমেন্ট বা লেখালেখির জন্যও এমন ভ্রমণ বেছে নেন।

ক্যানন ইভেন্ট ট্রিপ (Canon Event Trip)

এটি এমন একটি ভ্রমণ, যা জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। হতে

পারে জীবনের প্রথম একা বিদেশভ্রমণ, বন্ধুদের সঙ্গে বিশেষ কোনো সফর বা নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে যাওয়া।

ডি-ইনফ্লুয়েন্সড ট্রাভেল (De-influenced Travel)

এ ক্ষেত্রে ভ্রমণকারীরা জনপ্রিয় 'ইনস্টাগ্রাম স্পট' এড়িয়ে চলেন। তাঁরা নিজেরাই খুঁজে নেন তুলনামূলক নিরিবিলি ও কম পরিচিত গন্তব্য।

মিরর ট্রিপ (Mirror Trip)

মূলত নিজেকে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। নিজের সঙ্গে সময় কাটানো, মানসিক প্রশান্তি খোঁজা বা ব্যক্তিগত বিকাশই এই বেড়ানোর লক্ষ্য।

অনেক সময় কোনো একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিরিবিলি ভাবার জন্যও কেউ এমন একটি ট্রিপে যেতে পারেন।

হোয়াই-কেশন (Why–cation)

এই ভ্রমণের আগে প্রশ্ন থাকেড়'কেন যাচ্ছি?' অর্থপূর্ণ কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য থাকলেই পরিকল্পনা করা হয় সফরের।

লোকাল লোর হান্টিং (Local Lore Hunting)

এই ভ্রমণে পর্যটকেরা স্থানীয় ইতিহাস, লোককাহিনি, সেখানকার মিথ ও সংস্কৃতি জানার চেষ্টা করেন।

মিন্টি বি ট্রাভেল (Minty B Travel)

মানসিক চাপ থেকে সাময়িক মুক্তির জন্য স্বল্প পরিসরের ভ্রমণ। নতুন নতুন রাস্তায় হাঁটা, এক জায়গা ঘুরতে গিয়ে আশপাশের কোথাও ঘুরে আসা এই ভ্রমণের মধ্যেই পড়ে।

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনভোজন-২০২৬
মিলনমেলা, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির বর্ণাঢ্য আয়োজন

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সংগঠন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব (এবিপিসি)-এর উদ্যোগে বনভোজন-২০২৬ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ জুলাই ২০২৬, রবিবার, নিউইয়র্কের ঋড়ৎঃ ঞরষফবহ চরপহরপ অৎবধ-এ সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দিনব্যাপী আয়োজিত এ বনভোজন সাংবাদিক, তাদের পরিবার, অতিথি এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন নিউইয়র্কের চ্যানেল আই টিভির সিইও রাশেদ আহম্মেদ, যিনি সকাল ১০টায় আনুষ্ঠানিকভাবে বনভোজনের সূচনা ঘোষণা করেন। এরপর সকালের নাস্তা, বারবিকিউ, মধ্যাহ্নভোজ এবং বিকেলের চা-নাস্তার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা দিনটি আনন্দঘন পরিবেশে উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে ছিল শিশু ও বড়দের জন্য নানা ধরনের ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক ইভেন্ট, আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। প্রতিটি ইভেন্টে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়, যা উপস্থিত সবার মধ্যে উৎসবের আমেজ আরও বাড়িয়ে তোলে।

বিকেলে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় 'মাটির গান'-এর প্রধান বাউল শিল্পী শাহীন হোসেন, লালনসংগীত শিল্পী তাহমিনারা রহমান (লাইজু) এবং হৃদয়বীণা সংগীতালয়-এর সিইও ও প্রতিষ্ঠাতা সংগীতশিল্পী আয়েশা খান। তবলায় সঙ্গত করেন বাংলাদেশ ও নিউইয়র্কের বিশিষ্ট তবলা শিল্পী তপন মোদাক। তাদের পরিবেশনায় উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ হন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাহ ফারুক রহমান এবং সম্পাদক দীপক আচার্য্য-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত শুভেচ্ছা পর্বে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সম্পাদক লাভলু আনসার, ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশের সাবেক প্রেস মিনিস্টার সাজ্জাত হোসেন সবুজ, সংগঠনের সহ-সভাপতি সাংবাদিক আকাশ খানসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

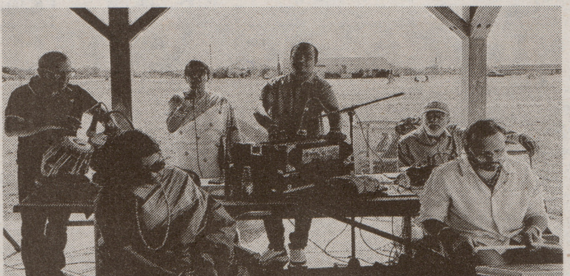

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কুইন্স বোরোর ডেমোক্রেটিক নেতা ফাহাদ সোলাইমান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কাজল মাহমুদ, বাংলাদেশি-আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অ্যাট নেচারের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মিজানুর রহমান, প্রজ্ঞা নিউজ-এর সম্পাদক ও প্রকাশক উত্তম কুমার সাহা, প্রজ্ঞা নিউজ-এর নির্বাহী সম্পাদক, আবৃত্তিশিল্পী ও ঊঢওঞ চৎরসব-এর রিয়েল এস্টেট সেলসপারসন মুনমুন সাহাসহ সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা।

দিনব্যাপী আনন্দ-উৎসব শেষে সংগঠনের সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য, অতিথি ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বনভোজন-২০২৬-এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পারস্পরিক সৌহার্দ্য, পেশাগত বন্ধন, পারিবারিক সম্প্রীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ে এবারের আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনভোজন-২০২৬ প্রবাসী বাংলাদেশি সাংবাদিক সমাজের জন্য একটি স্মরণীয় ও সফল আয়োজনে পরিণত হয়।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের ৫১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং প্রবাসে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয়কে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের ৫১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি সংগঠনের এক সভায় এ কমিটি অনুমোদন করা হয়।

নবগঠিত কমিটিতে সাখাওয়াত আলী সভাপতি এবং সুব্রত তালুকদার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে রয়েছেন সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, ড. আব্দুল ওহাব জোয়ারদার, অধ্যাপক রেজাউল করিম, দিদার শাহীন, আব্দুল গাফফার চৌধুরী খসরু, অধ্যাপক আব্দুল খালিক, অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমান, অধ্যাপিকা সঞ্চিতা ঠাকুর, আব্দুল মতিন পারভেজ ও মাহমুদুল হাসান।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বাপ্পী সোম, রেজা আব্দুল্লাহ, আজিজ চৌধুরী, নুরুল ইসলাম মিলন ও সমিরুল ইসলাম বাবলু।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন নুরুল তালুকদার, মইনুর রহমান শোয়েব, মতিউর চৌধুরী এবং বিপ্লব পাল।

এছাড়া শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমিনুল হক চুন্নু, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট জয়জিৎ আচার্য্য, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমদ, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার উত্তম কুমার সেন, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ নূর উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক কাজিরুল ইসলাম শিপন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা শিক্ষিকা ফয়জিয়া জাহান, দপ্তর সম্পাদক কবি ছালেহা ইসলাম, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক প্রভাষক আফাজুর রহমান চৌধুরী, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক বাবুল শীল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক রাশেদ উদ্দিন হীরা, ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক এস. এম. সাইমুম হোসেন এবং যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক সুব্রত শীল নির্বাচিত হয়েছেন।

কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বিজয় কৃষ্ণ সাহা, আবু তাহের চৌধুরী, ডা. মিতা চৌধুরী, কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি, রুহেল চৌধুরী, আক্তার হোসেন, হেলাল আহমেদ, মিনহাজ শরীফ রাসেল, সোহান আহমদ টুটুল, তজমুল হোসেন, হাবিবা কোরেশী, নুসরাত কবীর এলিন, রুহুল আলম চৌধুরী উজ্জ্বল, শ্যামল কান্তি চন্দ, আশফাকুল হক চৌধুরী, সৈয়দ ফয়েজ, শেখ অলি আহমদ এবং সৈয়দ রুহুল আলী।

সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন ড. নুরুন নবী, ইঞ্জিনিয়ার ফরাশত আলী, কমান্ডার মঞ্জুর আহমদ, তোফায়েল চৌধুরী, ফজলুর রহমান, আব্দুর রহিম বাদশা, জাকারিয়া চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার রানা হাসান মাহমুদ, কবি ফকির ইলিয়াস, নুরুল আমিন বাবু, অধ্যাপিকা হোসনেয়ারা বেগম, অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, মঈনুজ্জামান

চৌধুরী, লুৎফুন নাহার লতা, অ্যানি ফেরদৌস, মহিউদ্দিন দেওয়ান, ড. দিলীপ নাথ, রেফায়েত চৌধুরী, অ্যাডভোকেট শাহ বখতিয়ার, খোরশেদ খন্দকার, হেলাল মাহমুদ, দেওয়ান বজলু চৌধুরী, ডা. খোকন সাহা, আমিনুল ইসলাম কলিন্স, শফিকুল আলম, স্বীকৃতি বড়ুয়া এবং কাজী শহিদুল ইসলাম।

নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার।

সূত্র : সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন।

ট্রাম্পের অযৌক্তিক যুদ্ধ আর

শেষের পাতার পর

ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ধ্বংস করা এবং হিজবুল্লাহ, হামাসসহ আঞ্চলিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর প্রতি ইরানের সমর্থনের অবসান ঘটানো।

ট্রাম্পকে শেষ পর্যন্ত তাঁর এসব উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য থেকে সরে যেতে হয়েছে এবং তিনি এমন অবস্থায় সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, যেখানে ইরান কেবল তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারা পারমাণবিক বোমা তৈরি করবে না এবং ভবিষ্যতে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আরও আলোচনা করবে।

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সই হওয়া সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) এমনকি ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির কোনো উল্লেখ নেই। অন্যদিকে এমওইউতে লেবাননে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার উল্লেখ থাকায় হিজবুল্লাহ এটিকে তাদের 'বিজয়' হিসেবে উদ্‌যাপন করছে; যদিও ইসরায়েল এখনো লেবাননের একটি অংশকে 'বাফার জোন' হিসেবে দখল করে রেখেছে।

এ যুদ্ধে ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে হরমুজ প্রণালি। নৌপথে বিশ্ববাণিজ্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক জলপথ।

ইরান যুদ্ধ শুরুর আগে যুদ্ধ নিয়ে প্রায় সব কটি সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণে এ নিয়ে পূর্বাভাস দিয়ে বলা হয়েছিল, যুদ্ধ শুরু হলে ইরান খুব দ্রুত হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিতে পারে।

এ প্রণালি আবার খুলে দিতে এখন ট্রাম্প প্রশাসনকে তাদের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলো থেকে সরে আসতে বাধ্য হতে হয়েছে, নয়তো ট্রাম্পের ভাষায় একটি 'বিশ্বব্যাপী মহামন্দা' মোকাবিলা করতে হতো।

মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট কূটনৈতিক ফেলো বারবারা লিফ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধ শুরু করেছিল শাসনব্যবস্থার (ইরানের) স্থিতিশীলতা সম্পর্কে অবাস্তব মূল্যায়ন নিয়ে; পাশাপাশি তারা ইরানের হরমুজ প্রণালি দখল বা বন্ধ করে দেওয়ার সক্ষমতা এবং উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের স্থাপনায় তেহরানের আক্রমণ করার প্রস্তুতিকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নেয়নি।

বারবারা লিফ আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র দ্রুতই বুঝতে পারে, তারা এমন এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে, যারা চার দশক ধরে অপ্রচলিত যুদ্ধকৌশলে উন্নতি করেছে, দক্ষতা অর্জন করেছে। এমন প্রতিপক্ষকে পুরোপুরি পরাজিত করার প্রস্তুতি তাদের ছিল না।

অন্যদিকে যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ক্ষতি দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে, যার প্রভাব শেষ পর্যন্ত মার্কিন ভোক্তাদের ওপরও গিয়ে পড়ে। এতে তাদের কাছে যুদ্ধটি আরও বেশি অযৌক্তিক হয়ে ওঠে।

বারবারা লিফ বলেন, ট্রাম্প এখন একটি কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি আবার যুদ্ধ শুরু করতে চান না। কিন্তু যুদ্ধ যদি প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহেই শেষ হয়ে যেত, তাহলে যে পরিমাণ কৌশলগত চাপ দেওয়ার সুযোগ বা সুবিধা তিনি পেতে পারতেন, তার অনেকটাই তিনি এরই মধ্যে হারিয়ে ফেলেছেন।

কয়েক দিন ধরেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, ট্রাম্প প্রশাসন তাদের সমঝোতা স্মারকের শর্তগুলো পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে চায় না বা এ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। অবশেষে গত বুধবার একজন মার্কিন ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা একটি ব্রিফিং কলে এটি পড়ে শোনান; যদিও হোয়াইট হাউস এখনো এর কোনো অনুলিপি অনলাইনে প্রকাশ করেনি। এর কারণটিও স্পষ্ট। ট্রাম্পের নিজের দলের অনেকেই এই চুক্তিকে পছন্দ করছেন না। লুইজিয়ানার বিদায়ী মার্কিন সিনেটর বিল ক্যাসিডি এটিকে 'গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় পররাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত ভুল' বলে অভিহিত করেছেন।

ক্যাসিডি লিখেছেন, 'রিগ্যান কবরের ভেতরও এ নিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছেন। ইরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। বরং তারা শিখেছে, হরমুজ প্রণালি বন্ধ করার হুমকি খুবই কার্যকর। ভবিষ্যতেও তারা অবশ্যই এটিকে চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে। এখন এই চুক্তির মাধ্যমে ইরান নতুন করে সম্পূর্ণ অবকাঠামো গড়ে তোলার সুযোগও পাচ্ছে।'

নর্থ ক্যারোলাইনার রিপাবলিকান সিনেটর থম টিলিস বলেছেন, বুধবার প্রকাশিত ১৪ দফা তাঁর কাছে 'একটি ভালো চুক্তি' বলার জন্য যথেষ্ট মনে হয়নি।

ট্রাম্প বহু বছর ধরে বারাক ওবামার আমলে করা জয়েন্ট কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন বা যৌথ সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনার (জেসিপিওএ) সমালোচনা করে আসছেন। তিনি বলতেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরানকে পারমাণবিক বোমা বানানো থেকে বিরত রাখতে ঘুষ হিসেবে 'বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ' পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ট্রাম্পের নিজের ইরানের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের সময় এল, তখন তিনি নিজেকে এমন অবস্থানে পেলেন, যেখানে তাঁকে আরও অনেক বড় পরিসরের সম্পদের সম্ভাব্য হস্তান্তরকে যুক্তিসংগত বলে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। পাশাপাশি আরও কিছু আর্থিক প্রণোদনা, ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে লেবাননে যুদ্ধবিরতিকে সমর্থন এবং হরমুজ প্রণালির ভবিষ্যৎ নিয়ে ইরান ও ওমানকে আলোচনা করার অনুমতি দিতে হচ্ছে।

বিদেশের মাটিতে জব্দ করা ইরানি সম্পদ সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, 'এটা আমাদের অর্থ নয়, এটা তাদেরই অর্থ এবং আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেটা স্থগিত করেছি। আমার মনে হয়, আমাদের এটা তাদের ফেরত দিতে হচ্ছে।'

বুধবার কিছু সময়ের জন্য তাই মনে হয়েছিল, ট্রাম্পের কণ্ঠে প্রায় ইরানের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। ট্রাম্প বলছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র সৌদি আরবের যদি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র থাকে, তাহলে সেই যুক্তিতে ইরানেরও সেগুলো থাকা উচিত।'

ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এটা একটু কঠিন বিষয়, যখন অন্য দেশগুলোর কাছে এটি আছে, আশপাশের দেশগুলোর কাছেও আছে। আর আপনি কেবল তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও এ ধরনের লক্ষ্যে এটি ব্যবহার করতে দিচ্ছেন না। এখানে কিছুটা বাস্তব বুদ্ধি ব্যবহার করতে হবে।'

তবে যত কথাই বলা হোক, শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসনের এই সমঝোতা স্মারক একটি বাস্তববাদী সিদ্ধান্ত। এর রাজনৈতিক মূল্য যা-ই হোক না কেন, সংঘাত যত দ্রুত সম্ভব শেষ করতে হবে।

বারবারা লিফ বলেন, এই ভুলভাবে পরিকল্পিত যুদ্ধ শেষ হতে যাচ্ছে দেখে তিনি গভীর স্বস্তি অনুভব করছেন। তবে ট্রাম্প প্রশাসন আবারও সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে নাড়এটা নিশ্চিত করার মতো নিশ্চয়তা এখানে খুব একটা নেই।

বারাক ওবামার আমলের জেসিপিওএ আলোচনায় অংশ নেওয়া মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সাবেক কর্মকর্তা রবার্ট ম্যালি লিখেছেন, এই দুই চুক্তির তুলনা করা খুব একটা অর্থবহ নয়। কারণ, এগুলো মৌলিকভাবে ভিন্ন দুটি চুক্তি, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে হয়েছে। ম্যালি আরও লিখেছেন, 'মূল কথা হলো, এই সমঝোতা স্মারক বর্তমানে যেকোনো বিকল্প প্রস্তাবের তুলনায় অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।'

এই সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা জোর দিয়ে বলেন, 'এটাই চূড়ান্ত কথা।'

হরমুজ প্রণালি এড়াতে ভূমধ্যসাগরীয় পাইপলাইন

শেষের পাতার পর

এই পাইপলাইন মূলত ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় শহর কিরকুক থেকে সিরিয়ার উপকূলীয় শহর বানিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত। আগামী সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আলী আল-জাইদির বৈঠকে পাইপলাইনটি নতুন করে চালুর চুক্তি প্রকাশ করা হতে পারে বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে।

জাইদির এই সফরের আগেই চুক্তির বিস্তারিত নিয়ে কাজ করছেন তুরস্কে নিযুক্ত ট্রাম্পের রাষ্ট্রদূত এবং সিরিয়া ও ইরাকবিষয়ক দূত টম বারাক।

ইরাকের ওই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মিডল ইস্ট আইকে বলেন, জাইদির সঙ্গে একটি ভালো কাজের সম্পর্ক তৈরি করেছেন বারাক এবং তিনি এই পাইপলাইনটিকে লেভান্ট অঞ্চলের (পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা) এমন কিছু ব্যবসায়িক প্রকল্পের মডেল হিসেবে ব্যবহার করতে চান, যা যুক্তরাষ্ট্র ও স্থানীয় সরকারগুলোর জন্য লাভজনক হবে বলে তিনি জোর প্রচার চালিয়েছেন।

১৯৫২ সালে ইরাকের পেট্রোলিয়াম কোম্পানি দৈনিক প্রায় তিন লাখ ব্যারেল (বিপিডি) ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এই পাইপলাইনের নির্মাণকাজ শেষ করেছিল। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় সিরিয়া ইরানের পক্ষ নিলে ১৯৮০-এর দশকে বাগদাদ এই পাইপলাইন বন্ধ করে দেয়। ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর পাইপলাইনটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বর্তমানে এটি পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। নতুন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক (তেল সংরক্ষণের ট্যাঙ্ক), পাম্প এবং বৈদ্যুতিক সিস্টেমসহ এই লাইনের ব্যাপক মেরামতের প্রয়োজন। ওই অঞ্চলের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মিডল ইস্ট আইকে বলেন যে পাইপলাইনটি সম্ভবত পুরোপুরি বদলে ফেলতে হবে, যার জন্য দুই থেকে তিন বছর সময় লাগতে পারে। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি কোম্পানিকে একটি কনসোর্টিয়ামে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি।

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার অনুগত ইসলামপন্থী মিলিশিয়ারা দেশটির দীর্ঘদিনের শাসক বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ২০২৪ সালের শেষের দিকে সিরিয়া ও ইরাক এই পাইপলাইন পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিল। তবে সেই প্রাথমিক আলোচনা তখন খুব একটা হালে পানি পায়নি।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার জবাবে হরমুজ প্রণালির ওপর ইরান তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কারণে বানিয়াস পাইপলাইনটির বিষয়টি নতুন করে জরুরি হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের সময় সিরিয়ার মধ্য দিয়ে ট্যাঙ্কার ট্রাকে করে অপরিশোধিত তেল রপ্তানি শুরু করেছিল ইরাক, কিন্তু তার পরিমাণ ছিল কম।

মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক একজন স্বতন্ত্র বিশ্লেষক সারহাং হামাসাইদ মিডল ইস্ট আইকে বলেন, 'ইরাক সিরিয়াকে ভিন্ন আলোকে দেখতে শুরু করেছে। যুদ্ধের আগে (এই সম্পর্ক নিয়ে) তাদের সংশয় ছিল। কিন্তু যুদ্ধের বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ইরাকের সিরিয়াকে প্রয়োজন।'

আঞ্চলিক সূত্রগুলো মিডল ইস্ট আইকে জানিয়েছে, পাইপলাইন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানি যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বাগদাদ সরকারের ওপর শিয়া মতাবলম্বী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ইরানের ঘনিষ্ঠ মিলিশিয়াদের প্রভাব রয়েছে। সুন্নি মুসলিম নেতা শারার সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে তাদের দ্বিধা রয়েছে। এক দশক আগে আল-কায়েদার সিরীয় শাখা আল-নুসরা ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শারা।

কিন্তু বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর শারা যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ে (প্রভাববলয়ে) প্রবেশ করেন। তিনি এখন তুরস্ক এবং কাতার ও সৌদি আরবসহ উপসাগরীয় দেশগুলোর জোরালো সমর্থন পাচ্ছেন। ট্রাম্প প্রশাসন সিরিয়ার ওপর থেকে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে, যার মধ্যে শারার সাবেক বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। গত সপ্তাহে আঙ্কারায় ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে ট্রাম্প শারার প্রশংসা করে তাঁকে 'অসাধারণ' ও 'উচ্চ সম্মানের ব্যক্তি' বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্র গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছে যে তারা সিরিয়াকে সন্ত্রাসবাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকদের (এসএসটি) তালিকা থেকে বাদ দেবেড়যে তালিকায় ১৯৭৯ সাল থেকে সিরিয়ার নাম রয়েছে।

এই পদক্ষেপ পাইপলাইন প্রকল্পে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ করার পথ সুগম করতে পারে। ইরাক সরকার চলতি মাসের শুরুর দিকে সে দেশের হাদিসা ও কিরকুক থেকে সিরিয়ার বানিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত পাইপলাইন প্রকল্পের সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য মার্কিন কোম্পানি ক্যাপিটাল টিআই ও শেভরন এবং কাতারের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি প্রাথমিক চুক্তি অনুমোদন করেছে।

হরমুজ প্রণালির ওপর ইরানের যে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তার কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে ইরাক অন্যতম। দেশটি তার ৯৫ শতাংশ তেল রপ্তানির জন্য এই প্রণালির ওপর নির্ভর করে। ইরানের সঙ্গে ইরাকের কিছু মিলিশিয়া গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ইরাক তার তেল রপ্তানি করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

জ্বালানিবাণিজ্য বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান ভোরটেক্সা গত মাসে জানিয়েছে, মে মাসে সমুদ্রপথে ইরাকের তেল রপ্তানি ছিল গত বছরের গড় রপ্তানির মাত্র ৮ শতাংশ। যেখানে ইরাকের বাজেটের ৯০ শতাংশ অর্থই আসে তেল বিক্রি থেকে।

খামেনির জানাজায় ৭০টির বেশি দেশের প্রতিনিধি, হরমুজ প্রণালিতে বন্ধুরাষ্ট্রদের ছাড় দেবে ইরান

শেষের পাতার পর

'একটি চিরস্থায়ী স্মৃতি' হয়ে থাকবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে আরাগচি বলেন, 'আমাদের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির প্রতি সম্মান জানাতে ৭০টির বেশি দেশের প্রতিনিধি এসেছেন।

এর মধ্যে আমাদের বিশ্বস্ত আরব ভাইয়েরাও রয়েছেন। তাঁদের এ উপস্থিতি ইরানকে আনন্দিত করেছে।'

আরাগচি বলেন, 'এ ঐতিহাসিক স্মৃতি আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের পথচলায় আজীবন অম্লান থাকবে।' খামেনির জানাজার আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিতে তেহরানে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হচ্ছেন।

এদিকে চীনে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত আবদুর রেজা রহমানি ফাজলি জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাতায়াতকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর ওপর নতুন করে সার্ভিস ফি আরোপ করতে যাচ্ছে তেহরান।

তবে চলমান সংকটে যেসব দেশ ইরানের পাশে ছিল, সেগুলোকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্র এ ফি চালুর বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করলেও ইরান নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে হওয়া প্রাথমিক চুক্তিতে উল্লেখ আছে, প্রথম ৬০ দিন বাণিজ্যিক জাহাজগুলো কোনো ফি ছাড়াই এ প্রণালি পার হতে পারবে।

তবে ওই নির্দিষ্ট সময়ের পর কী নিয়ম কার্যকর হবে, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে।

এদিকে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড পিস ফোরামে অংশ নিয়ে ইরানি রাষ্ট্রদূত বলেন, এ গুরুত্বপূর্ণ জলপথের জন্য নতুন ব্যবস্থাপনা তৈরিতে ওমানের সঙ্গে যৌথ অংশীদারত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করছে ইরান।

ফাজলি বলেন, 'হরমুজ প্রণালির একটি অংশ আমাদের জলসীমার মধ্যে পড়ে। তাই আমরা অবশ্যই সেখানে সার্ভিস ফি ধার্য করব।' তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, এটি কোনো টোল বা জোরপূর্বক কর নয়।

নতুন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ফাজলি বলেন, 'হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা।

নৌযানগুলোর চলাচল তদারকি করা এবং বিপুলসংখ্যক জাহাজের কারণে পরিবেশের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, তা মোকাবিলা করাই আমাদের লক্ষ্য।'

বিপদের বন্ধুদের আশ্বস্ত করে রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, 'কঠিন সময়ে যেসব দেশ আমাদের বন্ধু হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছিল, নতুন এ ফি আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তাদের জন্য বিশেষ ছাড়ের বিষয়টি বিবেচনা করব।'

৫০ লাখ ডলার দিতে আদালতের নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

মামলার ক্ষতিপূরণ বাবদ তাঁর জমা রাখা ৫০ লাখের বেশি ডলার অবিলম্বে ক্যারলকে হস্তান্তরের আদেশ দিয়েছেন নিউইয়র্কের ফেডারেল বিচারক লুই কাপলান। গতকাল বুধবার দেওয়া এই আদেশের ফলে ট্রাম্পের এই অর্থ পরিশোধ পিছিয়ে দেওয়ার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হলো।

এই মামলা দীর্ঘ তিন দশকের পুরোনো। সাময়িকীর সাবেক কলামিস্ট জ্যঁ ক্যারলের অভিযোগ, ১৯৯৬ সালে নিউইয়র্কের একটি বিলাসবহুল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চেঞ্জিং রুমে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে যৌন নিপীড়ন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ২০১৯ সালে ক্যারল বিষয়টি প্রকাশ্যে আনলে ট্রাম্প এটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উড়িয়ে দেন।

ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের পর তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন ক্যারল। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে ২০২৩ সালের মে মাসে আদালতের একটি জুরিবোর্ড ক্যারলের যৌন নিপীড়ন ও মানহানির মামলায় ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণের রায় দিয়েছিলেন।

জুরিবোর্ডের সেই রায়ের পর থেকেই ট্রাম্প নিজেকে নির্দোষ দাবি করে উচ্চ আদালতে আপিল করে আসছিলেন এবং সম্প্রতি বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়।

আদালতের এই নতুন আদেশ এমন এক সময়ে এল, যখন ট্রাম্পের আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টের দোহাই দিয়ে এই অর্থ আটকে রাখার আবেদন করেছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল, সুপ্রিম কোর্টে ট্রাম্পের করা পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ঝুলে থাকা পর্যন্ত যেন ক্যারলকে কোনো অর্থ না দেওয়া হয়। তবে বিচারক কাপলান সেই যুক্তি কানে তোলেননি।

আদালতের এই নতুন সিদ্ধান্তের পর জ্যঁ ক্যারলের আইনজীবীদের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে ট্রাম্পের আইনজীবীরা বলেছেন, তাঁরা এই আদেশের বিরুদ্ধে আবার উচ্চ আদালতে আপিল করবেন।

ট্রাম্প শিবিরের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পাশেই আছেন। ডেমোক্র্যাটদের পয়সায় ক্যারল যে বানোয়াট নাটক সাজিয়েছেন, তার অবসান হওয়া দরকার। এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বন্ধের দাবি জানাচ্ছি আমরা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এসব আইনি নোংরামি রুখে দেবেন এবং দেশকে আবার মহান করার মিশনে মনোযোগ দেবেন।'

এর আগে ট্রাম্পের আইনজীবীরা আদালতে যুক্তি দিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগপর্যন্ত এই অর্থ আটকে রাখলে ক্যারলের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু প্রেসিডেন্টের জন্য তা অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনবে।

ট্রাম্পের আইনজীবীরা আদালতে লিখিত আবেদনে বলেন, 'এখনই ক্যারলকে অর্থ দেওয়া হলে পরে ট্রাম্প আপিলে জিতলেও সেই অর্থ আর ফেরত পাওয়া যাবে না। কারণ, ক্যারল নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন, এই অর্থ তিনি বিভিন্ন সংস্থায় দান করে দেবেন। একবার এই অর্থ তৃতীয় পক্ষের হাতে চলে গেলে তা আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়।'

আইনজীবীরা আরও দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায় আসার আগে অর্থ আটকে রাখলে ক্যারলের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, দেরি হওয়ার কারণে যে ক্ষতি হবে, তা পরবর্তী সময়ে সুদের মাধ্যমেই মিটিয়ে দেওয়া যাবে।

গত সপ্তাহে ফেডারেল আদালতের রায় বাতিল করতে ট্রাম্পের করা আপিলটি খারিজ করে দেন সুপ্রিম কোর্ট। এর পরপরই ক্যারলের আইনজীবীরা নিম্ন আদালতের বিচারকের কাছে ট্রাম্পের জমা দেওয়া টাকা ছাড় করার অনুরোধ জানান। এ খবর পেয়ে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি করে সুপ্রিম কোর্টে আবার একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জ্যঁ ক্যারলের করা দুটি মামলার মধ্যে এটি ছিল প্রথমটি। ২০২২ সালে করা দ্বিতীয় মানহানির মামলায় জুরিবোর্ড ট্রাম্পকে আরও ৮ কোটি ৩০ লাখ ডলার জরিমানা করেছিল। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ওই রায়ের বিরুদ্ধেও তিনি চলতি মাসের শেষ নাগাদ সুপ্রিম কোর্টে আপিল করবেন।

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার হাল!

শেষের পাতার পর

আদালতের রায়ে আবার বহাল হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ সংশোধনী। এই সরকারব্যবস্থা যুক্ত করে ত্রয়োদশ সংশোধনী আনা হয়েছিল ১৯৯৬ সালের ২৮ মার্চ। ২০১১ সালে আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা-সংবলিত ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন বাতিল করেন। সেই রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে ২০২৪ সালে জুলাই অভ্যুত্থানের পর আবেদন হয়েছিল। উদ্ভূত আপিল ও এ-সংক্রান্ত আবেদনের ওপর গত ২০ নভেম্বর রায় দেন আপিল বিভাগ। আগের রায় (১৫ বছর আগে দেওয়া) বাতিল করে এ-সংক্রান্ত (তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা-সম্পর্কিত) বিধান পুনরুজ্জীবিত করে এ রায় দেওয়া হয়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয় পরিবর্তন করে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের পাঁচটি ধারা বাতিল করে হাইকোর্ট রায় দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল খারিজ করে ৯ জুলাই রায় দেন আপিল বিভাগ।

এ প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাসম্পর্কিত বিধান কি সম্পূর্ণ পুনর্বহাল হলো, নাকি কিছু ঘাটতি থেকে গেল, চলুন খুঁজি তার উত্তর।

তত্ত্বাবধায়ক-সম্পর্কিত মূল বিধান কি ফিরেছে?

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী এনেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। ২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনী আইন সংসদে পাস হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ এই সংশোধনীতে সংবিধানে ৫৪টি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পঞ্চদশ সংশোধনীর পুরো আইন ও আইনের কয়েকটি ধারার বৈধতা নিয়ে ২০২৪ সালে হাইকোর্টে আলাদা রিট আবেদন হয়। চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর হাইকোর্ট রায় দেন।

হাইকোর্ট পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের পাঁচটি ধারা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণার পাশাপাশি সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান পুনর্বহাল করেন। এর বিরুদ্ধে করা তিনটি আপিল ৯ জুলাই খারিজ করেন আপিল বিভাগ। ফলে হাইকোর্টের রায় বহাল থাকল।

তবে সর্বোচ্চ আদালত এ বিষয়ে কোনো পর্যবেক্ষণ দেন কি না, তার জন্য পূর্ণাঙ্গ রায়ের অপেক্ষায় আছেন আইনজীবীরা। তাঁদের মতে, সংবিধানের তৃতীয় তফসিল সংশোধনে পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ৫৩ ধারাসহ আটটি ধারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত, এর মধ্যে ছয়টি বিধানে পরিবর্তন আসেনি।

পঞ্চদশ সংশোধনী আইনে সংবিধানে যে ৫৪টি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়, হাইকোর্টের রায়ে তার পাঁচটি ধারার বিষয়ে সিদ্ধান্ত এসেছে। এর মধ্যে দুটি ধারা (২০ ও ২১) তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থ-সম্পর্কিত। পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ ধারার মাধ্যমে সংবিধানের ৫৮(ক) অনুচ্ছেদ বিলোপ এবং ২১ধারার মাধ্যমে সংবিধানের ২(ক) পরিচ্ছেদে-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলোপ করা হয়েছিল। এই দুটি ধারা বিলোপ করাকে আদালতের রায়ে সাংঘর্ষিক ও বাতিল ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ ধারা দুটি সংবিধানে ফেরার পথ খুলেছে। ত্রয়োদশ সংশোধনী আইনের ২ ও ৩ ধারার মাধ্যমে সংবিধানে ৫৮(ক), ৫৮(খ), ৫৮(গ), ৫৮(ঘ) ও ৫৮(ঙ) অনুচ্ছেদ নতুন সন্নিবেশিত করার পাশাপাশি কয়েকটি অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন ও সংশোধন আনা হয়েছিল। আইনের ২ ধারার মাধ্যমে নতুন ৫৮(ক) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়; আর ৩ ধারার মাধ্যমে নতুন ২(ক) পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়। এই পরিচ্ছেদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে বলা ছিল। এ-সংক্রান্ত ৫৮(ক) অনুচ্ছেদে পরিচ্ছেদের প্রয়োগ; ৫৮(খ) অনুচ্ছেদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার; ৫৮(গ) অনুচ্ছেদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, উপদেষ্টাদের নিয়োগ ইত্যাদি; ৫৮(ঘ) অনুচ্ছেদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলি এবং ৫৮(ঙ) অনুচ্ছেদে সংবিধানের কতিপয় বিধানের অকার্যকারিতা সম্পর্কে বলা ছিল।

ত্রয়োদশ সংশোধনী নিয়ে মামলায় গত বছরের ২০ নভেম্বর আপিল বিভাগ রায় দেন। রায়ে সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইনের ধারা ৩ দিয়ে সন্নিবেশিত হওয়া সংবিধানের চতুর্থ ভাগের পরিচ্ছেদ '২(ক) পরিচ্ছেদ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' সম্পর্কিত বিধানাবলি এই রায়ের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত ও সক্রিয় করা হলো বলে উল্লেখ করা হয়।

রায়ে বলা হয়, এরূপ পুনরুজ্জীবন 'পরিচ্ছেদ ২(ক)'-এ উল্লেখিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সংক্রান্ত বিধানাবলির স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্বহাল নিশ্চিত করে। তবে পুনরুজ্জীবিত অনুচ্ছেদ ৫৮খ(১) এবং অনুচ্ছেদ ৫৮গ(২)-এর বিধানের প্রয়োগ সাপেক্ষে তা কার্যকর হবে। পুনর্বহাল ও পুনরুজ্জীবিত 'পরিচ্ছেদ ২(ক)'-এ উল্লেখিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারসংক্রান্ত বিধানাবলি কেবল ভবিষ্যৎ প্রয়োগযোগ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর হবে।

এর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা-সম্পর্কিত মূল বিধানগুলো ফিরছে বলে মনে করেন আইনজীবীরা। তাদের মতে, পুনরুজ্জীবিত বিধান চতুর্দশ অর্থাৎ আগামী সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে।

সর্বাধিনায়কতা ও মেয়াদ-সম্পর্কিত আগের বিধান কি ফিরেছে? : পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২২ ধারার মাধ্যমে সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন ও প্রতিস্থাপন করা হয়। এতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগগুলোর সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হবে এবং আইনের দ্বারা তার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে উল্লেখ করা হয়।

তার আগে ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৬১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ছিল, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগগুলোর সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হবে এবং আইন দিয়ে তার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে এবং যে মেয়াদে ৫৮(খ) অনুচ্ছেদের অধীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে, সে মেয়াদে ওই আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হবে।

পঞ্চদশ সংশোধনীতে 'যে মেয়াদে ৫৮(খ) অনুচ্ছেদের অধীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে, সে মেয়াদে ওই আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হবে' অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়, যা সংবিধানে রয়ে গেছে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কি উপদেষ্টা হতে পারবেন?

পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ৩৩ ধারার মাধ্যমে সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। এতে বলা হয়, বিচারক হিসেবে দায়িত্ব (অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) পালন করে থাকলে ওই পদ হতে অবসর গ্রহণ বা অপসারিত হওয়ার পর বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় পদ ছাড়া প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের অযোগ্য হবেন, যা এখনো সংবিধানে রয়েছে।

এরে আগে ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৯৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিচারকদের বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় পদ অথবা প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টার পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে বহাল হবেন না বলে উল্লেখ ছিল।

তত্ত্বাবধায়ক কি সংসদ ভাঙার পর, নির্বাচন কি তার আগে?

পঞ্চদশ সংশোধনীর আইনের ৪৪ ধারার মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানুসম্পর্কিত সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় পরিবর্তন আনা হয়। এর ভাষ্য, মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে এবং মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন হবে, যা রয়ে গেছে।

আগের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ১২৩(৩) অনুযায়ী, মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ত্রয়োদশ সংশোধনীর ৫৮(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টাদের নিয়োগের বিধান ছিল। পারিশ্রমিকুসম্পর্কিত শব্দগুলো কি ফিরল? : সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদে কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি বিষয়ে বলা আছে। ত্রয়োদশ সংশোধনীর ১৪৭ অনুচ্ছেদের (৪) দফায় প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা এবং মন্ত্রী, উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী উল্লেখ ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ৪৯ ধারার মাধ্যমে ১৪৭ অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী উল্লেখ করা হয়, যা এখনো রয়ে গেছে।

সংজ্ঞা-সম্পর্কিত বিধান কি ফিরেছে?

পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ৫১ ধারার মাধ্যমে ১৫২ অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়। এর ভাষ্য, 'প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা' অভিব্যক্তির সংজ্ঞা বিলুপ্ত হবে, যা রয়ে গেছে। তবে ত্রয়োদশ সংশোধনীর 'উপদেষ্টা অর্থ ৫৮(গ) অনুচ্ছেদের অধীন ওই পদে নিযুক্ত ব্যক্তি' এবং 'প্রধান উপদেষ্টা অর্থ অভিব্যক্তির ৫৮(গ) অনুচ্ছেদের অধীন ওই পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি' সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।

তৃতীয় তফসিলে শপথের কী হলো? : সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে পদের শপথ বিষয়ে বলা আছে। পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ৫৩ ধারার মাধ্যমে তৃতীয় তফসিলে সংশোধনী আনা হয়। ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তৃতীয় তফসিলে ফরম ১ক এবং ২ক সন্নিবেশিত হয়েছিল, যা পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ৫৩ ধারার মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়। অর্থাৎ ফরম ১ক এ উল্লিখিত রাষ্ট্রপতি যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হন, সে ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি তাকে শপথ পাঠ করাবেন এবং ফরম ২ক এ উল্লিখিত প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের রাষ্ট্রপতি শপথ পাঠ করাবেন। পঞ্চদশ সংশোধন আইনে এটা বিলুপ্ত করা হয়, যা রয়ে গেছে।

তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার কী ফিরল, কী ফেরেনি? : তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলুসংক্রান্ত রায় রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) চেয়ে আবেদন ও আপিল এবং পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলকারী সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ চারজনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের আটটি ধারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থুাসম্পর্কিত। এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা-সম্পর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ ও ২১ ধারা বাতিলের রায় বহাল রয়েছে। ফলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার; তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, উপদেষ্টাদের নিয়োগ ইত্যাদি এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলিড়মূল বিধানগুলো ফিরেছে।

সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে আনা সংশোধনীসহ অপর ছয়টি বিধান অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়নি বলে জানান শরীফ ভূঁইয়া। তাঁর মতে, এর মধ্যে পঞ্চদশ সংশোধনীর যে বিধানের মাধ্যমে সংসদ ভেঙে যাওয়ার নব্বই দিন আগে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয়েছে, তা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ, সংসদ ভেঙে যাওয়ার নব্বই দিন আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা সম্ভব নয়।

জ্যেষ্ঠ এই আইনজীবী বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের শপথ গ্রহণের বিধানও ফেরেনি। পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের আরেকটি ধারা বিদ্যমান থাকায় বা বাতিল না হওয়ায় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টা পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে। কারণ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টার লাভজনক পদ গ্রহণ না করা সম্পর্কিত ওই বিধানও বাতিল হয়নি। প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের সাংবিধানিক অস্তিত্ব ফিরে এলেও তাঁদের আগের শপথের ফরম, সংজ্ঞাগত অবস্থান ও পারিশ্রমিক-সম্পর্কিত ধারাগুলো তথা সাংবিধানিক সুরক্ষার বিধানগুলো ফেরেনি। শরীফ ভূঁইয়া বলেন, তবে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় (৯ জুলাই দেওয়া) পেলে বুঝব ওইসব ব্যাপারে আদালতের কোনো পর্যবেক্ষণ আছে কি না। পর্যবেক্ষণে যদি না থাকে, সে ক্ষেত্রে বিষয়গুলো জাতীয় সংসদের মাধ্যমে সুরাহা হতে হবে। এ জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়বে।

সম্পাদকীয়

দ্বিতীয় পাতার পর

বাস্তবতা। তাই দেশে সংঘটিত প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই সাধারণ মানুষের কাছে রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হওয়া উচিত একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি। কোনো একটি শক্তির ওপর অতি নির্ভরশীল না হয়ে, আঞ্চলিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে,জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে,সবার সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখাই হবে বিচক্ষণ কূটনৈতিক পরিচয়। বন্ধুত্ব থাকবে, সহযোগিতা থাকবে; কিন্তু দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আপসের কোন সুযোগ নেই। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের মর্যাদার ভিত্তিই হওয়া উচিত, বাংলাদেশ কারও প্রতিপক্ষ নয়, আবার কারও অনুসারীও নয়।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নতুন নয়। মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে নানা মতভেদ থাকা সত্বেও বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ইতিহাস দীর্ঘ। স্বাধীনতার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে উন্নয়ন সহযোগিতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রযুক্তি, বাণিজ্য এবং মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে উল্লেকযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে তৈরি পোষাক আমদানি ও রোহিঙ্গা সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা বাংলাদেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার বিভিন্ন সময়ে দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্যও হয়েছে। অর্থাৎ এই সম্পর্ক একেবারে একতরফা ছিল না। এ সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতা ও আলোচনার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি পরিণত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ইতিহাস ভিন্ন সময় ও ভিন্ন বাস্তবতার হলেও উভয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি প্রায় একই। তাছাড়া দুটি জাতির মৌলিক আকাঙ্ক্ষাও এক জায়গায় মিলিত হয়েছিল যা; স্বাধীনতা, মর্যাদাপূর্ণ জীবন এবং মানুষের অধিকার আর কল্যাণকর একটি উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রত্যয়ে।

এই প্রত্যাশা নিয়েই প্রজ্ঞা নিউজ আবারো যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। একই সঙ্গে আমরা আশা করি, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভবিষ্যতেও পারস্পরিক আস্থা, সমতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং অভিন্ন স্বার্থের উপর ভিত্তি করে আরও শক্তিশালী হবে, যা উভয় দেশের জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। পাশাপাশি বাংলাদেশও তার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বসমাজে মর্যাদার সঙ্গে এগিয়ে যাবে।

Mollika Electronics

1 Stop Solution for cellular needs

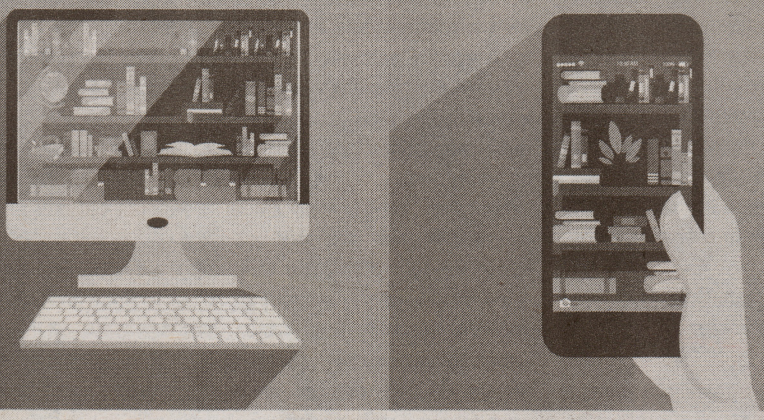

we repair all types of cell phone and computer Devices
We sell all types phones and accssories.

Tel: (718) 334-0100

3765 74th St Jackson Heights, NY 11372

Email: wirelessmsn@gmail.com

J. K. GAIN MULTISERVICES
J. K. GAIN INSURANCE AGENCY

JK Gain Multi

Notary Public

IRS e-file AUTHORIZED PROVIDER

* TAX SERVICES
* INSURANCE TLC INCURANCE (YELLOW, BLACK & GREEN CAB)
* Life Insurance
* Auto. Home. Business
* Medicare Health Insurance
* Immigration Services
* DDC. (6 Hrs. Defensive Class)

Pay your Bill here

প্রতি রবিবার একঘন্টার ফ্রি কর্মশালা : সময় : সন্ধ্যা ৭ টা থেকে

LOW COST GUARANTEE

Jaydeb Gain

Tel : 347-536-5107, Office : 917.396.4509
gain_jaydeb@yahoo.com, www.JKGainMulti.com
41-15 75th Street, Suite 2 Elmhurst, NY 11373

SR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস

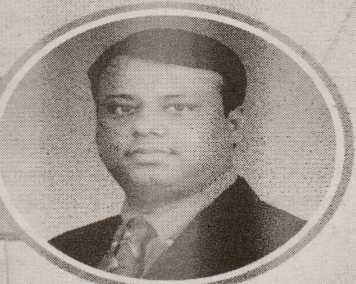

বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পুণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue, Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

Sumi's
Beauty Salon & Boutique

SUMI'S

By Sumi's Collection's

Sumi Roy

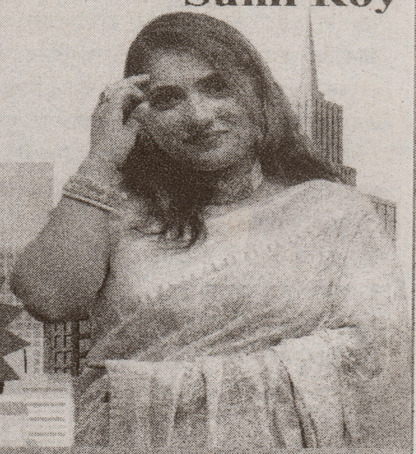

- Nails & SPA
- Eyebrows Threading
- Eyelashes Extention
- Makeup & Hair
- Facial
- Saree
- Salwar Kameez
- Lehenga
- Men Punjabi
- Wedding & Party Wears
- Kids Wears
- Jewelry
- And Many More

OPEN 7 DAYS 10AM TO 8PM SUNDAY 10AM TO 6:30PM SHOP NOW

(929) 365-4798
(657) 749-2054
sumibeautysalon176@gmail.com

Store Hours
Open 7 Days a Week
9:00AM to & 7:30 PM (Mon to Sat)
10:00 AM to 6:00 PM (Sunday)

176-08 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432

MLS

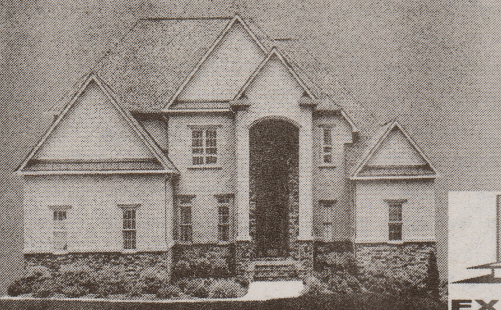

EXIT REALTY PRIME

Text Ratan to 85377
for Digital Business card

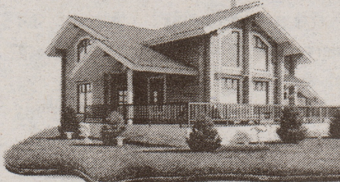

Thinking of Selling or buying a home? Please call today for a free no obligation consultation and market analysis of your desired home

Ratan K. Chakraborty

Cell: (917)-774-6893, Phone: (718)-262-0205
Fax: (718)-262-0254
E-mail: ratanc1@yahoo.com

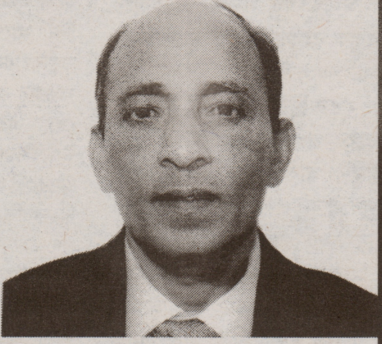

Ratan K. Chakraborty
NYS Licensed Realtor

189-10 Hillside Avenue, Suite E, Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each office is independently owned and operated

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!

SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$

Residential, Commercial, Foreclosure HUD Sale, Short Sale Specialist.

BUY - SELL - RENT

আপনার বাড়ীর
Free Market Analysis and Consultation এর জন্য
যোগাযোগ করুন :
মোহাম্মদ সেলিম রেজা
Lic. Real Estate Sales Person
আমরা বাংলায় কথা বলি

Cell : 929-393-7331

20 Years Experience

EXIT REALTY PRIME

Mohammad Salim Reza (MBA)
NYC Licensed Realtor, Professional/Couteous!
Tel : 929-393-7331
Email: mrezarealtor@gmail.com

189-10 Hillside Ave, Suite E,
Queens, NY 11423
Office : 718-262-0205
Fax: 718-262-0254

The Young Women's Leadership School of Astoria Celebrates the Graduation of the Class of 2026

Progga News Desk : The Young Women's Leadership School of Astoria in Queens, New York, proudly celebrated the graduation of its Class of 2026 with a memorable commencement ceremony honoring the achievements of its graduating students. Filled with joy, pride, and excitement for the future, the event brought together graduates, their families, faculty members, school administrators, and invited guests.

During the ceremony, members of the Class of 2026 were officially awarded their graduation certificates in recognition of their academic accomplishments. School administrators and faculty praised the graduates for their dedication, leadership, creativity, perseverance, and commitment to excellence throughout their educational journey. Speakers noted that graduation represents not only the successful completion of an important chapter in the studentsÕ academic lives but also the beginning of new opportunities in higher education, professional careers, and community leadership.

School officials congratulated the graduates and reaffirmed the institutionÕs mission of empowering young women to become confident leaders, critical thinkers, and responsible citizens. They expressed confidence that the Class of 2026 will continue to excel in their future endeavors and make meaningful contributions to their communities and beyond.

The ceremony also featured congratulatory remarks, reflections on the graduatesÕ achievements, and the formal presentation of graduation certificates. Graduating students expressed heartfelt appreciation to their teachers, parents, families, and classmates for their unwavering encouragement and support throughout their educational journey.

The celebration concluded with warm congratulations and best wishes for the graduates as they embark on the next chapter of their lives, with hopes for continued success in higher education, future careers, and personal growth.

অ্যাস্টোরিয়ার ইয়াং উইমেনস লিডারশিপ স্কুলের ২০২৬ ব্যাচের বর্ণাঢ্য গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন

নিউইয়র্কের কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়ায় অবস্থিত দ্য ইয়াং উইমেনস লিডারশিপ স্কুল অব অ্যাস্টোরিয়া-এর ২০২৬ সালের গ্র্যাজুয়েটদের বিদায় ও সম্মাননা উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আনন্দ, আবেগ, গর্ব এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নে উজ্জ্বল এই আয়োজন শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে ২০২৬ সালের গ্র্যাজুয়েটদের আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ প্রদান করা হয়। এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়, নেতৃত্বগুণ, সৃজনশীলতা এবং শিক্ষাজীবনের সাফল্যের প্রশংসা করা হয়। বক্তারা বলেন, এই অর্জন শুধু একটি শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তি নয়, বরং উচ্চশিক্ষা, পেশাগত জীবন এবং সমাজসেবার নতুন যাত্রার সূচনা।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ইয়াং উইমেনস লিডারশিপ স্কুল সবসময়ই মেধাবী, আত্মবিশ্বাসী ও নেতৃত্বদানে সক্ষম নারী গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৬ সালের এই ব্যাচও সেই ধারাবাহিকতার উজ্জ্বল উদাহরণ। তারা ভবিষ্যতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেড়এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

অনুষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের সম্মানে স্মৃতিচারণ, শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় । শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক, অভিভাবক ও সহপাঠীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জীবনের নতুন অধ্যায়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে ২০২৬ সালের সকল গ্র্যাজুয়েটের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

P.S. 220Q – The Edward Mandel School Celebrates the Class of 2026 Fifth Grade Graduation with Pride and Joy

Progga News Desk : QUEENS, NEW YORK — P.S. 220Q – The Edward Mandel School in Queens, New York, proudly celebrated its 2026 Fifth Grade Graduation and Certificate Ceremony in a joyful and memorable atmosphere. The event was filled with pride, excitement, and heartfelt emotions as students, parents, teachers, school administrators, and special guests gathered to honor the achievements of the graduating class.

The celebration marked an important milestone in the lives of the fifth-grade students as they successfully completed their elementary school journey. Graduates were presented with official certificates in recognition of their dedication, academic progress, creativity, discipline, and personal growth throughout the school year.

School leaders and educators praised the students for their hard work, perseverance, leadership qualities, and commitment to learning. They emphasized that completing elementary school represents the beginning of a new chapter, encouraging students to enter middle school with confidence, determination, and a continued passion for success.

Principal Josette Pizarro congratulated the graduates and highlighted the importance of the collective efforts behind their accomplishments. She said that every studentÕs success reflects their own dedication, the commitment of teachers, and the continuous support and encouragement of parents and families.

Principal Pizarro encouraged students to carry honesty, compassion, responsibility, and leadership values as they continue their educational journey. She expressed confidence that the graduates will achieve great success in the future by remaining focused and committed to their goals.

Vice Principals Rose Valerio and Jessica Maldonado also shared inspiring messages with the graduating students. They reminded students that each of them possesses unique talents and unlimited potential. They encouraged graduates to move forward with confidence, a positive mindset, and determination, noting that they have the ability to make meaningful contributions to their communities.

The ceremony featured special reflections, congratulatory messages, and the presentation of graduation certificates. Graduating students expressed heartfelt appreciation to their teachers, parents, and family members for their guidance, encouragement, and support. They also pledged to continue their educational journey with dedication and enthusiasm.

The celebration concluded with warm wishes for the Class of 2026 as they embark on the next stage of their academic lives. The event ended with proud smiles, enthusiastic applause, emotional moments, and memorable photographs capturing a special milestone in the studentsÕ lives.

P.S. 220Q – The Edward Mandel SchoolÕs graduation ceremony reflected the schoolÕs strong commitment to nurturing student success, character development, and lifelong learning.

পি.এস. ২২০ কিউ-এর এডওয়ার্ড ম্যান্ডেল স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বর্ণাঢ্য গ্র্যাজুয়েশন ও সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে অবস্থিত পি.এস. ২২০ কিউ-এডওয়ার্ড ম্যান্ডেল স্কুলে ২০২৬ সালের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গ্র্যাজুয়েশন ও সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠান উৎসবমুখর

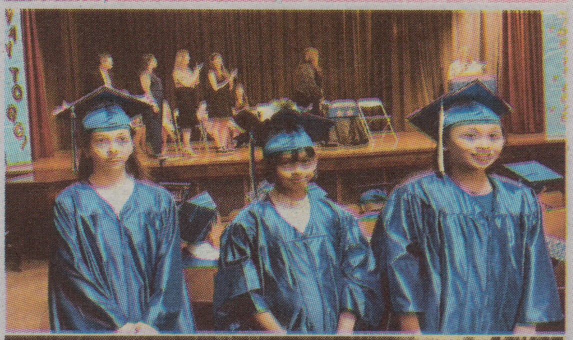

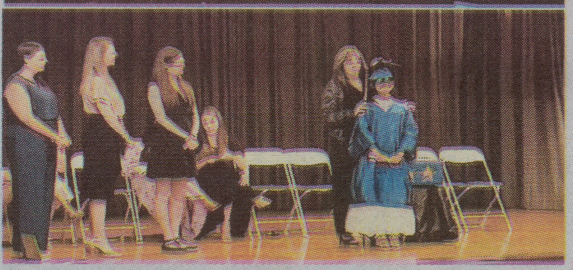

পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আনন্দ, আবেগ, গর্ব এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নে উজ্জ্বল এই আয়োজনে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে পুরো ক্যাম্পাস উৎসবের রূপ ধারণ করে।

অনুষ্ঠানে পঞ্চম শ্রেণি সফলভাবে সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা, নেতৃত্বের গুণাবলি, সৃজনশীলতা এবং শিক্ষাজীবনের সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। বক্তারা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি শিক্ষার্থীদের জীবনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা। আগামী দিনে তারা মধ্য বিদ্যালয়ে আরও আত্মবিশ্বাস ও সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাবেড়এমন আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল Josette Pizarro গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, প্রতিটি শিক্ষার্থীর এই অর্জনের পেছনে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, শিক্ষক-শিক্ষিকার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অভিভাবকদের নিরন্তর সহযোগিতা। তিনি শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের শিক্ষাজীবনে সততা, মানবিক মূল্যবোধ এবং নেতৃত্বের গুণাবলি ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। ভাইসপ্রিন্সিপাল Rose Valerio Ges Jessica Maldonado শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তারা বলেন, প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যেই অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় এবং ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে গেলে তারা ভবিষ্যতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করবে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সম্মানে স্মৃতিচারণ, শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং আনুষ্ঠানিক সার্টিফিকেট প্রদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক, অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং জীবনের নতুন অধ্যায়ে আরও নিষ্ঠা ও উদ্যমের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ২০২৬ সালের সকল গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, উচ্চশিক্ষায় সাফল্য এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্জনময় পথচলার জন্য শুভকামনা জানানো হয়। করতালি, হাসি, আবেগঘন মুহূর্ত এবং স্মরণীয় আলোকচিত্র ধারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

HYBRID AUTO INSURANCE

OUR SERVICES

TLC INSURANCE

TLC SUMMONS

TLC VEHICLE & PLATE TRANSFERS

TLC NEW VEHICLE APPLICATIONS

Hybrid Auto Insurance

9811 Astoria Blvd Floor 2, East Elmhurst, NY 11369

646-919-5075, insurance@hybridauto.nyc

KA
ACCIDENT LAW FIRM
LAW OFFICES OF KIM & ASSOCIATES, P.C.
ATTORNEYS AT LAW | NEW YORK & NEW JERSY

KWANGSOO KIM, ESQ
ATTORNEY AT LAW

Engr. Mohammad A. Khalek
Cell : 917-667-7324
E-mail : m.khalek28@yahoo.com

- Auto Accident
- Workers Comp. Cases
- Construction Work Accident
- Medical Malpractice
- No Consultation Fee
- No Advance Required

REDWANA RAZZAQUE (SHETU)
Vice President
Cell : 347-968-8499
E-mail : redwanarazzaque@gmail.com

Main office : 164-02 Northern Blvd., Floor 2, Flushing, NY 11358

Engr. Mohammad A. Khalek
Cell : 917-667-7324
E-mail : m.khalek28@yahoo.com

KR SHERA IN
WHERE POWER MEETS PURPOSE

OUR SERVICES

- HOME CARE
- ADULT DAY CARE
- DISABLE CHILD CARE
- HOUSE RENT
- FOOD STAMP
- CASH ASSISTANCE
- AUTISM BABY CARE
- BEHAVIORAL THERAPY
- PARENTAL GUIDANCE
- PHYSICAL THERAPY
- PARENTING COACHING
- MUSIC THERAPY

REDWANA RAZZAQUE (SHETU)
Vice President
Cell : 347-968-8499
E-mail : redwanarazzaque@gmail.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
KR SHERA COMMUNITY SERVICE

Bronx office : 2135 Westchester Avenue, Bronx, www.krshera.com

সততা আর বিশ্বস্ততার প্রতীক
NEWYORK HINDU puja samogree inc

Welcome To
NEWYORK HINDU
Puja Samogree Inc

এখানে কুমোরটুলির সকলপ্রকার ফাইবারের বড় প্রতিমা বিক্রয় করা হয় এবং ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ, গোপাল ও বিভিন্ন ঠাকুরের পিতলের মূর্তি, পুজার বাসনপত্র, আসল চন্দনকাঠ, জলপদ্ম, বেলপাতা, আম্রপলব, পঞ্জিকা, বিভিন্ন ঠাকুরের পূজার পাঁচালী ও বিভিন্ন ধর্মমূলক বই ইত্যাদি অন্যান্য দোকানের তুলনায় কম দামে পাওয়া যায়। এছাড়াও এখানে সকলপ্রকার পূজার সামগ্রী অনেক সুলভে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ঢাক, হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র স্পেশালিস্ট।

আমরা অনলাইনে এবং অফলাইনে আপনার যেকোনো অর্ডার নিয়ে থাকি।

এখানে সকল প্রকার পূজোর উপকরণ পাওয়া যায়

Contact us
Our Email : joydebshil706@gmail.com
Joydeb Shil (President)
Tapasi Kar (Secretary)
Our Address : 88-28 146 Street Jamaica, NY 11435
Our Number : 3159523037, 3475796432

A SAFEST DRIVING SCHOOL
TRACTOR • TRAILER
BUS • CARS
MOTORCYCLES
Call & Text : 347-906-2407
MONIRUZZAMAN KHAN (INSTRUCTOR)
Commercial Driving License (CDL-A) Class 'A'
Commercial Driving License (CDL-A) Class 'A'

PANSHI NEVER SLEEPS
INDIAN BANGLADESHI CHINESE
PANSHI Restaurant & Party Hall
PANSHI
Restaurant & Party Hall
পানসি রেষ্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল
LUNCH Specials
EAT-IN OR TAKE-OUT
OPEN 24 HOURS
Breakfast- Lunch- Dinnner
حلال HALAL
We are Open Everday 24 Hours
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531
FREE Wi Fi AVAILABLE

BUY? SELL? RENT? INVEST?
Call Me for a No-Obligation Consultation Today
MLS
EXIT
EXIT REALTY PRIME
929-691-1223
718-262-0205
718-262-0254
realtorzineah25@gmail.com
www.exitprimeny.com
189-10 Hillside Ave, Suite-E
Hollis, NY 11423
ZINEAH AKTAR
Licensed Real Estate Agent
Each Office is independently owned and operated

প্রজ্ঞা PROGGA
The monthly newspaper
নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা
পড়ুন ও বিজ্ঞাপন দিন

প্রজ্ঞা PROGGA
The monthly newspaper
জুলাই ২০২৬

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার হাল!

প্রজ্ঞা ডেস্ক : অবাধ ও পক্ষপাতহীন নির্বাচন নিশ্চিতের লক্ষ্যে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তিন দশক আগে সংবিধানে যুক্ত হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা। তবে ১৫ বছর আগে সর্বোচ্চ আদালতের এক রায় এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে বিলোপ করা হয়েছিল নির্বাচনকালীন নির্দলীয় এই সরকারব্যবস্থা। এখন সর্বোচ্চ পরবর্তী পাতা ৫৭, কলাম ২

ট্রাম্পের অযৌক্তিক যুদ্ধ আর অবাস্তব স্বপ্নের ফসল ইরান চুক্তি

প্রজ্ঞা ডেস্ক : কথায় আছে, শত্রুর সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষের পর কোনো যুদ্ধই আর পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে না। ডোনাল্ড ট্রাম্প অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী হয়ে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা, দেশটির পরবর্তী পাতা ৫৬, কলাম ১

হরমুজ প্রণালি এড়াতে ভূমধ্যসাগরীয় পাইপলাইন চালুর পরিকল্পনা করছে সিরিয়া, ইরাক ও যুক্তরাষ্ট্র

প্রজ্ঞা ডেস্ক : হরমুজ প্রণালির ওপর ইরানের নিয়ন্ত্রণ কমানোর চেষ্টার অংশ হিসেবে সিরিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ৫০০ মাইলের একটি পুরোনো পাইপলাইন নতুন করে চালুর পরিকল্পনা করছে ইরাক, সিরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। ইরাকের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক নেতারা মিডল ইস্ট আইকে এই তথ্য জানিয়েছেন। পরবর্তী পাতা ৫৬, কলাম ৩

খামেনির জানাজায় ৭০টির বেশি দেশের প্রতিনিধি, হরমুজ প্রণালিতে বন্ধুরাষ্ট্রদের ছাড় দেবে ইরান

প্রজ্ঞা ডেস্ক : ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির রাষ্ট্রীয় শোক ও দাফনের আনুষ্ঠানিকতায় যোগ দেওয়ায় বিশ্বের ৭০টির বেশি দেশের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। তিনি বলেছেন, এসব দেশের অংশগ্রহণ ইরানের সঙ্গে তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ইতিহাসে পরবর্তী পাতা ৫৬, কলাম ১

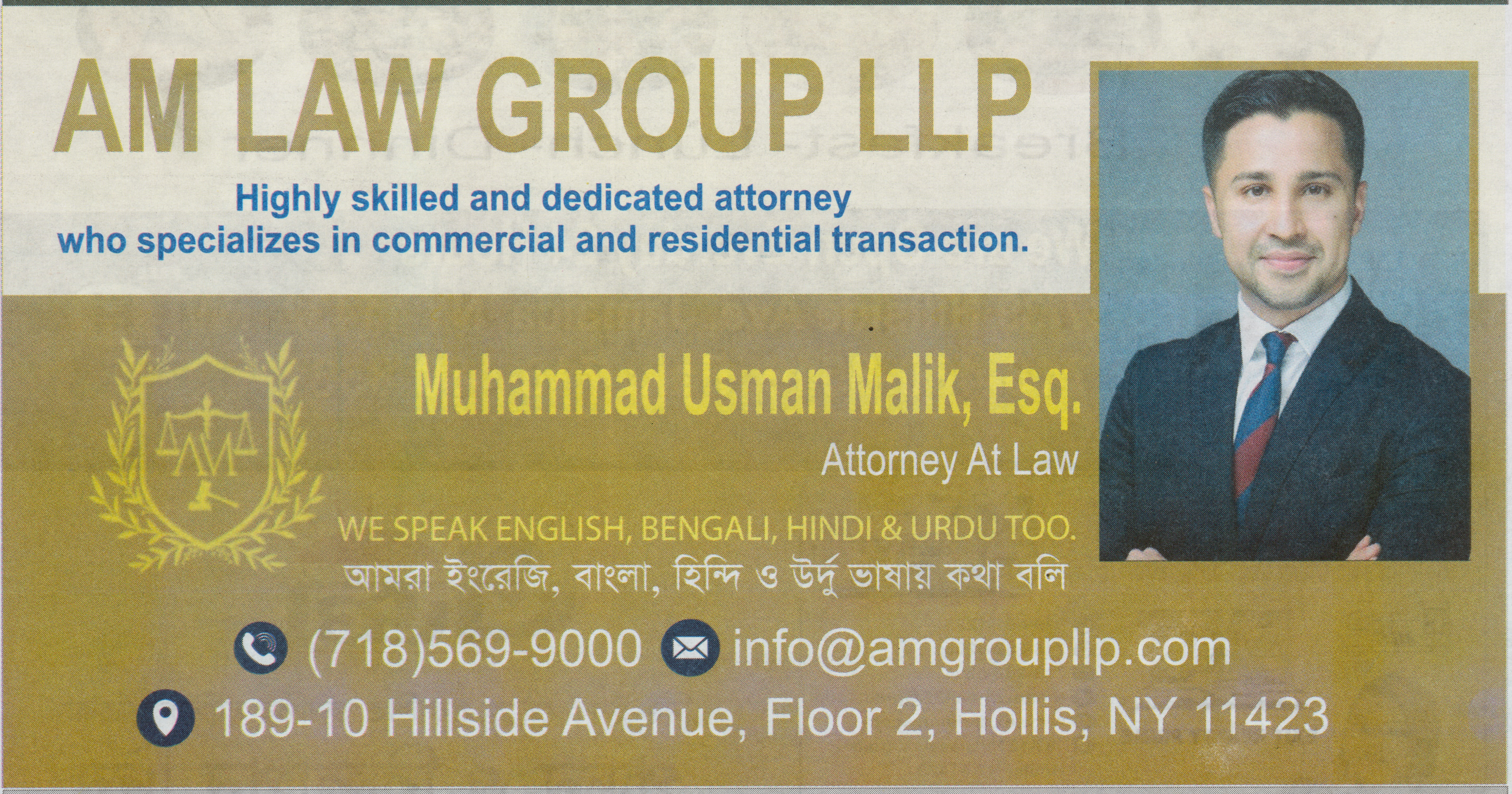

Editor and Publisher : Uttom Kumer Shaha | Executive Editor : Munmun Saha | Office : 5101 39th Avenue, New York, USA
Telephone : 1-917-310-3248, 1-917-302-5051 | E-mail : progganews.us@gmail.com | Uttomshaha84@gmail.com | Web : www.progganews.us